উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক
পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি	
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১-২
দ্বিতীয় অধ্যায় ২০০৯ থেকে ২০২৩: স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত স্থাপনের দেড় দশক	
আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন ও কিছু অভাবনীয় অর্জন	৩-১৬
তৃতীয় অধ্যায় উন্নত-সমৃদ্ধ-সমতাভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ: বিদ্যমান বাস্তবতা ও মধ্যমেয়াদি নীতিকৌশল	
বিশ্ব বাস্তবতা ও আমাদের অর্থনীতি; বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আমাদের নীতিকৌশল; স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট নীতিকৌশল	১৭-৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট	
চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট; প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব আয় ও প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়; বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন	৩২-৩৩
পঞ্চম অধ্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট	
আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো; রাজস্ব আহরণ; সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায় খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন	
কোভিড-উত্তর প্রণোদনা কার্যক্রম; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিক, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম; শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন: প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা; কৃষি খাত উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্মার্ট কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান; সামাজিক সুরক্ষা: দারিদ্র্য নিরসন, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি; নারী উন্নয়ন ও শিশু কল্যাণ: নারীর জন্য স্মার্ট কর্মজগত, ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ	৩৫-১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাত; তথ্যপ্রযুক্তি: ‘ডিজিটাল’ টু ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’; স্মার্ট বাংলাদেশ এর চার স্তম্ভ; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; শিল্প ও বাণিজ্য: স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ ও পরবর্তী বাস্তবতা; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ; পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন; আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা; ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম	
সপ্তম অধ্যায় নতুন উদ্যোগ, সুশাসন ও সংস্কার	
সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার, তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ, বিনিয়োগ অনুকূল ও বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন, জনসেবায় জনপ্রশাসন, আর্থিক খাতের সংস্কার, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা	১১৮-১৩৫
অষ্টম অধ্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	
রাজস্ব আয়ে অগ্রগতি; আয়কর, শুল্ক ও মুসক বিভাগ-এর অটোমেশন; রাজস্ব আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার; রাজস্ব আদায় পরিধি সম্প্রসারণ কার্যক্রম	১৩৬-১৪২
নবম অধ্যায় আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও আমদানি-রপ্তানি শুল্ক প্রস্তাবনা	
প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, করমুক্ত আয়সীমা ও করহার; মূল্য সংযোজন কর; LDC Graduation and Tariff	১৪৩-১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
rationalization; আমদানি-রপ্তানি শুল্ককর: কৃষি খাত, স্বাস্থ্য খাত, শিল্প খাত, আইসিটি খাত, কাস্টমস আইনের সংশোধন; যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা সংশোধন; কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন	
দশম অধ্যায় বাজেটে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৮৯-১৯৫
একাদশ অধ্যায় উপসংহার	
উপসংহার	১৯৬-১৯৮

পরিশিষ্ট-ক

বিষয়	পৃষ্ঠা
সারণি ১: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	২০১-২০৩
সারণি ২: আর্থসামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	২০৪
সারণি ৩: এক দশকের অর্জন	২০৫
সারণি ৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	২০৬
সারণি ৫: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন	২০৭
সারণি ৬: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	২০৮-২০৯
সারণি ৭: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	২০৯-২১১
সারণি ৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	২১১-২১২

পরিশিষ্ট-খ

(আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা)

বিষয়	পৃষ্ঠা
সারণি-১: ট্যারিফ ভ্যালু ও ন্যূনতম মূল্য	২১৫-২১৮
সারণি-২: রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক	২১৯-২২৮
সারণি-৩: কৃষি খাত	২২৯
সারণি-৪: স্বাস্থ্য খাত	২৩০-২৩২
সারণি-৫: শিল্প খাত	২৩৩-২৪১
সারণি-৬: ব্যাগেজ	২৪২
সারণি-৭: পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য	২৪৩-২৪৪
সারণি-৮: Customs Act, 1969 এর সংশোধন	২৪৫-২৪৬
সারণি-৯: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ: যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন	২৪৭-২৪৮

প্রথম অধ্যায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তাবা-রাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাই-ইন ক্বাদীর।

মাননীয় স্পিকার

১। ‘ধন্য সেই পুরুষ, নদীর সাঁতার পানি থেকে যে উঠে আসে/সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে/ধন্য সেই পুরুষ, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে যে নেমে আসে/ প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মতো উপত্যকায়/...ফসলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে/...ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো/দুলতে থাকে স্বাধীনতা।’

যে নামের ওপর দুলছে বাঙালির বিজয়ের পতাকা, দুলতে থাকবে অবিরাম; যার নামের প্রতি অক্ষরই স্বাধীনতা, দুর্মর ভেঙ্গে ফেলা শত শৃঙ্খল; বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর ভক্তি ও বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁকেই স্মরণ করছি যিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় হিজল তমালের ছায়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন, বাঙালির মানসলোকে স্বাধীনতার বাসনা সঞ্চারক, বাঙালির বরপুত্র, ঐন্দ্রজালিক কন্ঠস্বরের অধিকারী, সোনার বাংলার স্বপ্নচারী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মৃত্যুঞ্জয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে।

আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি শহিদ বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যসহ কলঙ্কময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রির সকল শহীদগণকে।

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী কেন্দ্রীয় জেলখানায় শহিদ হওয়া জাতীয় চার নেতাকে।

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে আরও স্মরণ করছি, আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে সকল নিঃশঙ্ক বীরসন্তানকে যাঁদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্ভ্রম হারানো দুই লাখ মা বোনকে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর কাছে আমি সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মাননীয় স্পিকার

২। এ পর্যায়ে আমি আমার বাজেট বক্তৃতাটি অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩। পূর্ণাঙ্গ বাজেট বক্তৃতা বিস্তারিত তথ্যাদিসহ টেবিলে উপস্থাপন করা আছে। এটিকে পঠিত বলে গণ্য করার জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ করছি।

আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০০৯ থেকে ২০২৩

স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত রচনার দেড়দশক

মাননীয় স্পিকার

৪। যিনি শুধু দেশকে দিয়ে গেলেন, দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটালেন, বিশ্বের মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা আঁকলেন, বাংলার মানুষকে উপহার দিলেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, জেলে কাটালেন ৪ হাজার ৬৮২ দিন, বিলিয়ে দিলেন নিজ জীবন। কিন্তু, বিনিময়ে চাইলেন না কিছুই, তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ছিল একটাই স্বপ্ন, একটাই লক্ষ্য- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশ।

৫। জাতির পিতা স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন সে অসমাপ্ত কাজ শেষ করার প্রত্যয়ে আলোকবর্তিকা হাতে দেশের সকল মানুষকে সাথে নিয়ে দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁরই উত্তরাধিকারী আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর একটাই লক্ষ্য- ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে গত সাড়ে ১৪ বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক অগ্রগতি হয়েছে, যা দেশকে বিশ্বের দরবারে এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের উন্নয়ন-প্রত্যাশী দেশসমূহের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

৬। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার পূর্ণাঙ্গ চিত্র এ স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই, হাজারো অর্জনের মাঝে মোটাদাগে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আপনার মাধ্যমে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করতে চাই। বস্তুত, গুরুত্বপূর্ণ এ অর্জনসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এর ভিত রচনা করেছে।

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা

- ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বব্যাংকের মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে;
- ২০২১ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে;
- গত ১৪ বছরে দেশে জিডিপি’র গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৭ শতাংশের বেশি;
- ইউরোপের Think Tank, Spectator Index অনুযায়ী কোভিড-পূর্ববর্তী ১০ বছরে (২০০৯ থেকে ২০১৯) বাংলাদেশ ১৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সারা বিশ্বে ১ম স্থানে অবস্থান করেছে;
- কোভিডকালীন বিশ্বের প্রায় সকল দেশে যখন ঋণাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে তখন বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ কোভিডের পরবর্তী বছরেই উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৯৪ ও ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়;
- স্বাধীনতার পর মাত্র ৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপি নিয়ে

বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। আটত্রিশ বছর পর ২০০৯ সালে জিডিপি ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৪ বছরে জিডিপির আকার ২০০৯ এর তুলনায় চার গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৬০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়;

- জিডিপি'র আকার অনুযায়ী ২০০৮-০৯ সময়ে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের ৬০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ১৪ বছরের ব্যবধানে দেশ আজ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Centre for Economics and Business Research এর ডিসেম্বর ২০২২ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩৭ সালে বিশ্বের ২০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে;
- ২০০৭ সালের জরিপে দেশে মোট কর্মসংস্থান ছিল ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ। গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকার নতুন ২ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে এখন মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ১১ লক্ষ জনে;
- বেকারত্বের হার ২০১০ সালের ৪.৫ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে;
- কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৬ সালের ৩৬.০ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ৪২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;
- পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে চার গুণের বেশি বেড়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;

- অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলে বঙ্গবন্ধুর দর্শন অর্থাৎ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১৫ শতাংশ, এবং সপ্তম পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০) মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৪৭ শতাংশ হয়েছে;

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন শেষে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে রূপান্তরের স্মার্ট ভিত রচিত হচ্ছে;

- মাথাপিছু আয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৬৮৬ মার্কিন ডলার হতে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে;

- ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১২.৩ শতাংশ। গত ১৪ বছরে সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, করোনা মহামারি ইত্যাদির মাঝেও সরকার ধারাবাহিকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬.৭৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত ছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরেও গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.১৫ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের ওপর এর প্রভাব প্রশমনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে;

- দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ হতে অর্ধেকেরও বেশি কমে ২০২২ সালে ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে অতি দারিদ্র্যের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়ে ৫.৬ শতাংশ হয়েছে;

- ২০০৭-০৮ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৬.১ বিলিয়ন ডলার, যা দিয়ে ৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যেত। বর্তমান রিজার্ভের পরিমাণ ২৯.৯৭ বিলিয়ন ডলার, যা সাড়ে চার মাসের বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট;
- বাজেটের আকার ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৭৯ হাজার ৬১৪ কোটি টাকার তুলনায় সাড়ে নয় গুণের বেশি বৃদ্ধি করে আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা থেকে প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২৭ হাজার ৩৬১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন বা ভূমিহীন থাকবে না" কর্মসূচির আওতায় দেশের ৯টি জেলা ও ২১১টি উপজেলা গৃহহীন মুক্ত হয়েছে। অচিরেই অন্য জেলাগুলো গৃহহীন মুক্ত হবে;
- মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিষয়ক আইনি বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক এলাকা, এক্সক্লুসিভ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানসহ মোট ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর বাংলাদেশের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সুযোগ

কাজে লাগিয়ে সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ সুনীল অর্থনীতিকেন্দ্রিক বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে;

- রূপকল্প ২০২১ এর প্রত্যয় অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ঘাটতি দূর করা হয়েছে এবং দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে;
- ২০০৮ সালে ধান উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৮৯ লক্ষ মে. টন, যা প্রায় ৩২ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ মে. টন ছাড়িয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। ৪ হাজার ৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। এছাড়া, গভীর সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার নির্মাণ, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট স্থাপন, মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা, উপজেলা শহরে ব্যাংকের এটিএম বুথ নির্মাণ ইত্যাদি উদ্যোগের ফলে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সেবা সহজলভ্য হয়ে মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছেছে। দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ১৮.৪ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২.৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে;
- চলমান ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেগা প্রকল্প দেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ভিত্তি মজবুত করে চলেছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল চালু হয়েছে। কর্ণফুলী টানেল ও ঢাকা বিমানবন্দর থেকে যাত্রাবাড়ীর অদূরে কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অচিরেই চালু হবে। চলমান পায়রা সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ আরও কয়েকটি বড় প্রকল্প সমাপ্ত হলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ হবে;

- পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

সামাজিক খাতে অগ্রগতি

- অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সামাজিক চলকসমূহে পার্শ্ববর্তী ও সমজাতীয় দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন;
- সফলভাবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কর্মকৌশলকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে;
- ২০০৮ সালে ১ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার ছিল প্রতি হাজারে ৪১ জন। এ হার অর্ধেক হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ২২ জনে নেমে এসেছে;
- মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৫ সালের ৩৪৮ জন (প্রতি লক্ষ জীবিত জনে) হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৬৮ হয়েছে;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ২০০৫ সালের প্রতি হাজারে ৬৮ জন থেকে কমে ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ২৮ জন হয়েছে;
- প্রসবকালীন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ২০০৪ সালের ১৫.৬ শতাংশ থেকে

বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৭.৯ শতাংশ হয়েছে;

- সুপেয় পানির কাভারেজ বর্তমানে প্রায় ৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;
- স্যানিটেশনের কাভারেজ বর্তমানে প্রায় ৮৫.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে;
- প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ২০০৮ সালের ৬৬.৮ বছর হতে ২০২১ সালে ৭২.৩ বছর হয়েছে;
- ২০০৮ সালে শিক্ষার হার ছিল ৫৫.৮ শতাংশ। ২০২১ সালে (সাত বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার) শিক্ষার হার উন্নীত হয়েছে ৭৬.৪ শতাংশে;
- প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় ৯৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০১০ সালের ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৭.২ শতাংশ হয়েছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

- মহান জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করেছে। জাতীয় সংসদে ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে মোট ৫৭২টি আইন পাশ হয়েছে;
- মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কার্যক্রম ও গণহত্যা সংগঠনকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা ও প্রধান অপরাধীদের শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে। ২৫ মার্চকে ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে;
- ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার সাথে জড়িতদের বিচার সম্পন্ন করে অধিকাংশ অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে;

- দেশ-বিদেশের অতিথিবর্গের সরব উপস্থিতিতে সফলভাবে মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে;
- সন্ত্রাস দমনে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করেছে ও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

মাননীয় স্পিকার

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

৭। আমাদের সাম্প্রতিক অর্জন তুলে ধরার আগে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- চলতি বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০তম বছর। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে তারিখে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিনায়কত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে 'জুলিও কুরি' পদক তুলে দেয়। বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় ১৪০টি দেশের ২০০ জন সদস্যের উপস্থিতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুকে এ পদক প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রনেতার সেটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক পদক প্রাপ্তি। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে পরিষদের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র বলেছিলেন- "বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন, তিনি বিশ্বের এবং তিনি বিশ্ববন্ধু"। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং বলিষ্ঠ ও বিশ্বজনীন নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক মহলের উচ্চ প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, "Bangladesh is an example of economic progress and a country of great hope and opportunity.";

- কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, “Bangladesh has made incredible progress. It spurred economic growth, reduced poverty, increased access to education and health resources and built new opportunities for the people.”;
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, “Bangladesh is showing its dynamism to the world under Prime Minister Hasina’s leadership, proving wrong those who had objected to the creation of Bangladesh, looked down upon the people of Bangladesh, and those who had apprehended the existence of Bangladesh.”;
- Financial Times এর শিরোনামে এসেছে - ‘What Bangladesh can teach others about development.’;
- বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ‘সময়োচিত সংস্কার পদক্ষেপ’ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করে বিশ্বখ্যাত সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার চতুর্থ মেয়াদে নির্বাচিত হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে;
- বাংলাদেশের ৫৩তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করে বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসের সহ-সভাপতি জো উইলসন। এতে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও ব্যাপক প্রশংসা করেন;

- বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান *বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ* বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে বলেছে - “Bangladesh seen on track to be a trillion-dollar economy.”;
- যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Centre for Economics and Business Research এর মতে, “Bangladesh is currently the second largest economy in the region and will continue to maintain the pace till 2037 with the GDP size of 1.63 trillion dollars at current prices.”;
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট Masatsugu Asakawa বাংলাদেশ সফরে এসে বলেছেন, “I have witnessed the many ways Bangladesh has been transformed through steady and inclusive economic growth with vibrant private sector engagement over the past decade and a half.”;
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ‘এই নারী একটি শক্তির নাম’ শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশ করেছে;
- কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড বাংলাদেশের বিগত এক দশকের ‘অসামান্য অর্জনের’ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন;
- ‘Bangladesh-UK at 50: Aspiring Women and Girls Agenda 2030’ শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ মন্ত্রী, হাউস অব লর্ডস এবং

হাউস অব কমন্সের সদস্যরা নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

- অতিসম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরকালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন "Japan will continuously support Bangladesh's effort towards its LDC graduation and further developments."
- বিশ্বব্যাংক এর সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক সভাপতি ডেভিড ম্যালপাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছেন "Many countries can learn from Bangladesh's innovative approaches to reducing poverty, empowering women and adapting to climate change."
- সম্প্রতি আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা ও নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন "Bangladesh is a role model in the world in terms of its overall development which makes its economy stable even after the corona virus pandemic."
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য সফরকালে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন "I'm following you for many years. You are a successful economic leader. You are an inspiration for us."

মাননীয় স্পিকার

৮। ২০০৯ সালের সরকার গঠন করার প্রাক্কালে জাতির সামনে রূপকল্প ২০২১ পেশ করা হয়েছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী সমতাভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। গত দেড় দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অবকাঠামোসহ সকল ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে তার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি টেকসই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ এর লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাপ্রসূত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের উদ্যোগসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। স্বপ্নের সে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে চারটি মূল স্তম্ভ- (১) স্মার্ট নাগরিক (২) স্মার্ট সরকার (৩) স্মার্ট সোসাইটি ও (৪) স্মার্ট ইকোনমির ওপর ভিত্তি করে।

৯। আমাদের 'স্মার্ট বাংলাদেশে' মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার; দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে ৩ শতাংশের কম মানুষ আর চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়; মূল্যস্ফীতি সীমিত থাকবে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে; বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে; রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত হবে ২০ শতাংশের ওপরে; বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক স্বাক্ষরতা অর্জিত হবে। সকলের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকসই নগরায়নসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা থাকবে হাতের নাগালে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

মাননীয় স্পিকার

১০। বাংলাদেশের এ যাবৎ সকল অর্জনে কৃতিত্বের দাবীদার আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাঙ্গালীকে প্রথম স্বপ্ন দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
এনে দিয়েছেন এক রক্তস্নাত স্বাধীনতা মহান।
মজবুত ভিত স্থাপন করে শুরু করেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার
কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের বুলেট সুযোগ দেয়নি তা সমাপ্ত করার।
তবে দাবায়ে রাখতে পারেনি কেউ, কারণ হাল ধরেছেন শেখ হাসিনা
রচনা করছেন একের পর এক উন্নয়ন পরিক্রমা।
গড়েছেন ডিজিটাল-উন্নয়নশীল বাংলাদেশ
উন্নয়নের নেই কো কোন শেষ
২০৪১ এর মধ্যে হবে স্মার্ট উন্নত সোনার বাংলাদেশ।।

আজকের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা দেশবাসী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নত-সমৃদ্ধ-সমতাভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ: বিদ্যমান বাস্তবতা ও মধ্যমেয়াদি নীতিকৌশল

মাননীয় স্পিকার

১১। চলতি মেয়াদের জন্য আমাদের সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল 'টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন - সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বেই ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। এখন তিনি জনগণের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণকর এক স্মার্ট বাংলাদেশের অভিনব রূপকল্প আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য আমরা চলতি অর্থবছর ও মধ্যমেয়াদে যে নীতি-কৌশলসমূহ অনুসরণ করব তা এখন মহান জাতীয় সংসদের সামনে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে চাই।

মাননীয় স্পিকার

বিশ্ব বাস্তবতা ও আমাদের অর্থনীতি

১২। আপনি জানেন, কোভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বব্যাপী জীবন-জীবিকাসহ আর্থসামাজিক অবস্থাকে কতটা বিপর্যস্ত করেছে। কোভিডের অভিঘাতে আমাদের দেশেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৯-২০ সময়ে হ্রাস পেয়ে ৩.৪৫ শতাংশে নেমে আসে। তবে, অধিকাংশ দেশেই তখন প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক। আমাদের সরকার কোভিড পরিস্থিতি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করেছে। ঐ সময়ে সরকার প্রবৃদ্ধির তুলনায় জনগণের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষা এবং

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। রাজস্ব ও মুদ্রানীতির প্রাজ্ঞ ও সুসমন্বিত প্রয়োগ এবং অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তিতে কোভিড পরবর্তী বছরেই বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। কিন্তু, আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দ্রুত হলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর অভিঘাত দীর্ঘায়িত হয়। এর সাথে ২০২২ এর ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বিশ্বব্যাপী আরও শ্লথ হয়ে আসে প্রবৃদ্ধির গতিধারা। এর কিছুটা বিলম্বিত প্রভাব আমাদের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করে।

১৩। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে মূল্যস্ফীতি, সরকারি ব্যয়, লেনদেনের ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর। আপনি জানেন, যুদ্ধ ও যুদ্ধকেন্দ্রিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য, সার ও জ্বালানি তেলের মূল্য অনেকখানি বেড়ে যায়। নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নত দেশসমূহ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধাপে ধাপে নীতি সুদের হার বাড়িয়েছে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের এসব পরিবর্তন আমাদের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করছে। উল্লেখ্য, যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দশকে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ৫-৬ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ, যুদ্ধ শুরুর পর বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধি ও দেশে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের অবচিতির কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বেড়ে আগস্ট ২০২২ সময়ে ৯.৫ শতাংশ হয়। ফলে, চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হবে না।

১৪। মূল্যস্ফীতি ছাড়াও বর্ধিত আমদানি ব্যয় বাংলাদেশের আমদানি-নির্ভর অর্থনীতির ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সার,

জ্বালানি তেল ও গ্যাসের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে ভর্তুকি প্রণোদনা বাবদ বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি'র ১.৮৩ শতাংশে উন্নীত করতে হয়, সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ আরও বেড়ে জিডিপি'র ২.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ যুদ্ধ-পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ভর্তুকি প্রণোদনা খাতে বরাদ্দ গড়ে জিডিপি'র ১.০ শতাংশের মধ্যে সীমিত ছিল।

১৫। আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৯-২০ অর্থবছরের -৮.৬ শতাংশ থেকে ২০২১-২২ সময়ে ৩৫.৯ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাস আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১২ শতাংশ হ্রাস পায়। বহিঃখাতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রবাস আয় হ্রাসের ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতি ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বেড়ে ২০২১-২২ সময়ে ১৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পাশাপাশি, রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন ও বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির ফলে আর্থিক হিসাবও নেতিবাচক অবস্থানে চলে আসে। চলতি হিসাব ও আর্থিক হিসাবের যুগপৎ ঘাটতি লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জুন ২০২১ এর ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে কমে জুন ২০২২ এ ৪১.৮৩ বিলিয়ন এবং ক্রমান্বয়ে আরও হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৯.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। একইসাথে, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যমান কমেছে। জুন ২০২২ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ছিল ডলার প্রতি ৯৩.৫ টাকা। সর্বশেষ ২৪ মে ২০২৩ তারিখে বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে প্রতি ডলার ১০৮.১ টাকায়। বাজারে ডলারের সরবরাহ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রাথমিক চেষ্টা বাজারে সাময়িক তারল্য সংকট তৈরি করে। এর প্রভাবে ব্যাংক উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়নে সরকারের সুদ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

১৬। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার জনকল্যাণ ও সরবরাহ খাত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যয়ে অগ্রাধিকার অব্যাহত রেখে অন্যান্য ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরে কিছুটা ব্যয় সংকোচন নীতি প্রয়োগ করছে। কৃষিখাতের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সুলভ মূল্যে সার সরবরাহ নিশ্চিত করার দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে জনকল্যাণমুখী শেখ হাসিনার সরকার। এছাড়া, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জন্য ভর্তুকি বাবদ ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি সুদের হার অর্থাৎ রেপো সুদের হার কয়েক দফা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া, চালের মূল্যের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার ও রেগুলেটরি ডিউটি ২৫ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ডিজেলের মূল্য কমাতে ডিজেলের আগাম কর অব্যাহতি ও শুল্ক ১০ শতাংশ হতে ৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও স্বল্পআয়ের জনগণের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব প্রশমনের জন্য সরকার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, খোলা বাজারে চাল বিক্রয় এবং ১ কোটি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের মত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করছে।

১৭। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠন ও মুদ্রা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল দ্রব্যের আমদানির ওপর কড়াকড়ি আরোপ, আমদানি পণ্যের প্রকৃতিভেদে ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে মার্জিন নির্ধারণসহ বিভিন্নরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ফলে, চলতি অর্থবছরে প্রথম নয় মাসে আমদানি ১২.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ছিল ৪৩.৮৪ শতাংশ। সরকারের কৃচ্ছ্রসাধন নীতি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের কারণে চলতি অর্থবছরে শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি কমেছে এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৬.০৩ শতাংশ হবে মর্মে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সাময়িক হিসাব দিয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আমাদের নীতি-কৌশল

প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি

১৮। ধীরে হলেও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে, আমাদের বাণিজ্য ও প্রবাস আয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে মর্মে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এপ্রিল, ২০২৩ সময়ে প্রক্ষেপণ করেছে। একই সাথে, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য, সার ও জ্বালানির মূল্য স্বাভাবিক হয়ে আসার সুবাদে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে বলেও আইএমএফ এর প্রক্ষেপণে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির অনুকূল পরিবর্তন আমাদের জন্য আশার সঞ্চার করছে। একইসাথে, কোভিড পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণ গতি সঞ্চার হয়েছে। এছাড়াও, অর্থবছরের শেষাংশে কৃষিখাতে ভাল ফলন আসছে।

১৯। সার্বিকভাবে, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং সুসংহত অভ্যন্তরীণ চাহিদার কল্যাণে পূর্বের ধারাবাহিকতায় আগামী অর্থবছরে আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসব ও ৭.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব বলে আশা করছি। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা ক্রমান্বয়ে কৃচ্ছ্রসাধন নীতি থেকে বের হয়ে এসে মেগাপ্রকল্পসহ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারক চলমান ও নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করব। এ উদ্দেশ্যে আগামী অর্থবছরের বাজেটে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে জিডিপি'র ৬.৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইসাথে, বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ তৈরি, যেমন- নিষ্কণ্টক জমি, উন্নত অবকাঠামো, নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি, আর্থিক প্রণোদনা ও সহজ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাসহ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান

অব্যাহত থাকবে। লজিস্টিকস খাতের উন্নয়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কারের ফলে বিনিয়োগ/ব্যবসা প্রক্রিয়াকরণে সময়, ব্যয় ও জটিলতা হ্রাস পাবে। ফলে, চলতি বছরে কিছুটা হ্রাস পাওয়া বেসরকারি বিনিয়োগ আগামী বছরে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২৭.৪ শতাংশ হবে মর্মে আশা করছি। উল্লেখ্য, পরিসংখ্যান ব্যুরো ত্রৈমাসিক জিডিপি'র হিসাব/উপাত্ত প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির নিয়ামক উপাদানসমূহের গতিধারা আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নীতি-কৌশলে সমন্বয় সাধন সহজ হবে।

২০। বিশ্ববাজারে জ্বালানি, খাদ্যপণ্য ও সারের মূল্য কমে আসা, দেশে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় এবং খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সরকারি উদ্যোগের প্রভাবে আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬.০ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়াবে বলে আশা করি।

উন্নয়ন অর্থায়ন ও রাজস্ব আহরণ

২১। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাশ্রয়ী অর্থায়নের দেশি-বিদেশি উৎস অনুসন্ধান হবে রাজস্ব খাতের নীতি-কৌশল। রাজস্ব আহরণে সকল সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। রিটার্ন দাখিল পদ্ধতি সহজীকরণসহ অন্যান্য সংস্কারের মাধ্যমে কর নেট সম্প্রসারণ, কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ, স্বয়ংক্রিয় ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন কর আদায় সহায়ক Electronic Fiscal Device (EFD) স্থাপন ও সম্প্রসারণ, অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন, কর প্রশাসনের অটোমেশন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কর রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনবল

কাঠামো শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কর অব্যাহতির পরিধি, মাত্রা ও ধরন যৌক্তিকীকরণের স্বার্থে এ বিষয়ে একটি স্টাডি করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য 'মধ্যমেয়াদি রাজস্ব আহরণ কৌশলপত্র' প্রণয়ন করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। আয়কর ও কাস্টমস আইন যুগোপযোগী করা হচ্ছে।

২২। কর রাজস্বের পাশাপাশি কর-বহির্ভূত রাজস্বখাতে ফি/হার হালনাগাদকরণ, সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ উৎসসমূহ হতে রাজস্ব আহরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সচেতন ও সক্রিয় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি সেবাসমূহের ফি/হার সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

ব্যয় দক্ষতা ও টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা

২৩। চলতি অর্থবছরে কৃচ্ছ্রসাধন কৌশল কিছু কিছু খাতে ব্যয় কমাতে সাহায্য করলেও ভর্তুকি এবং সুদ ব্যয় বেড়েছে। কৃচ্ছ্রসাধন নীতির মাধ্যমে সৃষ্ট ফিসকাল বাফার থেকে বর্ধিত ভর্তুকি ও সুদ ব্যয় এবং পুঞ্জিভূত বকেয়া ভর্তুকি ব্যয় আংশিক মেটানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভর্তুকি ব্যয় কমানোর জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি খাতে ফর্মূলা-ভিত্তিক মূল্য সমন্বয়ের স্থায়ী পদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি পথনক্সা প্রণয়ন করা হচ্ছে। আশা করছি, এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ফর্মূলা-ভিত্তিক মূল্য সমন্বয় পদ্ধতি চূড়ান্ত করতে পারব। বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি ও আসন্ন সমন্বয় পদ্ধতির প্রয়োগে মধ্যমেয়াদে মোট ভর্তুকি ব্যয় ধীরে ধীরে কমে আসবে। তবে, পুঞ্জীভূত বকেয়ার কারণে ভর্তুকি ব্যয়ের চাপ পুরোপুরি কমিয়ে আনতে কিছুটা

সময় প্রয়োজন হবে। তাই, আগামী অর্থবছরেও আমাদের বিদ্যুৎ ও কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে।

২৪। সরবরাহ ব্যয় কমাতে এবং বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য সরকার বিদ্যমান রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বা ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি নবায়নের সময় ন্যূনতম ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদানের ধারা অপসারণের মাধ্যমে এ চার্জ প্রদান পর্যায়ক্রমে বন্ধ করবে। সরকারি ক্রয়ে দক্ষতা ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি গঠনের কাজ চলছে।

২৫। স্বস্তির বিষয় হল- বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও আমাদের বাজেট ঘাটতি কম-বেশি ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি থাকছে এবং মধ্যমেয়াদে রাজস্ব ও ব্যয় পরিকল্পনা যেভাবে করা হয়েছে তাতে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশে সীমিত থাকবে। সরকারের মোট ঋণ আন্তর্জাতিক টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত মাপকাঠির বেশ নিচেই অবস্থান করছে। উন্নয়ন কার্যক্রমে দেশি সম্পদের ঘাটতি মেটানোর ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য থাকবে মধ্যমেয়াদে টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ফলে উত্তরণপূর্ব ও উত্তরণ পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য সহজতর শর্তের বৈদেশিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে।

লেনদেন ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হার

২৬। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন আমাদের লক্ষ্য হলেও আমরা একইসাথে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে চাই। ইতোমধ্যে আমাদের সরকারের সময়োপযোগী কৌশলের প্রভাবে লেনদেন

ভারসাম্যের অস্থিতিশীলতা কমে এসেছে। আগামী অর্থবছরেও আমরা সতর্ক থাকব এবং সংকুলানমূলক নীতি গ্রহণ করব। মুদ্রা বিনিময় হার ক্রমান্বয়ে বাজারভিত্তিক করার লক্ষ্যে বিদ্যমান একাধিক মুদ্রা বিনিময় হারের মধ্যে ব্যবধান ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠনের জন্য সঠিক মূল্যে পণ্য আমদানি নিশ্চিত করা এবং ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রক্রিয়াগত বিধিনিষেধ আরোপ ও বাস্তবায়ন ও নজরদারি আগামীতেও চলমান থাকবে। আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রবাস আয় প্রেরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২.৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান এবং সহজে রেমিট্যান্স পাঠানোর উপযোগী মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ (এমএফএস) অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশি ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সকল ফি মওকুফ করা হয়েছে। এসকল পদক্ষেপের প্রভাবে রপ্তানি ও প্রবাস আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমদানির অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসছে। একই সাথে রপ্তানি আয় বাড়ানোর উপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাইপ লাইনে থাকা বৈদেশিক অর্থায়ন ছাড়করণে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যে রিজার্ভ পরিস্থিতি আরও ভাল অবস্থায় চলে আসবে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত সংস্কার

২৭। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুদ্রানীতিতে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংকটকালে মুদ্রাবাজারে প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে রেপো সুদ হার ৫.৭৫ শতাংশ হতে দুই ধাপে ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.৭৫ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো সুদ হার ৪.৭৫ শতাংশ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে চাহিদাজনিত

মূল্যস্ফীতির ক্রমবর্ধমান চাপ প্রশমনে রেপো সুদ হার ৪.৭৫ শতাংশ হতে ধাপে ধাপে ১২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৬.০০ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো সুদ হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৪.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি, উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং লেনদেনের সহজগম্যতা বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করছে। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদহারের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত থাকায় এবং বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করায় কৃষি ও এসএমইসহ উৎপাদনশীল অন্যান্য খাতে বিনিয়োগপ্রবাহ গতিশীল রয়েছে। অপরদিকে, এমএফএস পদ্ধতির বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমানো এবং লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি, তৈরি পোষাক শিল্পে শ্রমিকের মজুরি প্রদান, জিটুপি পদ্ধতিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভাতা প্রদানসহ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে এমএফএস একাউন্টের ব্যবহার, এবং সাব-ব্রাঞ্চ ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংক ব্যবস্থা দৃঢ় হয়েছে। এছাড়া, সর্বজনীন Bangla QR প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীসহ সকল ব্যবসায়ীকে ডিজিটাল পেমেন্টের আওতায় এনে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে আগামী চার বছরে ক্যাশ ব্যবহারের হার ৭৫ শতাংশ কমানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২৮। পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও দেশীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনার চিন্তা ভাবনা করছে। মুদ্রানীতি কাঠামোতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা আনা এবং মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বিবেচনায় মুদ্রানীতিতে monetary targeting এর স্থলে interest rate targeting এর

দিকে সরে আসার চিন্তা করা হচ্ছে। এছাড়াও সুদের হার ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে বাজারভিত্তিক করার কাজ চলছে। আর্থিকখাতে খেলাপি ঋণসহ আর্থিক খাতের অন্যান্য সীমাবদ্ধতা দূর করে ব্যাংক খাতের উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক BASEL-3 অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিগত নির্দেশিকা তৈরি করছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। কোভিড পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হয়েছে বিধায় কোভিডকালীন যে সকল ছাড় দেয়া হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আর্থিক খাতে সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করছে।

তারুণ্যের শক্তি - বাংলাদেশের সমৃদ্ধি

২৯। আমাদের জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ কর্মক্ষম এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ২৮ শতাংশ তরুণ। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা তারুণ্যের শক্তিকে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির অন্যতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আগামী দিনগুলোতে তরুণরাই হবে উন্নত বাংলাদেশের পথে আমাদের স্মার্ট অভিযাত্রার অন্যতম সারথি। তরুণ-তরুণীসহ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশিক্ষণ-দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক, দক্ষ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী মানবসম্পদে রূপান্তরের অব্যাহত ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ আমাদের উৎপাদন শক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। শিল্পখাতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবন সক্ষমতার বিকাশে আমরা মৌলিক দক্ষতা থেকে ধীরে ধীরে মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দিকে মনোযোগী হব।

৩০। দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি দেশে-বিদেশে তরুণ-তরুণীদের কাজের সুযোগ বাড়ানো হবে। প্রথাগত কর্মসংস্থানের ধারণা থেকে বের হয়ে এসে তরুণ-তরুণীরা বিভিন্নমুখী ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে নিজেদের নিয়োজিত করবে, নিজের ও সমাজের জন্য পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিবে, আমাদের তরুণদের মধ্যে আমরা সে ধরনের প্রণোদনার সঞ্চার করতে চাই। একইসাথে, তৈরি করে দিতে চাই অনুকূল প্ল্যাটফরম। সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমে অনলাইনে শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ও ইনোভেশন সেন্টারের মাধ্যমে ৮০ হাজার তরুণ-তরুণীকে অগ্রসর প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করব। স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উপযোগী অবকাঠামো গঠন ও সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের চালিকাশক্তি হিসেবে তরুণ-তরুণী ও যুবসমাজকে প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়নমূলক কাজে আগামী বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

৩১। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কমকান্ড, কমিউনিটি ক্লিনিক, সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতির প্রবর্তন, সিএসএমই, পুনঃঅর্থায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রারণ, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, নারীর জন্য অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃজন, প্রগ্রেসিভ কর কাঠামো ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানার আয় ও ব্যয় জরিপ মোতাবেক ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৫.২ শতাংশ,

২০১৬ সালে এ হার নেমে আসে ২৪.৩ শতাংশে এবং ২০২২ সালে এ হার আরও কমে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশে। অন্যদিকে, ২০১০ সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ১৭.৬ শতাংশ এবং এ হার ২০১৬ সালে দাঁড়ায় ১২.৯ শতাংশে। ২০২২ সালে চরম দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে মাত্র ৫.৬ শতাংশে। এ সময়ে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার অধিক হ্রাস পেয়েছে, যা সাম্যভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পরিচায়ক।

জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন

৩২। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কৌশলের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাদির টেকসই সমাধান নিয়েও ভাবছি। বদ্বীপ পরিকল্পনা ও মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় আমাদের কৌশলসমূহকে বিস্তৃত করা হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক খাতের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় সবুজ ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন জোরদার করার জন্য নতুন বিধিমালা প্রণয়ন ও বিদ্যমান বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ডেল্টা উইং প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। জলবায়ু সহনশীল ও সবুজ অগ্রাধিকারমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই ব্যবসা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার 'সাসটেইনেবল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (এসপিপি)' নীতিমালা গ্রহণ করেছে। পরিচ্ছন্ন, দক্ষ এবং জলবায়ু সহনশীল বিনিয়োগের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরকার শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

মূল্যায়ন এবং ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারির মাধ্যমে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকে সংস্কার করেছে। বায়ুর গুণমান উন্নত করতে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে 'বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২' জারি করা হয়েছে। শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বসতবাড়িতে জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বার্ষিক জ্বালানি খরচ প্রতিবেদন প্রকাশের বিধানসহ সরকার সংশোধিত এনার্জি এফিসিয়েন্সি এন্ড কনজারভেশন রুলস, ২০২৩ জারি করেছে। ৫০ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে দুর্যোগ ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট নীতি-কৌশল

৩৩। সার্বিকভাবে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা আমাদের এ মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ। সামনের দিনগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে টেকসই উত্তরণ ও উত্তরণ পরবর্তী বাস্তবতা মোকাবিলা করার কৌশলও এখনই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ, রাজস্ব ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ, ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রত্যাহার অথবা বিকল্প অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। সামজিক সুরক্ষা ব্যয় নির্বাহ ও অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থানের জন্য জিডিপি'র অনুপাতে রাজস্ব আয়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা নিশ্চিতকরণ এবং সহজ শর্তের দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে মাথায় রেখে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত থেকে উন্নততর রূপান্তরের

কৌশল বিন্যাস করেছি। বাজেট বক্তৃতার সাথে মধ্যমেয়াদি নীতি কৌশল সম্বলিত ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি’ পেশ করা হয়েছে। এ নীতি-বিবৃতিতে আমাদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৩৪। সার্বিক রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের অগ্রগতি বিবেচনায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে কিছুটা সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে। সংশোধিত বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী <u>পরিশিষ্ট ‘ক’: সারণি- ৪</u> হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩৫। প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব আয়: চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৯ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ের এ প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেটের সমান অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করছি।

৩৬। প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়: চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল মোট ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। কিন্তু এপ্রিল পর্যন্ত ব্যয়ের সার্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয় ১৭ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা হ্রাস করে ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা হতে কিছুটা হ্রাস করে ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব পেশ করছি।

৩৭। সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন: চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে

ঘাটতি প্রস্তাব করা হচ্ছে ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ। উল্লেখ্য, মূল বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপির ৫.৫ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ৮৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার প্রস্তাব করছি।

পঞ্চম অধ্যায়

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৩৮। এ পর্যায়ে আমি আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোর ওপর আলোকপাত করব। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৫ এ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছি।

৩৯। প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়: আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে ৭০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করছি।

৪০। প্রস্তাবিত ব্যয়: আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটের আকার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৬ এ তুলে ধরা হয়েছে।

৪১। বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন: প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.২ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, এ হার গত বাজেটে ছিল ৫.৫ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পিকার

৪২। বাজেট বক্তৃতার এ পর্যায়ে আমি বিভিন্ন খাতের জন্য আমাদের খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাই।

৪৩। বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুসরণ করে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে শুরু থেকেই আমাদের সরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল প্রয়োগ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে গিয়ে একইসাথে আমরা দেশীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং আমাদের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পর্যালোচনা করেছি। সার্বিকভাবে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ হতে টেকসই উত্তরণ, কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো বাজেট অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য বিবেচনায় নিয়েছি।

মাননীয় স্পিকার

৪৪। আপনি জানেন, উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আমাদের প্রয়োজন হবে- অবকাঠামো, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও তথ্য-প্রযুক্তিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী

রাখা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-দক্ষতাবর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুনর্বাসন, গবেষণা ও উদ্ভাবন, কৃষি খাতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ওপর নজর দিতে হয়েছে। ভর্তুকি, সুদ ব্যয় ইত্যাদি খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও সারের মূল্যবৃদ্ধি, বিনিময় হারের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় রেখেছি। দেশের সাধারণ জনগণের ওপর আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির প্রভাব প্রশমনে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ, নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বিনা/স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণ এর মত কার্যক্রমসমূহ গুরুত্ব সহকারে চলমান রাখা হচ্ছে। এছাড়া, দারিদ্র্য হ্রাস ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনে গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ, কর্মসৃজন ও পল্লী উন্নয়ন আমাদের অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি, দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার ওপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।

৪৫। খাত-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের সার্বিক অবস্থান <u>পরিশিষ্ট ‘ক’: সারণি ৭</u> এ তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে পরবর্তী অংশে খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত উপস্থাপন করছি।

কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

(১) কোভিড-উত্তর প্রণোদনা কার্যক্রম

৪৬। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা ও দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমাদের সরকারের সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। করোনাজনিত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার

জন্য আমাদের সরকার (১) কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, (২) ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসা উদ্যোগে স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, (৩) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ, ও (৪) মূল্যস্ফীতিকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রেখে বাজারে পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মত কৌশলসমূহ অবলম্বন করেছে। এ সকল কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ হাতে নেয়া হয়, যা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুবিধা পেয়েছে। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ব্যক্তি ও প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার প্রতিষ্ঠান (পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ১)।

মাননীয় স্পিকার

৪৭। আমি বিগত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম, ২০২২-২৩ অর্থবছর হবে অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের শেষ বছর। মহান আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে আমার সে আশাবাদ সত্য হয়েছে। অতিমারির প্রভাব আমরা পুরোটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। তাই এ বাজেটে আমাদের লক্ষ্য থাকবে চলমান প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন সফলভাবে শেষ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ধারাকে টেকসই করা।

(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

৪৮। আপনি জানেন, মানসম্মত ও জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিশেষ করে, কোভিডকালীন স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন সংগ্রহ ও তার ব্যবস্থাপনা, দ্রুততম সময়ে ভ্যাকসিন ক্রয় ও প্রয়োগ করেছি। জনগণকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম ৫ দেশের মধ্যে অবস্থান করছে।

কোভিড পরিস্থিতি পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

৪৯। কোভিড-১৯ এর পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে "National Preparedness and Response Plan (NPRP) for COVID-2019" সংশোধন করে আমরা 'Bangladesh Preparedness and Response Plan (BPRP)' তৈরি করেছি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছি। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ১৬টি জাতীয় গাইডলাইন, অন্যান্য ২৯টি নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি (Standard Operating Procedure) এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলিতে ১২ হাজার ৮৬০টি শয্যা এবং ১ হাজার ১৮৬টি আইসিইউ'র সংস্থান করা হয়েছে। দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালে কমপক্ষে ৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য বাতায়নসহ অন্যান্য হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছি আমরা। সারাদেশে ১৬২টি পরীক্ষাগারে আরটিপিসিআর টেস্ট করা হচ্ছে। এছাড়াও ৫৭টি জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে এবং ৬৬৬টি কোভিড-১৯ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট সেন্টারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ টেস্ট করা হচ্ছে।

সবার জন্য সুলভ ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা

৫০। স্বাস্থ্যখাতে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। আপনি জানেন, স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মূল বৈশিষ্ট্য হল- অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবাসমূহ সম্প্রসারণ, অধিক সংখ্যায় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ ও সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিগত ব্যয় হ্রাসকরণ। এক কথায় আর্থিক কষ্ট ব্যতিরেকেই সকল নাগরিকের জন্য গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ‘চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP)’ এর আওতায় ৩১টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছি। প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ হতে শিশুদের সুরক্ষা দিতে চলমান রাখা হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)। ১৯৮৫ সালে ইপিআই কভারেজ ছিল মাত্র ২ শতাংশ, যা বর্তমানে ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১০৬টি উপজেলায় মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার (এমএইচভি) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে স্বাস্থ্যসুরক্ষা কর্মসূচির (SSK) আওতায় টাঙ্গাইল জেলার ১১টি উপজেলায় আন্তঃবিভাগীয়

রোগীদের SSK (স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমর্সূচি) বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে ৭৮টি নির্ধারিত রোগের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিক

৫১। গ্রামীণ জনগণের কাছে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর কার্যকর মাধ্যম হিসেবে আমরা এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৩৮৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছি। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সরকার ও জনগণের সম্মিলিত অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়। ক্লিনিকের জন্য জমি প্রদানের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনায়ও ভূমিকা রাখেন। ক্লিনিক পরিচালনা ও ওষুধ-চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সরকারের। ক্লিনিকে মা, নবজাতক ও অসুস্থ শিশুর সমন্বিত সেবা (আইএমসিআই), প্রজননস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সাধারণ আঘাতের চিকিৎসা ছাড়াও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ক্লিনিকে ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো অসংক্রামক রোগ শনাক্ত করা হয়। বয়স্ক, কিশোর-কিশোরী ও প্রতিবন্ধীদের লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্লিনিক থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়াও শিশুদের অনুপুষ্টিকণার প্যাকেট দেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনা পয়সায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইনসুলিন প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে দৈনিক গড়ে ৪০ জন সেবাপ্রার্থী সেবা গ্রহণ করে থাকেন, যার ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। সারাদেশে প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবসেবা দেয়া হয়।

৫২। উল্লেখ্য, আমাদের সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে দেশব্যাপী প্রতি ৬ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে মোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০

সালের ২৬ এপ্রিল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নের গিমাডাঙ্গা গ্রামে প্রথম কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন করেন। ২০০১ সালের মধ্যে ১০ হাজার ৭২৩টি অবকাঠামো স্থাপনপূর্বক প্রায় ৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম চালু করা হয়। সরকার পরিবর্তনে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম মাঝপথে থেমে যায়। ২০০৯ সালে আমাদের সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এসে আবার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করে। বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক মডেলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য উদ্ভাবনী নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। অতিসম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'কমিউনিটিভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা: সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি' শিরোনামে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে এ প্রস্তাবকে অবিস্মরণীয় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে এ প্রস্তাবের সফল বাস্তবায়ন হলে তা সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

স্বাস্থ্যখাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

৫৩। সাধারণ জনগণের জন্য উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ৬টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১ হাজার ৩১৩ হতে ২ হাজার ২০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ৪১৪টি শয্যা বৃদ্ধি করে ১ হাজার ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ন্যাশনাল

ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী ঢাকার শয্যা সংখ্যা ২০০ হতে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ২০০ শয্যা বৃদ্ধিপূর্বক ৪০০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সিরাজগঞ্জ-এ সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যও চিকিৎসাসেবা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্কিন ব্যাংক এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ও একটি লিম্ব সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

৫৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫ হাজার শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প, ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়াগনষ্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতালসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫০ শয্যার একটি সুপার-স্পেশালাইজড্ হাসপাতাল উদ্বোধন করেছেন, যেখানে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে।

মা ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৫৫। পরিবার পরিকল্পনা সেবা সহজীকরণসহ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষ ধাত্রী ও মিডওয়াইফ-এর মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবসেবা দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রশিক্ষণ ও সেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫০০টি এফডব্লিউসি (Family Welfare Center)-কে মডেল এফডব্লিউসি ঘোষণা করা হয়েছে। কৈশোরকালীন জন্মহারকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ২০১৭-২০৩০ সাল মেয়াদের জন্য একটি জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে স্থাপিত ১ হাজার ১০৩টি কৈশোরবান্ধব কর্নার এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আগামীতে আমরা প্রতিবছর ২০০টি করে কৈশোরবান্ধব কর্নার স্থাপন করব। এছাড়া, ৫৯২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ এবং জেলাশহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্রকে মা ও শিশু হাসপাতালে রূপান্তর করা হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হবে।

৫৬। পাঁচ বছরের কমবয়সী অসুস্থ শিশুদের সঠিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৪৮০টি উপজেলায় ফ্যাসিলিটি আইএমসিআই (Integrated Management of Childhood Illness) ও পুষ্টি কর্নার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৪২৫টি নতুন উপজেলায় কমিউনিটি আইএমসিআই বাড়ানো হয়েছে। নবজাতকের নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ৭.১ শতাংশ ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহার করার কার্যক্রম ২০টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কম জন্ম ওজন/অপরিণত জন্ম নেয়া শিশুদের জন্য ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার সেবা (কেএমসি) কার্যক্রম বিদ্যমান ১৪২টি ফ্যাসিলিটির বাইরে নতুন ২৫টি স্বাস্থ্য স্থাপনায় চালু করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

৫৭। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর অন্যতম কৌশল হল স্বাস্থ্যসেবা খাতে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন। এ পরিকল্পনা ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষায় সকল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে এক প্লাটফরমের আওতায় নিয়ে আসা, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার অবকাঠামো তৈরি, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, স্বাস্থ্যখাতের নতুন উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল' এ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রেখেছি। অদূর ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যবহৃত বিশেষায়িত প্রযুক্তি/যন্ত্র ব্যবহার, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষায়িত ও দক্ষ জনবল (medical technician, experts) তৈরির জন্য কোর্স/প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ উপযোগী অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের চিন্তাভাবনা আছে আমাদের।

৫৮। বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং সিলেট ও চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়াও, মাগুরা, নেত্রকোনা, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসব মেডিকেল কলেজের

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৫৯। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৩৮ হাজার ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা ছিল।

(৩) শিক্ষা খাত

৬০। ‘সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি’ আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার। শিক্ষাখাতে বিগত ১৪ বছরে আমাদের অনুসৃত নীতি-কৌশল ও লক্ষ্যাভিমুখী সম্পদ সঞ্চালনের সুফল আমরা পেয়েছি। এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা আর্থসামাজিক চলকসমূহের অগ্রগতি থেকে দেখতে পাচ্ছি। আজকের শিশুরাই আমাদের উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিবে। তাই শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহ যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সক্ষম করে তুলতে চাই। আমাদের চাওয়া হল বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাবর্ধক, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা সহায়ক এবং সেবার মানসিকতা, দায়িত্ব ও বিবেকবোধ জাগ্রত করার উপযোগী শিক্ষা প্রদান।

প্রাথমিক শিক্ষা

৬১। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা চলমান কার্যক্রম, বিশেষ করে, অবকাঠামো উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার, উপবৃত্তি, পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, ডিজিটালাইজেশন, স্কুল ফিডিং ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখব। আপনার

অবগতির জন্য জানাতে চাই- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৩৪৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৩৮টি শ্রেণিকক্ষ ও ২৯ হাজার ১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৫ হাজার ১১৮টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ৭৩ হাজার ৭৭২টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ২৩ হাজার ৪০৮টি শ্রেণিকক্ষ ও ১৩ হাজার ৩৬৬টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ৭ হাজার ৬৫৩টি টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলছে।

আনন্দঘন শিক্ষা পরিবেশ

৬২। শিক্ষাকে কোমলমতি শিশুদের জন্য আনন্দঘন করার উদ্দেশ্যে আমরা সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছি। নির্বাচিত ১০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬) গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে মেয়েদের অবস্থান ও পড়াশোনার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে মেয়েশিশু ও শিক্ষিকাদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ করা হচ্ছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সুবিধার্থে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে র‍্যাম্প নির্মাণ করছি। মাঠ পর্যায়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ সহায়ক উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। আমরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী প্রদানের কাজ অব্যাহত রেখেছি।

৬৩। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আরও উৎকর্ষ আনার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে এবং ‘স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ)’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে আর্থিক ক্ষমতা পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

শিশুসহ সমাজের সকল শিশুদের মূলধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিশ্চিতকল্পে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬ হাজার ৩৬৬ জন শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। নতুন সৃজিত পদসহ মোট ৩২ হাজার ৫৭৭টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৫টি কোর ও ৩টি নন-কোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে প্রাথমিক শিক্ষা

৬৪। শিক্ষার্থীদের স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উপযোগী করার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য ৫০ হাজারের অধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৯ হাজার ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে। আইসিটি বিষয়ে ৮০০ জন কর্মকর্তা এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য ১ লাখের অধিক শিক্ষককে হাতে-কলমে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন। ফলে, পাঠদান আকর্ষণীয় হচ্ছে ও শিশুদের পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সহায়তা

৬৫। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের প্রতিবছর ১ জানুয়ারি 'বই উৎসব' এর মাধ্যমে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করছি। এছাড়া, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে নিজস্ব বর্ণমালা সম্বলিত ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের (প্রাক-প্রাথমিক হতে ৩য় শ্রেণি) নিজস্ব মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক

ও শিখন-শিখানো সামগ্রীও বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য সর্বমোট ৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

৬৬। প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিক্ষার্থীকে ইএফটি'র মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতিতে (Education in Emergency) বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত বিদ্যালয়সমূহে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছি। 'দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩৫টি জেলার ১০৪টি উপজলায় ১৫ হাজার ৪৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য চলমান স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রতি শেষ হয়েছে। বর্তমানে প্রাইমারি স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম (জুলাই ২০২৩- ২০২৬) প্রণয়নের কাজ চলছে।

মাননীয় স্পিকার

৬৭। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৩৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৩১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৬৮। আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং পাঠ্যক্রমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য যুগোপযোগী বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ।

শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

৬৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিক ও মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ২০০৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৭১টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছে। জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে ১৮০টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১ হাজার ৬১০টি কলেজের মধ্যে ১ হাজার ৪৭৩টি কলেজে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এসইএসডিপির (Secondary Education Sector Development Plan) আওতায় ৩৩টি মডেল মাদ্রাসা ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে ৬২টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ২০০টি সরকারি কলেজে ১৭৬টি ভবনের ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন এবং ৩৩টি হোস্টেল নির্মাণ কাজ চলমান আছে। জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে ২১৯টি ভবনের মধ্যে ১৮০টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমরা ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ৯টি, রংপুরে ২টি, রাজশাহীতে ২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২টি, ময়মনসিংহ, সিলেট ও জয়পুরহাট জেলায় ১টি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছি। ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৭০। শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা ও পাঠদান পদ্ধতিকে আধুনিক করার স্বার্থে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০০৯ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মোট ৩৩ হাজার ২৮৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১১ হাজার ৩০৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও প্রায় ৬৪ হাজার ৯২৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১২ হাজার ল্যাব স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক স্তরের ২১টি পাঠ্যপুস্তকের Digital Content, ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি পাঠ্যপুস্তকের Interactive Digital Text এর কার্যক্রম সম্পন্ন করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ৬টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ই-লার্নিং মডিউল এবং ৯ম-১০ম শ্রেণির ৬টি পাঠ্যপুস্তকের ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল উন্নয়ন ও আপলোড করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭১০টি আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৭১। আইসিটি বিষয়ে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির সকল বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বিষয়ে শিক্ষকগণের জন্য অডিও ভিজুয়াল প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সকল শিক্ষককে মুক্ত পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি এবং পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ‘Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (সেকায়েপ)’-এর আওতায় সারা দেশে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে ৩৭ লক্ষাধিক অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। একই কার্যক্রমের আওতায় গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে ১০ হাজার ৪৪৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

বিজ্ঞান সামগ্রী ও ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

৭২। প্রায় ৩১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক, অবকাঠামো ও ভূমিসহ যাবতীয় তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিটিজেন চার্টারভুক্ত ১৩৮টি সেবা অনলাইনে (My Gov) চালু করা হয়েছে। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে যে কোনো নাগরিক যে কোনো স্থান থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় আনা হয়েছে।

৭৩। প্রাথমিক স্তর ও মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু তাদের বয়স উপযোগী করে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৭৪। মানসম্মত শিক্ষাদান ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৩ লক্ষাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১৯৫টি শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও শিক্ষকসহ মোট ৪ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

শিক্ষা উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা

৭৫। শিক্ষাখাতে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রাখার পাশাপাশি আমাদের সরকার মেধাবী, দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান ও গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছি। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর সেক্টর-৮ এ ৩.৩৩ একর জমিতে একাডেমি স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছি। এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করছি। শিক্ষার্থীদের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের জন্য প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন সহায়তা/পরামর্শ প্রদান বিষয়ে প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি, মানসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য, শারীরিক শিক্ষা ও সেবা প্রদানের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'পুষ্টি ক্লাব' গড়ে তুলেছি।

৭৬। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮৩ লক্ষের বেশি বই সরবরাহ করা হয়েছে। জুন ২০২৩ এর মধ্যে আরও ১৫ হাজার মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৮ লক্ষ বই বিতরণ করা হবে।

৭৭। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে ৪২ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা ছিল।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৭৮। আমাদের সরকার 'তারুণ্যের শক্তি'কে 'বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'র উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। একই সাথে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলছি। আমাদের প্রচেষ্টায় কারিগরি শিক্ষার প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। ২০১০ সালে যেখানে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ সেখানে ২০২২ সালে তা প্রায় ১৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

কারিগরি শিক্ষা অবকাঠামো

৭৯। কারিগরি শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণে আমাদের সরকার যে কাজগুলো হাতে নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন; ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এ ৬তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৮টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ভবন নির্মাণ; বিদ্যমান ২৪টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ২৩টি জেলায়

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন ইত্যাদি। ১০০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে এবং ৮৫টিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, 'উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অবশিষ্ট সকল উপজেলায় ১টি করে টিএসসি স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিটি টিএসসিতে ১ হাজার ৮০ জন করে ৩২৯টি টিএসসিতে মোট ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩২০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ তৈরি হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস থাকবে। 'Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের মডেল পলিটেকনিক ইন্সস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। বর্তমানে সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ও ময়মনসিংহ জেলায় ৪টি মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের কাজ চলমান আছে। চলমান আছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ। এছাড়া, মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১ হাজার ৮০০টি মাদ্রাসার মধ্যে ৪৩১টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ

৮০। পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ১২ হাজার ৫০০ হতে ৪৮ হাজার ৯৫০ এ উন্নীত করেছি। ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে সকল পর্যায়ে সাধারণ কারিকুলামের সাথে অন্তত একটি করে ভোকেশনাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলমান এবং ইমার্জিং ট্রেড ও টেকনোলজিতে ৬ লক্ষ ৫১ হাজার যুবককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের

কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ASSET প্রকল্পের আওতায় 4IR সম্পর্কিত ৪২টি অকুপেশনে ১৩৪টি সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, 'Promoting Gender Responsive Enterprise Development in TVET System (ProGRESS)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ হাজার Not in Employment, Education or Training (NEET) জনগোষ্ঠীকে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২৫০ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

উপযোগী পাঠ্যক্রম ও অন্যান্য

৮১। শিক্ষাক্রমকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শ্রমবাজারের এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করার স্বার্থে পূর্ববর্তী দক্ষতার সনদায়ন, Bangladesh National Qualification Framework (BNFQ) প্রণয়ন, Assessor তৈরি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানীসহ অন্যান্য ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে Industry Institute Linkage সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এর মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাঠামোয় একটি সামগ্রিক ও মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে।

৮২। সকল কার্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলা কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। জি-টু-পি পদ্ধতিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি কারিগরি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে কারিগরি শিক্ষায় Dual System চালু করার ইচ্ছা আছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং বিভিন্ন কলকারখানা ও পেশাদার সংগঠনে সরাসরি কাজ করার মাধ্যমে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পন্ন হবে। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব কারিগরি শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য Green TVET Guidelines তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি।

মাননীয় স্পিকার

৮৩। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০ হাজার ৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা।

(৪) কৃষি খাত উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পিকার

৮৪। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে কোভিড-১৯ ও চলমান বৈশ্বিক সংকটের মাঝেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। কৃষিবান্ধব নীতির প্রভাবে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি ও ফলসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বে চাল উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ, ইলিশ উৎপাদনে প্রথম, মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম, ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ ও ছাগলের মাংস উৎপাদনে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে।

কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

৮৫। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে সার, বীজ ও অন্যান্য উপকরণ এবং সেচ সুবিধা প্রদান করছি। কৃষকদের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনমত সার সরবরাহের জন্য সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ হারে রেয়াত প্রদান করা হচ্ছে। আমরা উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করেছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় ৭০ শতাংশ ও অন্যান্য এলাকায় ৫০ শতাংশ উন্নয়ন সহায়তায় ৫১ হাজার ৩০০টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা ব্যবহার করে একসাথে ধানের চারা তৈরি, রোপন ও কর্তনের জন্য সমলয়ে চাষাবাদ পদ্ধতি (Synchronized Cultivation) প্রবর্তন করা হয়েছে। বোরো মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকালীন ধানের পরিবর্তে স্বল্প জীবনকালীন ধান আবাদের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, এর মাধ্যমে হেক্টর প্রতি প্রায় ১ টন ধান বেশি উৎপাদিত হবে।

পতিত জমি আবাদ ও কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণ

৮৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন যেন এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না থাকে। তাঁর নির্দেশনামত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশে পতিত ও অব্যবহৃত জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। এছাড়া, পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ভোজ্যতেলের আমদানি হ্রাস, আলু রপ্তানি বৃদ্ধি, কাজুবাদাম, কফিসহ রপ্তানিমুখী ফষলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাদ্যশস্যের পাশাপাশি আম, পেয়ারা, কুল, কলা, পেঁপেসহ বিভিন্ন উদ্যানভিত্তিক ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি

ইউনিয়নে ১০০টি করে মোট ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪০০টি পারিবারিক সবজি বাগান স্থাপনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৬টি বাগান স্থাপিত হয়েছে।

প্রণোদনা ও পুনর্বাসন সহায়তা

৮৭। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি উপকরণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সকল কৃষককে স্মার্ট কার্ড প্রদানের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষকদের ভর্তুকির পাশপাশি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কৃষিখাতে অবদানের জন্য সরকার 'কৃষিখাতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি)' সম্মাননা পদক এর প্রবর্তন করেছে এবং ২০২২ সালে প্রথমবারের মত এ পদক প্রদান করা হয়েছে।

কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি

৮৮। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমিয়ে আনা হচ্ছে। আমরা সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক সংরক্ষণাগার, প্যাকেজিং হাউজ, কুল চেইনসহ অন্যান্য সুবিধা স্থাপনকে উৎসাহিত করছি। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংঘনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৭০টির বেশি সবজি ও ফল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ইতোমধ্যে ১০০ কোটি ডলার আয়ের মাইলফলক অতিক্রম করেছি আমরা।

গবেষণা ও উদ্ভাবন

৮৯। কৃষিখাতে গবেষণার মাধ্যমে বিগত ১৪ বছরে বৈরি পরিবেশ সহনশীল জাতসহ মোট ৬৯০টি উন্নত/উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে ১ হাজার সবজি উৎপাদন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষি গবেষণা কাউন্সিল Crop Zoning Website ও খামারি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। ইতোমধ্যে ৩০০টি উপজেলায় ৭৬টি ফসলের ক্রপ জোনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, এক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রেখেছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্মার্ট কৃষি

৯০। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা 'কৃষিখাত উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ২০২২' প্রণয়ন করেছি। আমরা লবণাক্ততাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু ধানের চাষ করছি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূপ্রকৃতিগত বিভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উৎপাদন নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য এখন ভার্টিকাল পদ্ধতিতেও চাষাবাদ করা হচ্ছে। ভাসমান কৃষি, ছাদ কৃষি, হাইড্রোপনিক ও অ্যারোপনিক কৃষি, সমুদ্র সম্ভাবনা ও প্রিসিশন কৃষি কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

৯১। ইতোমধ্যে আমরা 'স্মার্ট কৃষিকার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প (২০২২-২৬)' ও 'ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্প (২০২২-২৫) বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ

বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দিচ্ছি। অনলাইন কৃষি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম 'হর্টেক্স বাজার' এবং 'ফুড ফর নেশন' চালু করা হয়েছে। National Adaptation Plan of Bangladesh (NAP 2023-50)-এর আওতায় কৃষির ক্ষেত্রে জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি সম্প্রসারণ উৎসাহিত করা, টেকসই কৃষি উপকরণ ও রূপান্তরিত ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ইত্যাদি অভিযোজন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ

৯২। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অন্যতম অনুষঙ্গ হল- উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বিদ্যমান ২১.৮ লক্ষ মে. টন হতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৭ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। দরিদ্র, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ৫৫টি উপজেলায় ৩ লক্ষ পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা তদারকির কাজ জোরদার করার জন্য আমরা ৬৪টি জেলায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিস স্থাপন করেছি এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাদ্যের মজুদ, সংরক্ষণ, ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

৯৩। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে স্বল্প আয়ের ৫০ লাখ পরিবারকে

কর্মাভাবকালীন ৫ মাসে ১৫ টাকা কেজি দরে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া, স্বল্পআয়ের মানুষদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি সহজ করার উদ্দেশ্যে খোলা বাজারে চাল-আটাসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের কাজ চলমান আছে। স্বচ্ছতা ও দ্রুততার স্বার্থে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ডিজিটাইজড্ করছি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাছ উৎপাদনে সাফল্য

৯৪। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় ও সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থানে আছে। পাশাপাশি, বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থানে আছে।

সুনীল অর্থনীতি ও মৎস্য সম্পদ

৯৫। সুনীল অর্থনীতির বিকাশ এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়ন করেছিলাম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সমন্বয় করে সম্প্রতি উক্ত কর্মপরিকল্পনাকে ২০১৮-

২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত হালনাগাদ করে বাস্তবায়ন করছি। ‘গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প’ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি করে চাল দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ‘সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩’ এর গেজেট প্রকাশ করেছি। বঙ্গোপসাগরে জরিপ পরিচালনা করে ৪২৬ প্রজাতির মাছের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ এবং সমুদ্র উপকূলে ১৫৪ উপজাতির সি-উইড সনাক্ত করেছি। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমুদ্রগামী ও বাণিজ্যিক জাহাজ চালনা, সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা হচ্ছে।

দেশীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ

৯৬। দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধ ও প্রাচুর্য রক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৪৩২টি অভয়াশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপনের কাজ চলছে। মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ‘Community Based Climate Resilient Aquaculture Development Project in Bangladesh’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, ‘Climate Smart Agriculture and Water Management Project (CSAWMP)’ শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের সকল পতিত জলাশয়কে আমরা মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসছি। দেশীয় মাছ সংরক্ষণে ২০২০ সালে প্রথম লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এ ব্যাংকে ১০২ প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। দেশীয় মাছের

প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, মৎস্যচাষীদের মধ্যে দেশীয় মাছের পোনা বিতরণ, ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে খামারি পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

মৎস্য খাতের আধুনিকায়ন

৯৭। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ, কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে মাছের জাত উন্নয়ন, Molecular Biology ব্যবহার করে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, Nano Technology ব্যবহার করে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ আধুনিকায়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাত উন্নয়ন

৯৮। আমরা গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্মার্ট লাইভস্টক সেক্টর গঠন ও উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। কোরবানির পশুর বাজার স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে, দেশীয় উৎস থেকে কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণ হচ্ছে। 'শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার' শ্লোগানকে সামনে রেখে খামারির দোরগোড়ায় জরুরি ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমাদের লক্ষ্য হল- দেশজ উৎপাদিত দুধের দৈনিক মাথাপিছু প্রাপ্যতা ২৩৬ গ্রাম এ উন্নীত করা, গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ৪৬ লক্ষ মাত্রা সিমেন উৎপাদন করে দেশব্যাপী ৪২ লক্ষ গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজনন

করানো, সরকারি পোল্ট্রি খামারে ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা।

মাননীয় স্পিকার

৯৯। কৃষিখাতে (কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৩৫ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৩ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা ছিল।

(৫) কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

১০০। সকলের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং জনশক্তিকে দক্ষ ও শ্রমবাজারের উপযোগী করে তোলা আমাদের অন্যতম অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল। ফলে, প্রতিবছর আমাদের শ্রমশক্তিতে ২০ লক্ষের বেশি মানুষ যুক্ত হলেও আমাদের প্রচেষ্টায় দেশে বেকারত্বের হার হ্রাস পাচ্ছে। তবে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবসহ পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় কর্মসংস্থান কাঠামো ও দক্ষতা চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা টেকসই কর্মসংস্থানের উপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। একইসাথে, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মস্থলকে নারী ও শিশুবান্ধব করা, শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি চলমান কার্যক্রম জোরদার করছি।

শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

১০১। কোভিড-১৯ ও কোভিড পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বেশ কয়েকটি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্ত ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের

মাধ্যমে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা এবং শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, আমরা কারখানাসমূহের ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও শ্রম পরিদর্শকদের দ্বারা কারখানা/প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখব। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক দশ বছর মেয়াদি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রণয়ন করেছে এবং সে মোতাবেক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHRTI)' স্থাপনের জন্য কাজ চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, কন্সালটেন্সি সার্ভিস, সার্টিফিকেশন, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, উচ্চতর শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির উদ্দেশ্যে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

শ্রমিকদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন

১০২। শ্রমিকদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ তথ্য-উপাত্ত। তাই, ৪৮ হাজার পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, Labour Information Management System (LIMS) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে ৩ লক্ষ শ্রমিকের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শ্রমিকের তথ্য এ ডাটাবেজ সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

নারী ও শিশুবান্ধব কর্মস্থল

১০৩। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এক লক্ষ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫ চূড়ান্ত করেছি। এ পরিকল্পনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কর্মরত শিশুর সংখ্যা ২ হাজার ৮০০ জন হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ৮টি সেক্টরকে 'শিশু শ্রম মুক্ত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন কার্যক্রম পূর্বের ধারাবাহিকতায় অব্যাহত থাকবে। নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে ১ হাজার ৫৩০ জন কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহের জন্য 'Operational strategy to prevent and respond to Gender-based violence and Gender Discrimination in the workplace' শীর্ষক স্ট্রাটেজি প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে, স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জেন্ডারভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য Gender Roadmap, 2020-2030 প্রণয়ন করে পথনকশা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

১০৪। প্রায় ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে চট্টগ্রামের অদূরে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' এলাকায় ১ হাজার ১৫০ একর জায়গার ওপর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলমান

রয়েছে। এ ডাটাবেজের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রম বাজারের চাহিদা অনুসারে কর্মপ্রত্যাশী ও কর্মসংস্থানকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে এবং কর্মসংস্থানের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাদের ক্ষুদ্রঋণ-ভিত্তিক আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রমের চলমান ধারা অব্যাহত থাকবে।

১০৫। দক্ষতা উন্নয়নে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। উল্লেখ্য যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩টি শিল্প সংস্থা ও ৪টি ইন্ড্রাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এবং সরকারের ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্প, চামড়া ও পাদুকা শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, হালকা প্রকৌশল, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদির জন্য বাজার চাহিদাভিত্তিক এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নার্সিং এন্ড কেয়ারগিভিং, গাড়ি চালনা বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, রপ্তানিমুখী খাতে ব্যবস্থাপক পর্যায়ে বিদেশি কর্মী নির্ভরতা কমানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বুটেক্স) মাধ্যমে মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা গত ৭ বছরে প্রায় ৬ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। প্রশিক্ষিতদের মধ্যে মোট ৪ লক্ষ ২৩ হাজার জনের কর্মসংস্থান হয়েছে যার ৩৫ শতাংশ নারী।

১০৬। মৌলিক দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি রপ্তানিমুখী এবং ক্ষুদ্র ও মধ্যপর্যায়ের শিল্পসমূহকে বৈশ্বিক উচ্চ ভ্যালু চেইনের সাথে সংযোগ সাধনের উপযোগী এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলার স্বার্থে 'Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)' হাতে নিয়েছি। সরকারের এ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম মানব সম্পদের গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও উদীয়মান শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি

মাননীয় স্পিকার

১০৭। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা দুটোকেই সমান্তরালভাবে নিয়ে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ধারাবাহিকতায় আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, যার অন্যতম অনুষঙ্গ হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী কর্মজগৎ তৈরি করা। ইতোমধ্যে আইটি ফ্রিল্যান্সিং, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্প, বিপিও, ই-কমার্স, রাইড শেয়ারিং, ফিনটেক, এডুটেক, ইন্টারনেট সার্ভিস খাতে ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে, যা ২০২৫ সাল নাগাদ ৩০ লক্ষে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) মাধ্যমে এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট এন্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্প, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)সহ আইসিটি বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প থেকে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), অগমেন্টেড রিয়ালিটি (এআর), ভার্চুয়াল

রিয়ালিটি (ভিআর), বিগ ডেটা, ব্লকচেইন, সাইবার সিকিউরিটিসহ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশে এ পর্যন্ত ১৩ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি সংসদীয় আসনে ০১টি করে মোট ৩০০টি শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১০৮। বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ১০৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। কুয়েটে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদা বিবেচনা করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০ হাজার ৬৮০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৭ হাজার ৮০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৫১টির অধিক স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্কসমূহে পুরোদমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু হলে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫২ হাজার তরুণ-তরুণী এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পিকার

১০৯। প্রবাসী কর্মীগণের পাঠানো রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির অন্যতম

চালিকাশক্তি। এমনকি, কোভিডকালীন দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা ঐ সময়ে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে মোট ১ কোটি ৪৯ লাখের অধিক কর্মী কর্মরত আছেন। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত এক যুগে পেশাজীবী, দক্ষ, আধা দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৮১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬ শত ৪২ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। বিশেষ করে, নারী কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলাপর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিগত এক যুগে প্রায় ১০ লক্ষ নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। আমরা নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে প্রধান গন্তব্যসমূহের বাইরে পোল্যান্ড, সেশেলস্, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, উজবেকিস্তান, বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা এবং কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশেও বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১১০। আপনি জানেন, দক্ষতার ঘাটতির কারণে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যানুপাতে রেমিট্যান্স আহরণের গতি ততটা সন্তোষজনক নয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন অবহিতকরণসহ বিভিন্ন কারিগরি কোর্সে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিচ্ছি; টিটিসিগুলোতে জাপানি, ইংরেজি, কোরিয়ান, চাইনিজ ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করেছি। প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, Skills Recognition, দক্ষ পেশায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ, স্থানীয় প্রশিক্ষণ সনদের আন্তর্জাতিক সনদায়ন নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় দক্ষতা অর্জনসহ নানাবিধ কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রেখেছি। বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীকে মাইক্রোচিপস সম্বলিত

স্মার্ট কার্ড/বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ ক্যাটাগরিতে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ পেশায় প্রবেশের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১১। নিরাপদ অভিবাসন ও প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা হচ্ছে। প্রবাসী ও প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য বীমা, প্রবাসে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, তাদের মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, অক্ষম প্রবাসী কর্মীদের চিকিৎসার্থে অর্থ সহায়তা এবং অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসহ বহুবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবাসী কর্মীগণের ন্যূনতম খরচে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাগমনকালে সাময়িকভাবে অবস্থানের জন্য নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার' এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৬) সামাজিক সুরক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১১২। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার। দারিদ্র্য হ্রাসের পরিসংখ্যান আমি বক্তৃতার শুরুতেই জানিয়েছি। সার্বিকভাবে, ২০০৯-১০ সময়ের তুলনায় আমাদের দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য যথাক্রমে ৪০.৬ ও ৬৮.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ অভাবনীয় অর্জনের পেছনে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের লক্ষ্যাভিমুখী সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

১১৩। আমাদের সরকারের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান আর্থসামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে সাজিয়েছি। আগামী অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার হার পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূহ আপনার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য তুলে ধরছি-

- বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ থেকে ৫৮.০১ লক্ষ জনে এবং মাসিক ভাতার হার ৫০০ টাকা হতে ৬০০ টাকায় উন্নীতকরণ;
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ থেকে ২৫.৭৫ লক্ষ জনে এবং মাসিক ভাতার হার ৫০০ টাকা হতে ৫৫০ টাকায় বৃদ্ধি;
- প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩.৬৫ লক্ষ হতে ২৯ লক্ষ জনে বৃদ্ধি; উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী ডাটাবেজ এর আওতাভুক্ত সকলকে এ ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা হতে ৯৫০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা হতে ৯৫০ টাকায় বৃদ্ধি;
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮১৫ জন হতে ৬ হাজার ৮৮০ জনে উন্নীত করা এবং বিশেষ ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৬০০ জন হতে ৫ হাজার ৬২০ জনে বৃদ্ধি করা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা

৬৯ হাজার ৫৭৩ জন হতে ৮২ হাজার ৫০৩ জনে বৃদ্ধি করা এবং বিশেষ ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ২৫০ জন হতে ৫৪ হাজার ৩০০ জনে উন্নীত করা। এছাড়া, উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ২১ হাজার ৯০৩ জন হতে ২৬ হাজার ২৮৩ জনে বৃদ্ধি করা;

- মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ৫৪ হাজার জন হতে ১৩ লক্ষ ৪ হাজার জনে উন্নীত করা;
- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কার্যক্রমে উপকারভোগীর ভাতার হার দৈনিক ২০০ টাকার পরিবর্তে ৪০০ টাকায় বৃদ্ধি করা।

১১৪। ভাতাভোগী ও ভাতার সংখ্যা পরিবর্তন ছাড়াও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য একে জি-টু-পি (Government to Person) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসছি। ইতোমধ্যে ২৫টি ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে ২২টি কর্মসূচির অর্থ এ পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে জি-টু-পি পদ্ধতির আওতায় আনা হবে। বর্তমানে ৮০ শতাংশের অধিক ক্যাশভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা জি-টু-পি পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য নিরসন

১১৫। দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও আমাদের লক্ষ্য হল দেশকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্ত করা। উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রগতিশীল কর কাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। এর বাইরে দারিদ্র্য হ্রাসের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পল্লী

সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, শহর সমাজ উন্নয়ন নামক ৪টি কার্যক্রমের আওতায় ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জে পরিবার প্রতি ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা হচ্ছে। এসব ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রান্তিক চাষী, দিনমজুরসহ গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগণকে সুরক্ষা প্রদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণচাঞ্চল্য ধরে রাখার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার উদ্দেশ্যে জনপ্রতি ১ লক্ষ টাকা হারে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার অপেক্ষাকৃত বঞ্চিতদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করার জন্য সিএমএসএমই স্টার্টআপ ও নারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জামানত শিথিল করে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক সুরক্ষা

১১৬। আমাদের নির্বাচনী বিশেষ অঙ্গীকারসমূহের একটি হল 'প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ।' বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা যথাক্রমে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। তাদের এখন আর পরিবার বা সমাজের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। বিশেষায়িত ভাতা প্রদান ছাড়াও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর আওতায় 'বঙ্গবন্ধু প্রতিবন্ধী সুরক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্র হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অটিজমসহ অন্যান্য

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে আরও ২১১টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধীত্বের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্য মোবাইল থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১১৭। আমাদের গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে আরও আছে- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ, সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালনা, অটিজম রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা, কর্মজীবি প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল পরিচালনা, পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালনা, সরকারিভাবে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালন ইত্যাদি। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য আমরা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করছি। এছাড়াও, অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে 'অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প, 'দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প, সক্ষম প্রকল্প-সহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

মা ও শিশু সহায়তা

১১৮। গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিদ্যমান মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কম আয়ের 'কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং ভাতা' কর্মসূচি দু'টিকে সমন্বিত করে 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি' নামে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুর চার বছর বয়স পর্যন্ত পুষ্টি

চাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর প্রভাবে ভবিষ্যতে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শীর্ণকায় ও খর্বকায় শিশুর সংখ্যা আরও কমে আসবে বলে আশা করছি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত ঢাকার আজিমপুরের দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ১ হাজার ২৫০ টাকার স্থলে ২ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

১১৯। আমরা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী, চা শ্রমিক, বেদে, হিজড়াসহ সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্নরূপ আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করছি।

দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি

১২০। দেশের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব প্রশমনে আমরা খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ১৫ টাকা কেজি দরে এবং সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলা শহরসমূহে ৩০ টাকা কেজি দরে ওএমএস চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি শুরু করেছি। সারাদেশে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর নিকট টিসিবি'র মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিপণন কর্মসূচির আওতায় এক কোটি পরিবারের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারি এ উদ্যোগের ফলে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি স্বল্প-আয়ের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

১২১। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি ও স্মারক সংরক্ষণে আমাদের সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আমরা যে সকল ভাতা প্রদান করে আসছি তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। ইতোমধ্যে জীবিত মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃতদের ক্ষেত্রে পরবর্তী সুবিধাভোগীদের নাম-পরিচিতি নিশ্চিত করে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত Management Information System (MIS) প্রস্তুত করা হয়েছে। জি-টু-পি পদ্ধতিতে সরাসরি ভাতাভোগীদের ভাতা প্রদান প্রক্রিয়ায় এ ডাটাবেজ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' নির্মাণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৫ হাজার নিবাস হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রত্যেক বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর কবর/সমাধি একই ডিজাইনে (Design) নির্মাণের কাজও চলমান আছে।

১২২। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলার ২৯৩টি উপজেলার ৩৬০টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ/জাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। ২৭১টি ঐতিহাসিক স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ভারতীয় মিত্র বাহিনীর ১ হাজার ৬৬১ জন সদস্যের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে 'বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা' প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাগণের বক্তব্য রেকর্ডের জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১২৩। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম খাতে মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি, যা বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫২ শতাংশ।

(৭) নারী উন্নয়ন ও শিশু কল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

১২৪। নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা ও শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১০ এর ৩৬.০ শতাংশ হতে বেড়ে বর্তমানে ৪২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা এ অর্জনকে সুসংহত ও জোরদার করতে চাই। তাই, নারী ও শিশুর কল্যাণে আমরা চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নতুন কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

জেন্ডার সমতা

১২৫। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিকৌশল গ্রহণ ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে World Economic Forum এর Gender Gap Index প্রতিবেদনে ২০২২ সালে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৭১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে বিশ্বের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম। একই

প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বে ৯ম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা।

নারীর জন্য শোভন কর্ম

১২৬। আমরা কোভিড-১৯ সংকটকালে 'ভালনারেবল উইমেন ডেভেলপমেন্ট'সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কার্যক্রম সামনেও অব্যাহত রাখব। নারীদের জন্য নির্ধারিত নিয়মিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের বাইরে তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আমরা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছি। ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলার মাধ্যমে ২.২৭ লক্ষ জনকে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। জেলাপর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের (১৬-৪৫ বছর) দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৬৪ জেলায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলের অর্থে দেশের ৬৪টি জেলা ও ২৮টি উপজেলায় স্বকর্ম ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমেও বেকার ও উদ্যোগী মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে আমরা সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি।

নারী ও শিশুর নিরাপত্তা

১২৭। ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও ওয়ানস্টপ ক্রইসিস সেল এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবাও প্রদান করা হয়। কক্সবাজারে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য রিজিওনাল ট্রমা সেন্টার, ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেল, মেন্টাল হেলথ্ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নারীদের সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, দেশের সকল সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে মহিলাদের সহায়তা করা হয়, যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

শিশু বিকাশ ও কল্যাণ

১২৮। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬টি জেলা শাখায় আধুনিক কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং শিশুদের সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু একাডেমিতে প্রতিবছর প্রায় ৩৫ হাজার শিশু বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে যার মাধ্যমে শিশুদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটছে।

নারীর জন্য স্মার্ট কর্মজগত

১২৯। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃজনেও আমরা বদ্ধপরিকর। কর্মজীবি মায়েদের নিরাপদে কাজ সম্পাদনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ১২৫টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫ হাজার ৭৩০ জনকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'তথ্য আপা' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র মহিলাদের তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার সহজতর করা এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবার মাধ্যমে মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করা ও তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত

মহিলারা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দৈনন্দিন বিবিধ সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, ই-কমার্স উদোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। বর্তমানে সাড়ে ১৪ হাজার উদ্যোক্তা ই-কমার্স প্ল্যাটফরম 'লালসবুজ ডটকম' এ নিবন্ধন ও পণ্য আপলোড করে বিক্রয় করছেন। দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য ও সেবা বিপণনের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় সদরে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারীবান্ধব বিপণন অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনকে আরও আধুনিক করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি বিভাগীয় সদরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কাজ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নারীর সক্ষমতা

১৩০। পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় নারীদের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 'Gender Responsive Climate Adaptation- GCA' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। প্রকল্পটি নারীদের 'change agent' হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সহনশীল জীবিকায়ন ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধান বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। হাওড়ের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও দুস্থ নারীদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭ হাজার জনকে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৪ হাজার ৬৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে উক্ত এলাকার নারীদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কার্যক্রম সামনের দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে।

নারী ও শিশুর জন্য মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা

১৩১। নারী ও শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত সময়ে যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে চাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কর্মজীবি মায়েদের শিশু সন্তানদের জন্য ৬৪টি জেলায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন; কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টিতে স্যানেটারি টাওয়াল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ; কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কুলগামী ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান; নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি; শেখ হাসিনা নারী কল্যাণ ডরমেটরি ও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ; অবসরকালীন আপনালয় স্থাপন; ৪-বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; গ্রামীণ এলাকার কওমী মাদ্রাসার শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান; 'নিরাপদ ইন্টারনেট-নিরাপদ শিশু' কর্মসূচি বাস্তবায়ন; ৬৪ জেলায় কর্মজীবি হোস্টেল ও জিম সেন্টার স্থাপন, ইত্যাদি।

মাননীয় স্পিকার

১৩২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ৪ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ২৯০ কোটি টাকা ছিল।

(৮) ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ খাত

মাননীয় স্পিকার

১৩৩। জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে বাড়ার ফলে আমাদের অর্থনেতিক উন্নয়ন টেকসই হচ্ছে। এ ইতিবাচক রূপান্তরের পেছনে

প্রবৃদ্ধি সহায়ক খাত, বিশেষ করে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে আমাদের সরকারের পরিকল্পিত সম্পদ সঞ্চালন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় এসকল খাতে আমরা যৌক্তিকভাবে সম্পদের যোগান অব্যাহত রাখব।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি

১৩৪। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করব বলে আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সক্ষমতা সম্প্রসারণের ফলে ইতোমধ্যে দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট হতে বর্তমানে ২৬ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভবিষ্যতে বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদার বিষয় বিবেচনায় রেখে আমরা উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখীকরণের জন্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

১৩৫। পটুয়াখালি জেলার পায়রা, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকায় নির্মিত পাওয়ার হাবসমূহে মেগা-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কয়লাভিত্তিক রামপাল ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট (১ম ইউনিট) ও পায়রা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। মাতারবাড়ি (২x৬০০ মেগাওয়াট) আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের কাজ

চলছে। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে জীবাশ্ম এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক মোট ১২ হাজার ৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে এবং ২ হাজার ৪১৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, সরকার মোট ১০ হাজার ৪৪৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ সংগ্রহে আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সম্পর্ক

১৩৬। দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পাশাপাশি আমরা আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ সংগ্রহ করছি। ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে ভারত হতে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। এছাড়াও ভারতের ঝাড়খণ্ডে নির্মিত ২ ইউনিটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট হতে ৭৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। নেপালের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।

১৩৭। সব মিলিয়ে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব বলে আশা করছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার

১৩৮। আমাদের সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া, ২০৪১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আমরা পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হতে সংগ্রহ করতে চাই। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অফগ্রিড এলাকায় ৬০ লক্ষ সোলার সিস্টেম স্থাপন করে জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশে মোট ৮টি সোলার পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্দেশ্যে ডিজেলচালিত পাম্প এর স্থলে সৌরচালিত পাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। সেচকাজে ইতোমধ্যে ২ হাজার ৫৭০টি এরূপ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার সম্মিলিত ক্যাপাসিটি ৪৯.১৬ মেগাওয়াট। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে মোট ৮৯৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সর্বোপরি, রূপপুরে দেশের প্রথম ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ

১৩৯। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য গত ১৪ বছরে ৬ হাজার ৬৪৪ সার্কিট কি. মি. সঞ্চালন লাইন স্থাপন করেছি। এর ফলে, সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ বর্তমানে ১৪ হাজার ৬৪৪ কি. মি. এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও, বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার কি. মি. হতে ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার কি. মি. এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে, বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৭.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের লক্ষ্য হল- ২০৩০ সালের মধ্যে সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৮ হাজার কি. মি. এ উন্নীত করা। এছাড়া গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও অপচয়

রোধের উদ্দেশ্যে বিগত ৫ বছরে প্রায় ৫৩ লক্ষ প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা

১৪০। ২০০৯ সালের তুলনায় জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি করে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন করা হয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৩০ দিনের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে ৬০ দিনে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্বোধন করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমদানিকৃত জ্বালানি তেল (ডিজেল) দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় এবং সৈয়দপুরের ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। এর মাধ্যমে ১০ লক্ষ মে. টন ডিজেল স্বল্পসময়ে বাংলাদেশে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পিকার

১৪১। একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মে.টন হতে ৪৫ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পায়রা সমুদ্র বন্দর এলাকায় একটি বৃহৎ সমন্বিত তেল শোধনাগার, স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের সিদ্ধান্ত আছে। জ্বালানি তেল সেক্টরের অপারেশন, বিক্রয় ও হিসাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ‘সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা’ (Integrated Automation system) চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

১৪২। অতিসম্প্রতি ভোলা জেলার ইলিশা গ্যাস ক্ষেত্রে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুদ আবিষ্কার হয়েছে। গ্যাসের উৎপাদন বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে ছিল দৈনিক ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২ হাজার ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। তেল ও গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। দেশের একমাত্র তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী বাপেক্স এর সক্ষমতা বাড়ানোর ফলে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ৯৮৪ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে আরও ৪৬টি কূপ খনন করা হবে। আশা করছি, এ সকল কূপ খনন শেষে দৈনিক অতিরিক্ত ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। সমুদ্র অঞ্চলেও তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ চলমান আছে। এ কাজে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় বিধায় বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি। জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি ও স্পট মার্কেট থেকে ক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া, কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি Land-Based LNG Terminal নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৪৩। গ্যাস উৎপাদন ও আমদানির সাথে সাথে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৫৮ কি. মি. পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে ১৫০ কি. মি. এবং দেশের অন্যান্য এলাকায় ৬৪ কি. মি. পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে পায়রা ও ভোলা হতে গ্যাস সঞ্চালনের জন্য আরও ৪২৫ কি. মি. সঞ্চালন লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি এর অপচয় রোধকল্পে গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

১৪৪। তেল ও গ্যাসের পাশাপাশি জ্বালানি হিসেবে কয়লাও অত্যন্ত মূল্যবান। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের মজুদকৃত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার ৮২৩ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে কেবল বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা হয়। খনিটির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮ লক্ষ মে.টন। দেশের কয়লা ক্ষেত্রসমূহ হতে কয়লা সংগ্রহের কারিগিরি ও অন্যান্য সম্ভাবনা যাচাই এর কাজ চলছে।

মাননীয় স্পিকার

১৪৫। আমি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ২৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

যোগাযোগ অবকাঠামো

মাননীয় স্পিকার

১৪৬। যোগাযোগ খাতে আমরা সকল মাধ্যম অর্থাৎ সড়ক, সেতু, রেল, নৌ ও আকাশপথ এর সমন্বিত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হল- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপদ, টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী যোগযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, বর্তমানে চলমান কার্যক্রমসমূহের সময়ানুগ বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর মান সংরক্ষণের ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

সড়ক-মহাসড়ক-সেতু নির্মাণ

১৪৭। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আমরা সড়ক, সেতু, কালভার্ট,

ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ফলে সারাদেশে ২২ হাজার ৪৭৬ কি. মি. দৈর্ঘ্যের সুগঠিত মহাসড়ক তৈরি হয়েছে। এর ফলে নির্বিঘ্ন পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, দেশজুড়ে প্রায় ৭১৮ কি. মি. জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে; বিভিন্ন মহাসড়কে ১ হাজার ৫৫৮টি সেতু ও ৭ হাজার ৪৯৮টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে; দেশের সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে ১৫টি রেলওয়ে ওভারপাস ও ১৮টি ফ্লাইওভার। যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন হতে মাওয়া হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক' নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এক্সপ্রেসওয়ের যুগে প্রবেশ করেছে। সামনের দিনগুলোতে সারাদেশে ২ হাজার ৩৪২ কি. মি. জাতীয় মহাসড়কের উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছি।

১৪৮। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে বাস্তবায়িত দেশের ৮টি বিভাগের ২৫টি জেলায় মোট ১০০টি সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ৫ হাজার ৪৯৪ মিটার। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কি. মি. দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বিশ্বের দরবারে নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছি, আমাদের আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে। সেতুটি একদিকে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সারাদেশের দ্রুত ও সহজ যোগাযোগ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে সেতু থেকে সরকারের কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

১৪৯। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে সড়ক টানেল নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। শীঘ্রই এটিকে যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। এছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত র‍্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড

এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে তেজগাঁও পর্যন্ত অংশ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। পাশাপাশি, গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং কিছু অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহসড়কের সাথে সংযোগ তৈরি হয়ে ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার যোগাযোগ স্থাপন সহজতর ও যানজটমুক্ত হবে।

যানজট নিরসন ও নিরাপদ সড়ক

১৫০। ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসন ও দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে ৬টি মেট্রোরেল লাইনের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২৫ সালের মধ্যে মেট্রোরেল কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এছাড়া ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়ালসহ মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশন বিশিষ্ট মেট্রোরেলের আরেকটি লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির রাখা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী-আফতাবনগর-দাশেরকান্দি রুটে ১৭.২০ কি. মি. দীর্ঘ মেট্রোরেল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে আমাদের। এছাড়া, গাবতলী-কমলাপুর-নারায়নগঞ্জ এবং গোলাপশাহ মাজার-সদরঘাট রুটে

উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে মোট ৩৫ কি. মি. দীর্ঘ মেট্রোরেলের লাইন নির্মাণ করা হবে। মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের এ বিস্তৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে গণপরিবহণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। একই সাথে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।

রেলখাত উন্নয়ন

১৫১। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সাশ্রয়ী ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে রেলখাতের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ২০০৯ সালের পর থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৭৩৯.৭১ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ২৮০.২৮ কিলোমিটার মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ৭৩২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ এবং ১৪৪টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প; যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু, দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে, ৩০ বছর মেয়াদি 'Railway Master Plan' এর আওতায় সরকার রেলখাতের উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বাণিজ্য সহায়ক নৌপথ ও বন্দর ব্যবস্থাপনা

১৫২। আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ সমুদ্র বন্দরসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এছাড়া, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে স্থল ও নৌ-বন্দরসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রপ্তানি বাণিজ্য এবং দেশি-বিদেশি বাণিজ্য সম্প্রসারণে অন্যতম লজিস্টিকস হল বন্দরসমূহ। ফলে, শুরু থেকেই সমুদ্রবন্দর, নৌ ও স্থল বন্দর

উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের প্রচেষ্টায় বন্দরসমূহে জাহাজ আগমন ও পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ প্রতিবছরই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভীর সমুদ্রে কন্টেইনার সংরক্ষণ ও কন্টেইনার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বর্তমানে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এছাড়া, মোংলা বন্দরকে একটি আধুনিক সমুদ্র বন্দরে রূপ দেয়ার জন্য কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, মংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং, আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা, সহায়ক জলযান সংগ্রহ, নতুন জেটি নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে, পায়রা বন্দরকে একটি বিশ্বমানের সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

যাত্রী পরিবহনে নৌ-পথের ব্যবহার

১৫৩। নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের উদ্দেশ্যে ঢাকার চারপাশে ১১০ কি. মি. বৃত্তাকার নৌ-পথ নির্মাণ করা হয়েছে, বর্তমানে এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। বিগত ১৪ বছরে আমরা মৃত/মৃতপ্রায় নদীতে খনন ও ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার ৭২০ কি. মি. নৌ-পথ পুনরুদ্ধার করেছি।

বিমানবহর সম্প্রসারণ ও বিমানবন্দর উন্নয়ন

১৫৪। বিমান পরিবহন, যোগাযোগ ও আনুষাঙ্গিক সেবাকে আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য আমরা বিমান বহর সম্প্রাসরণ করেছি, বিমানবন্দর উন্নয়ন কাজে পরিচালনা করছি। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের ৩য় টার্মিনাল ভবন, ৬৩ হাজার বর্গমিটার আয়তনের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য

অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে, যা ২০২৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করছি। থার্ড টার্মিনালের সফট্ ওপেনিং হবে এ বছরের অক্টোবর মাসে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণ এবং হ্যান্ডলিং এর জন্য ৪৪ হাজার ৯৪৪ বর্গ ফুট আয়তন বিশিষ্ট এক্সপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার কাজ চলছে। বিমানবন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সংখ্যা এবং গন্তব্য স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

১৫৫। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আমি আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৭ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ৮১ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

(৯) তথ্যপ্রযুক্তি

মাননীয় স্পিকার

‘ডিজিটাল’ টু ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’

১৫৬। ‘সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার’ আমাদের সরকারের বিশেষ অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ও ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর ব্যানারে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। এর ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবহারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে, দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে এবং সামাজিক গতিশীলতা বেড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় আমরা এখন ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনের কাজ শুরু করেছি।

একইসাথে আমাদের সামনে আছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি খাতকে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন।

১৫৭। আমরা ৪টি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের কাজ করেছি। এ চারটি স্তম্ভ হল- কানেকটিভিটি, দক্ষ মানব সম্পদ, ই-গভর্নমেন্ট ও আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন। চারটি ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতি ও অর্জন অভূতপূর্ব। আমাদের সরকারের উদ্যোগে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড ৭৮ হাজার টাকার স্থলে বর্তমানে ৩০০ টাকার কমে সংগৃহীত হচ্ছে। বর্তমানে মোবাইল সিম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ও দক্ষতার বিস্তারের সুফল আমরা কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেখেছি। ঐ সময়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, কার্যসম্পাদন, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির নজিরবিহীন ব্যবহারে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে।

১৫৮। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়নের ফলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর শক্তি পাচ্ছি আমরা। পাশাপাশি, এটি আমাদের একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, উদ্ভাবনী, বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞাননির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত তৈরি করে দিয়েছে। এ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের বর্তমান উদ্যোগসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর চারটি স্তম্ভ (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, ও স্মার্ট ইকোনমি) সহ এর রূপরেখা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ইতোমধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রমসহ 'স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি ২০৪১ মাস্টার

প্ল্যান’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনায় দেশের জনগণকে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে এবং প্রযোজ্য শতভাগ সেবাকে ডিজিটাইজড্ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জিত হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং জনগণ অতি সহজে সকল সেবা গ্রহণ করতে পারবে। সকল ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণে আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে শিক্ষা, জীবন-জীবিকা, দক্ষতা, চিকিৎসা, শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ এর চার স্তম্ভ

১৫৯। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ‘স্মার্ট সিটিজেন’ করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ‘Enhancing Digital Government & Economy (EDGE)’ ২০২৬ সালের মধ্যে ২০ হাজার তরুণ-তরুণীকে অগ্রসর প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লিডারশীপ, সাইবার সিকিউরিটি, Emerging Technology ইত্যাদি যুগোপোযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে Digital Leadership Academy প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে আইটি ও আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের। এছাড়া, সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমে অনলাইনে শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ও ইনোভেশন সেন্টারের মাধ্যমে ৮০ হাজার তরুণ-তরুণীকে অগ্রসর প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করব।

১৬০। দেশের জনগণকে স্বচ্ছতার সাথে এবং সহজে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে 'স্মার্ট গভর্নমেন্ট' এর মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তৈরি এবং সেবা প্রদান পদ্ধতি যেমন-তথ্যবাতায়ন পোর্টাল, মাইগভ প্লাটফর্ম, ই-নথি, ই-নামজারি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইত্যাদি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করছি আমরা। স্মার্ট গভর্নমেন্ট এর আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সকল কাজে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে দ্রুততম সময়ে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করবেন।

১৬১। 'স্মার্ট ইকোনমি'র অনুষঙ্গ হবে দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেন, ক্যাশলেস সোসাইটি, স্টার্টআপ ইত্যাদি। স্মার্ট ইকনমিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ সুবিধা দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে। অন্যান্য প্রস্তুতির পাশাপাশি স্টার্টআপের বিকাশে ২০১৫ সাল থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ২ হাজার ৫০০ স্টার্টআপ রয়েছে এবং এ খাতে বিনিয়োগ এসেছে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের। উদীয়মান স্টার্টআপে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকার স্টার্টআপ বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানী গঠন করেছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'শতবর্ষের শত আশা' ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ১০০টি স্টার্টআপে বিনিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব স্টার্টআপে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সরকারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সর্বোপরি 'স্মার্ট সোসাইটি' হবে এমন সোসাইটি, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে এবং সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে। উল্লেখ্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলেও আমরা 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে' এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি।

১৬২। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমি আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে ১ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

(১০) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৬৩। গ্রাম-শহরের ব্যবধান হ্রাস করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করা ছিল আমাদের সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা ‘আমার গ্রাম- আমার শহর’সহ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছি। গ্রাম উন্নয়নে আমাদের সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য শহরাঞ্চলের চেয়ে দ্রুততার সাথে কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ‘খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২’ অনুসারে ২০১৬ সালের তুলনায় শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য কমেছে ৪.২ শতাংশবিন্দু। অন্যদিকে একই সময়ে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য কমেছে ৫.৯ শতাংশবিন্দু।

পল্লী ও নগর অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ

১৬৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধাদির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে পল্লী ও নগরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করছি আমরা। বিগত ১৪ বছরে পল্লী অঞ্চলে ৭৪ হাজার ৭০২ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১৯৭ মিটার নতুন ব্রিজ, ১ হাজার ৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ৩৯৯টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২ হাজার ৮৪২টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার, ১ হাজার ৪৬৫টি সাইক্লোন সেন্টার, নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গ্রামাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ বর্তমানে ৩৯.৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গ্রামের পাশাপাশি শহর অঞ্চলে ১১ হাজার ৭৮ কি. মি. সড়ক/ফুটপাত, ৪ হাজার ৫৭০ কি. মি. ড্রেন, ১৮ হাজার ৮৪৫ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট, ৪৫টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল ও ৫৩টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়োজনানুগ অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ/সংস্কারের কাজ অব্যাহত থাকবে।

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

১৬৫। বিগত ১৪ বছরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলে মোট ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ২০০টি আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস, পৌর এলাকায় ১ হাজার ৪৬১টি উৎপাদক নলকূপ, ১৫৯টি পানি শোধনাগার, ১৭ হাজার ৩০২ কি. মি. পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন এবং ১ হাজার ১২ কি. মি. ড্রেন ও ৬৯টি উচ্চ জলাধার স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার সিস্টেম লস ২০০৯ সালে ছিল ৪০ শতাংশ, যা বর্তমানে ২২.২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সার্বক্ষণিক ও নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঢাকা ওয়াসার মাধ্যমে ‘ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করছে।

১৬৬। আর্সেনিক, আয়রন, লবণাক্ততা এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার সমস্যা নিরসনে ভূ-ওপরস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ১০০টি নতুন পুকুর

খনন, ১ হাজার ৮টি পুকুর পুনঃখনন, এবং ৫৫৩টি ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, সারাদেশে প্রায় ৬৫ হাজার ৫৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৬ হাজার ৪৯০টি নিরাপদ পানির উৎস এবং ৫৫ হাজার ৭৫টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। শতভাগ জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত স্যানিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের কাজ চলমান আছে। অধিকন্তু ৪৯১টি গ্রামীণ পাইপড্ ওয়াটার স্কিমসহ ৮ হাজার ৮০০ কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপনের কাজ চলছে। তাছাড়া, 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার আওতায় ৭৮টি গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমসহ ৩ হাজার ৩০০ কমিউনিটি-বেইজড্ পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের সংস্থান রয়েছে।

নাগরিকদের জীবনমান বৃদ্ধি

১৬৭। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগ নগর এলাকায় (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায়) বাস করে। আধুনিক নগর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বিগত ১৪ বছরে নতুন ৫টি সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নগর এলাকায় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ও প্রাথমিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নতুন ও পুরাতন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিশেষ করে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহকে অনলাইনভিত্তিক করা হচ্ছে।

জলাবদ্ধতা দূরীকরণ

১৬৮। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ঢাকা শহরের ২৬টি খালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা হতে দুই সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। খালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ খাল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন 'খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি' প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ২০২২-২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। চট্টগাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩৬টি খাল পুনঃখনন এবং ২৪টি খালের পাড়ের রিটেইনিং ওয়াল এবং ৫৪টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৯টি পৌরসভায় উৎপাদিত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহে অনুসৃত আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অনুসরণে পরিবেশবান্ধব Incineration বা বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ/জ্বালানি ক্ষেত্রভেদে জৈবসার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতি

১৬৯। ক্ষুদ্র ঋণ, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আত্মকর্ম সৃজন উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির সক্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে, সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায়-ভিত্তিক 'Marketing and Value Chain Development of Agricultural products through Cooperatives' শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম

প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে প্রাথমিকভাবে ১০টি গ্রামে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আইলবিহীন ও যৌথ চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানির ব্যবহার, যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে সেবা সহজলভ্য করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বহুমুখী সমবায় গ্রাম ধারণার বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহরমুখী স্থানান্তরের প্রবণতা হ্রাস করা।

১৭০। সামনের দিনগুলোতে সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট, সাইক্লোন সেন্টার ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এর কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে। একইসাথে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও সমুন্নত করা হবে। গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ, পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, পুকুর খননসহ পন্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ, উৎপাদক নলকূপ এবং পাইপলাইন স্থাপন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, সমগ্র দেশে কমিউনিটি/ স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে আনা, ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সরবরাহের ব্যবহার বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন এবং প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিবেশ বান্ধব করার জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে আরও ৫টি পানি শোধনাগার নির্মাণ, প্রায় ২ হাজার কি. মি. পানির সরবরাহ লাইন নির্মাণ ও ১১৭টি গভীর নলকূপ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও

নগরের বিদ্যমান পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ২০ শতাংশ হতে ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীতকরণের জন্য ৫টি পয়ঃশোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৭১। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৯ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৪৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা।

(১১) শিল্প ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পিকার

১৭২। আমাদের শিল্পখাত প্রধানত রপ্তানিমুখী ও বেসরকারি উদ্যোগ নির্ভর। তাই রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ অর্থাৎ যোগাযোগ, বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নীতিগত সহায়তা, যেমন রপ্তানি প্রণোদনা, কর অব্যাহতি, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের ওপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। এছাড়া, বিভিন্ন রপ্তানিমুখী, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ও পরিবেশবান্ধব শিল্পস্থাপন উৎসাহিত করা হচ্ছে। একইসাথে, বিপুল শ্রমশক্তি এবং দেশীয় ও অভ্যন্তরীণ বাজার সুবিধা থাকায় শ্রমঘন-স্বল্পপুঁজিনির্ভর কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পসমূহের আধুনিকায়নের জন্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিল্পখাতে আমাদের কৌশলগত উদ্যোগসমূহ বাস্তবেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২০০৫-০৬ সময়ের ২৫.৪ শতাংশ হতে ২০২২-২৩ সময়ে ৩৫.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

১৭৩। কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য আমরা মূলত সহজশর্তে ঋণ, পুনঃঅর্থায়ন, বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করে থাকি। উল্লেখ্য যে, করোনার প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৪ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের সাথে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করা হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত ইউরিয়া সারের কোটিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে প্রয়োগের জন্য একটি নতুন ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ইউরিয়া সারের কাঁচামালের জন্য আমদানি নির্ভরতা কমবে। বিসিক সাভার চামড়া শিল্প নগরীর পাশাপাশি রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ও ঢাকায় আরও ৩টি চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের কাজ চলছে। রপ্তানিমুখী ও সম্ভাবনাময় ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় Active Pharmaceutical Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। বর্তমানে সিএমএসএমই খাতে নিজস্ব অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে মোট ১৪টি পুনঃঅর্থায়ন/পূর্বঅর্থায়ন তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরে সিএমএসএমই খাতে ২৫ হাজার কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে।

নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব শিল্প

১৭৪। শিল্পখাতকে পরিবেশ বান্ধব করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৮০টি শিল্প নগর স্থাপন করা হয়েছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্লটের সংখ্যা মোট ১২ হাজার ৩১৩টি। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ‘চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্প’

বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যাতে মোট ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। বিসিক শিল্প নগরীতে অধিক দূষণকারী লাল ও কমলা শ্রেণির শিল্পের জন্য ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪২টি শিল্পনগরে ইটিপি স্থাপনযোগ্য ১৯৪টি শিল্প ইউনিট এর মধ্যে ১৫৪টিতে ইতোমধ্যে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। পুরোনো ঢাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের জন্য 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প

১৭৫। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৩৮টি প্রতিষ্ঠানে 'রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা নিরুপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটন' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আমরা প্রায় ৭০ বছরের পুরোনো কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেডকে সংস্কার করার পদক্ষেপ নিয়েছি। চামড়া ও হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ঢাকায় শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছাতক সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেসের পরিবর্তে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দৈনিক ২ হাজার ৮০০ মে. টন. উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। দেশে সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে ৩৪টি নতুন বাফার গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান আছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর কারাখানায় সেডান কার প্রস্তুত ও সংযোজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া, পটুয়াখালী জেলায় নির্মাণাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে জাহাজ নির্মাণ ও

পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রাঙ্গাবালী উপজেলায় জাহাজভাঙ্গা শিল্প স্থাপন ও শিপইয়ার্ড নির্মাণ এবং টাঙ্গাইল শিল্প পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

১৭৬। শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়নে সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২, হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২, বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২২ এবং বয়লার আইন ২০২২ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পর্যটন শিল্প

১৭৭। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য পঁচিশ বছর মেয়াদি একটি 'পর্যটন মহাপরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ পর্যটনকে উল্লেখযোগ্য শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং দেশীয় ও বিদেশি জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যটন শিল্পকে পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও টেকসই করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে অপরিকল্পিতভাবে হোটেল-মোটেল নির্মাণ বন্ধ করা, পর্যটকদের ভ্রমণ পর্যটন কেন্দ্রের ধারণক্ষমতার মধ্যে রাখা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এর স্বার্থে স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অংশীজনকে সাথে নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। পর্যটন খাতকে সমৃদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মানের আবাসন ও বিনোদন সুবিধা নিয়ে কক্সবাজার জেলায় সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক তৈরি করা হচ্ছে।

বাণিজ্য

মাননীয় স্পিকার

১৭৮। দেশের উন্নয়নে শিল্প ও বাণিজ্য পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখা, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং আমদানি ও রপ্তানি খাতের টেকসই অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রতি রপ্তানি নীতি (২০২১-২৪), আমদানি নীতি আদেশ (২০২১-২৪), বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২ এবং রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ই-কমার্স

১৭৯। প্রথাগত ধারার বাইরে 'ই-কমার্স'কে উৎসাহিত করার জন্য 'ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা ২০২১' জারির ধারাবাহিকতায় গত বছর 'ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০২২' জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত মোট ৬২০টি প্রতিষ্ঠানকে ডিবিআইডি প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিজিটাল বিজনেস আইডি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ (ডিসিএ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'ডিজিটাল বাণিজ্য আইন' ২০২৩ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

মুক্ত ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য

১৮০। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। ভুটানের সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য

যৌথ সমীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও জাপান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশীপ (RCEP), ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশন (EEC), দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্য ব্লক মার্কোসুর (MERCOUSUR) ইত্যাদি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ ও পরবর্তী বাস্তবতা

১৮১। সম্প্রতি কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশের ৫ম সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৬টি স্বল্পোন্নত দেশের নেতৃত্ব দেন এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন্যায্য পাওনা আদায়ের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে বহুল প্রশংসিত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমানে সরকার রপ্তানি পণ্যের তালিকায় নতুন পণ্য সংযোজনের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত, বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত এবং বিশেষ উন্নয়নমূলক সেবাখাত চিহ্নিত করে রপ্তানিতে নীতিগত সহায়তা প্রদান করছে। কিন্তু, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্ধারিত মাপকাঠির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শুল্ক কাঠামো যৌক্তিকীকরণ, রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা প্রত্যাহারের মত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে। তাই, আমাদের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী বাস্তবতা স্মরণ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। টেকসই উত্তরণের স্বার্থে আমরা শুল্ক কাঠামো সংস্কার ও নগদ সহায়তা ধীরে ধীরে হ্রাস করার কথা ভাবছি। একই সাথে রপ্তানি খাতের উন্নতি যাতে ব্যহত

না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নগদ সহায়তার বিকল্প অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি। উল্লেখ্য যে, মসৃন উত্তরণ ও উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আওতায় বিভিন্ন বিষয় ও কার্যক্রমভিত্তিক সাতটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১২) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

মাননীয় স্পিকার

১৮২। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে হলে আমাদের টেকসই উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাই, উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিধারা বজায় রাখার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ এর ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আমরা অভিযোজন (adaptation) ও প্রশমন (mitigation) উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করছি। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের ভূমিকার ব্যপ্তি বিবেচনায় অভিযোজনের বিষয়টি আমাদের নীতি-কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন: অভিযোজন ও প্রশমন

১৮৩। দীর্ঘমেয়াদে সমন্বিত অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণ করে সম্প্রতি ২০২৩-২০৫০ মেয়াদের জন্য National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে সৃষ্ট বিপন্নতা ও ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে একটি জলবায়ু অভিঘাত

সহিষ্ণু সমাজ গঠন করা। ইতোপূর্বে ২০২১ সালে Nationally Determined Contribution (NDC) হালনাগাদ করেছি, যাতে খাত-ভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০২৩ সালে প্রথমবারের মত IPCC GHG Inventory Software ব্যবহার করে বন ও অন্যান্য ভূমি ব্যবহার দ্বারা কার্বন নিঃসরণ পরিমাপের কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) যুগোপযোগী করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছি। এ কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো বাংলাদেশের উন্নয়ন পথযাত্রাকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার দিকে নিয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে অর্থায়নের পথ সুগম করবে।

১৮৪। আন্তর্জাতিক উৎস হতে জলবায়ু অর্থায়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি আমরা আমাদের সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রিক ব্যয় সংশ্লিষ্টতা ও ব্যয় বরাদ্দের আবশ্যকতা যাচাই করছি। বর্তমানে আমরা জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সংক্রান্ত বরাদ্দের পরিমাণ এবং প্রকৃত ব্যয় নিরূপণ করছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ৩৭ হাজার ৫২ কোটি টাকা। এছাড়া, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। ফলে, তথ্য-ভিত্তিক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

১৮৫। 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭' যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন

লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ‘পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রণয়ন করা হয়েছে বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২। ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS) ও ১৫টি কম্প্যাক্ট বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (C-CAMS) এর মাধ্যমে বায়ুমান পরিবীক্ষণ এবং দৈনিক ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক (Air Quality Index) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণে ইটিপি প্রয়োজন হয় এমন ২ হাজার ৮৯৪টি তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২ হাজার ৩৮২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে তরলবর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করা হয়েছে। অর্জিত ইটিপি কভারেজ ৮২.৩১ শতাংশ।পরিবেশ সুরক্ষায় বনায়ন প্রক্রিয়ার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদ (UN Convention on Biological Diversity) এর সদস্যভুক্ত দেশ বিধায় কুনমিং-মনট্রিল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক এর অনুসরণে ‘ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটিজি এন্ড অ্যাকশন প্লান’ হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ পরিবেশের বাসযোগ্য ঢাকা

১৮৬। ঢাকা শহরকে পরিবেষ্টনকারী ৫টি নদী (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বালু, তুরাগ ও ধলেশ্বরী) ও খালসমূহকে দূষণ ও অবৈধ দখলমুক্ত করে ঢাকার নদীকেন্দ্রিক হারানো অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা এবং ঢাকা শহরের পরিবেশকে বিশুদ্ধ ও বাসযোগ্য করার লক্ষ্য নিয়ে একটি Umbrella Investment Program এর নকশা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

(১৩) পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন

মাননীয় স্পিকার

স্মার্ট ও পরিকল্পিত নগরায়ন

১৮৭। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নগরায়ন প্রক্রিয়া ক্রমশ বাড়ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের একটি হল ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সাধ্যানুরূপ, নিরাপদ ও পর্যাপ্ত আবাসনের সংস্থান করা। স্মার্ট ও পরিকল্পিত নগরায়নের স্বার্থে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজধানী ঢাকার কাঠামোগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০২২-২০৩৫ মেয়াদি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বাস্তবায়ন; 'প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাষ্টারপ্ল্যান (২০২০-২০৪১)' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিদ্যমান খুলনা ড্যাপ এরিয়ার বাইরের এলাকার ২৬৯.৯২ বর্গকিলোমিটার জায়গার স্ট্রাকচারপ্ল্যান, মাস্টারপ্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়াপ্ল্যান তৈরি করা ইত্যাদি। এছাড়া, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ৩১৮.২৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মাস্টারপ্ল্যান ও চট্টগ্রামের মীরসরাই এর ৪৮২.৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং পটুয়াখালী-বরগুনার মোট ৭টি উপজেলার ৩৩২২.৭৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণের জন্য ঢাকা শহরের সরকারি ভবনসমূহের vulnerability assessment এর কাজ চলমান আছে এবং বেসরকারি ভবনসমূহের ঝুঁকি নিরূপণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সরকারি আবাসন

১৮৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবাসন সুবিধা বিদ্যমান ৮ শতাংশ হতে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৬ হাজার ৫০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে এবং ৫ হাজার ২১১টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া আরও ৮ হাজার ৮৩৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণ ও ৬৪ জেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পসমূহ শেষ হলে সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা ১৫ শতাংশে উন্নীত হবে। সিরাজগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ছিন্নমূল জনগণের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৩৬ হাজার ছিন্নমূল এবং নিম্নআয়ের মানুষ উপকৃত হবে। এছাড়া, রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪টি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে পদ্মা বহুমুখী সেতুর উভয় প্রান্তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণসহ ঢাকার পূর্বাচলে আধুনিক ও নান্দনিক স্থাপত্য শৈলীসম্পন্ন ১৪২ তলা আইকনিক টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৮৯। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের জন্য সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলায় এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ সরকারি নির্মাণ/সংস্কার কাজে পরিবেশবান্ধব ইট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এ আদেশ পরিপালনের সুবিধার্থে পরিবেশবান্ধব ব্লক এবং Autoclave Aerated Concrete Panel তৈরির কাজ চলমান আছে।

আশ্রয়ণ: ভূমিহীন-গৃহহীনদের আবাসন

১৯০। গৃহহীন মানুষদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ 'আশ্রয়ণ' দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্রয়ণ প্রকল্প হাতে নেন তাঁর প্রথম মেয়াদে ১৯৯৭ সালে। দ্বিতীয় মেয়াদে এ প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে জমি ও গৃহের মালিকানা দিয়ে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মর্মে ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৬৬টি গৃহ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৩২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯১। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে পরিবারভিত্তিক স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ২ শতাংশ জমির মালিকানা দলিল ও নামজারি সম্পাদন করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত জমিতে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ২ কক্ষ, প্রশস্ত বারান্দা, ১টি স্যানিটারি টয়লেট ও ১টি রান্নাঘর সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব ডিজাইনের অনন্য গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। একটি গৃহ কিভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত এ আশ্রয়ণ প্রকল্প। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের এ নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

(১৪) আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

১৯২। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের বাস্তবতায় আমাদের জন্য বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্যিক/ অর্থনৈতিক জোটের সাথে মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement-FTA) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement-PTA) সম্পাদন এখন অনেক বেশি জরুরি। দক্ষিণ-এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি SAFTA কে গতিশীল করার জন্য এবং বিভিন্ন পণ্যের অবাধ বাণিজ্য বিষয়ে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে চুক্তি করেছে, সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস SATIS সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে BIMSTEC Masterplan on Transport Connectivity গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি TPS-OIC এবং উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি D8 PTA ইত্যাদি। এছাড়া Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Asia-Europe Meeting (ASEM), Asia-Europe Foundation (ASEF), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), Inter-Parliamentary Union (IPU), এবং 'ভারত মহাসাগর বলয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (IORA)' ইত্যাদি সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের ফলে বাংলাদেশের জন্য এশীয়, ইউরোপীয় ও অন্যান্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বলয়ের সাথে এক কাতারে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক ব্যবধানকে বুঝতে এবং বৈশ্বিক

প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ও দায়বদ্ধ দেশ হিসেবে আমাদের অবস্থানকে সুসংহত করতে সাহায্য করবে।

(১৫) ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম

মাননীয় স্পিকার

১৯৩। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ক্রীড়াজগতের উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুলসহ বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার এবং ক্রীড়া ক্লাবসমূহে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, 'উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৮৬টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। দক্ষ খেলোয়াড় তৈরির জন্য ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে বিভিন্ন বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি, খেলোয়াড়দের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া দল প্রেরণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে। আমাদের খেলোয়াড়দের সাফল্য বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বাংলাদেশের মেয়েরাও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। খেলোয়াড়দের কল্যাণের দিকেও আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখছি। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ/সংগঠকদের জন্য শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের

মাধ্যমে প্রতি বছর অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা ও এককালীন অনুদান এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৯৪। বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদির বিকাশে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশজ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সাহিত্যের গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, খনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট সংরক্ষণসহ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ভাষা শহিদ দিবস এবং বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। দেশের ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। মনীষী ও গুণীজনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিয়মিত পুরস্কার/সম্বর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

১৯৫। সকল ধর্মাবলম্বীদের স্ব স্ব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের চর্চা এবং ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে উদযাপনের নিশ্চয়তা বিধানে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। ফলে, এদেশে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহঅবস্থান করছে। মুসলিমদের হজের যাবতীয় কার্যাবলী সহজে সম্পন্ন করার জন্য ই-হজ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সকল জেলা ও উপজেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে ৫৬৪টি মডেল

মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ১৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে আরও ১০০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধনের পরিকল্পনা আছে। মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ্/কবরস্থান, দুঃস্থ ব্যক্তি, মন্দির, শ্মশান, প্যাগোডা, গির্জা, সেমিট্রির উন্নয়নে অনুদান প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত আছে।

সপ্তম অধ্যায়

নতুন উদ্যোগ, সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পিকার

১৯৬। আপনি জানেন, স্বল্প আয়তনের বিপুল জনসংখ্যার দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। অন্যদিকে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনের জন্য সরকারি সেবা ও সুযোগে জনগণের সহজ অভিগম্যতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিধিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দূরদর্শীতার সাথে প্রধান উন্নয়ন কৌশল হিসেবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর স্বপ্ন ও রূপরেখা জাতির সামনে পেশ করেছিলেন, যা আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার দুরূহ কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। চলমান সংস্কার ও উদ্ভাবন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর যে রূপরেখা ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি তা বাস্তবায়িত হলে সুশাসনের কাম্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারব।

(১) সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা

মাননীয় স্পিকার

১৯৭। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলাম। কাজটি ইতোমধ্যে অনেকটাই এগিয়ে এনেছি। মহান জাতীয় সংসদে ‘সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩’ পাশ হয়েছে। আশা করছি, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকেই বাংলাদেশে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হলে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর পর্যন্ত চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এতে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকগণও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি পেনশনারের ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বছরের চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে। চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমাকৃত অর্থের সর্ব্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যাবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হবে এবং এর বিপরীতে কর রেয়াত সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া, মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। শীঘ্রই একটি পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষকে কার্যকর করা হবে।

(২) সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার

মাননীয় স্পিকার

কেন্দ্রীয় সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (iBAS++)

১৯৮। সরকারের সকল আর্থিক কার্যক্রম, বিশেষ করে, বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, হিসাব রক্ষণ, অনলাইনে বিল জমাকরণ, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি), স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাবের সঙ্গতি বিধান ইত্যাদি কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অর্থাৎ Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এ ডিজিটাল প্লাটফরমে বিভিন্ন ফিচার যুক্ত করে এর পরিধি ও সক্ষমতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরের পাশাপাশি বর্তমানে জেলা পর্যায় পর্যন্ত অফিসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও দাখিল প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল বেসামরিক কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রায় সকল সদস্যকে iBAS++ প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে ইএফটি-র মাধ্যমে বেতনভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও Self Accounting Entity (গণপূর্ত অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে) সমূহকেও iBAS++ এর আওতায় আনা হচ্ছে। বর্তমানে ২০টি বৈদেশিক মিশনের আর্থিক হিসাব iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সিভিল, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়ে এর হিসাব পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগতি স্থাপনের স্বার্থে ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বেতন-ভাতা বিল ছাড়াও সরবরাহকারীর বিলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিল অনলাইনে ইএফটির মাধ্যমে প্রদানের জন্য পাইলট কার্যক্রম

শুরু হয়েছে। আশা করছি, আগামী অর্থবছরের মধ্যে সকল কার্যালয়ে এর বাস্তবায়ন পুরোদমে শুরু করতে পারব। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে iBAS++ এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কোর ব্যাংকিং সিস্টেম, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পরিকল্পনা কমিশন, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর ইজিপি ইত্যাদি ডাটাবেজ এর API (Application Programming Interface) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি সম্পদের রেজিস্ট্রার প্রণয়নের জন্য iBAS++ সিস্টেমে মডিউল তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় iBAS++ এর গুরুত্ব বিবেচনায় এর তথ্যগত সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক মান নির্ধারক ISO/IEC 27001:2013 সার্টিফিকেশন অর্জনের কার্যক্রম শুরু করেছি আমরা।

পেনশনারদের কল্যাণ

১৯৯। কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ছাড়াও সকল অবসরভোগী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী (৮.৩৬ লক্ষ) ইএফটির মাধ্যমে মাসের শুরুতেই পেনশন পাচ্ছেন। ফলে, পেনশন প্রাপ্তিতে দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে এবং দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পেনশনারদের জন্য পাইলট ভিত্তিতে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক জীবিতাবস্থা যাচাইকরণ (life verification) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অচিরেই সারাদেশে সকল পেনশনারের জন্য উক্ত অ্যাপ ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এর ফলে পেনশনারগণ বছরে একবার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবেন এবং তাদের দুর্ভোগ ও কষ্ট লাঘব হবে।

ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট (টিএসএ)

২০০। সরকারের আয়-ব্যয় এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম হিসাব মাধ্যম হল

Treasury Single Account (TSA)। টিএসএ-তে ৮০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ১১২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি সহায়তা সংযুক্ত তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সংশ্লিষ্ট Personal Ledger অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ প্রক্রিয়া নগদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে উন্নত করার পাশাপাশি সরকারের ঋণ ও সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও অলসভাবে পড়ে থাকা সরকারি অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সরকারি বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি খাতের সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডাটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছি আমরা। ইতোমধ্যে ২০ হাজার ৭৮১টি সরকারি কার্যালয়ের ১ লাখ ৪৭৫টি ব্যাংক হিসাবের তথ্য পাওয়া গিয়েছে এবং বেশ কিছু ডরমেন্ট অ্যাকাউন্ট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের বাইরের অপ্রয়োজনীয় ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা হ্রাস করা হবে। এতে গণখাত (Public Sector) এর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুশৃঙ্খল হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সার্বিকভাবে সরকারি সকল ব্যয় একটি মাত্র হিসাবের আওতায় আনার ফলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে উপায় উপকরণ এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও এ ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সুদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং নগদ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত হবে। বাজেট সম্পাদনে দক্ষতা উন্নয়ন ও সম্পদের অপচয় রোধে টেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট এর কভারেজ সম্প্রসারিত করে পর্যায়ক্রমে সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

এ-চালান

২০১। সরকারি রাজস্ব/ফি ইত্যাদি সরকারি কোষাগারে জমাকরণের মাধ্যম হিসেবে Automated Challan (A-challan) পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। সকল তফসিলি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অটোমেটেড সিস্টেমকে এ-চালান পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কার্ড, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথবা ক্যাশ ব্যবহার করে যে কোন স্থান হতে অনলাইনে ফি জমা করা যাচ্ছে। এ-চালান এর মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি টিএসএ-তে জমা হয়। এ-চালান এর মাধ্যমে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ইতোমধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২৬ মে তারিখ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা এ-চালানের মাধ্যমে জমা হয়েছে। ফি/রাজস্ব জমা প্রক্রিয়ায় শতভাগ এ-চালানের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সরকারের আয়ের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে এবং এনবিআর ও আইবাস এর মধ্যে হিসাবের পার্থক্য দূর হবে। একই সাথে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা সুসংহত হবে এবং অপরিকল্পিত ও অকস্মাৎ ঋণ বাবদ ব্যয় হ্রাস পাবে।

জি-টু-পি

২০২। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে G2P (Government to Person) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ তাদের ব্যাংক/মোবাইল হিসাবে সরাসরি পাঠানো হচ্ছে। বিগত দুই অর্থবছরে মোট ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার ৪০৯ জন উপকারভোগীর নিকট প্রায় ৩০,৫৫১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৩০ টাকা জি-টু-পি পদ্ধতিতে ইএফটির মাধ্যমে

সরাসরি প্রেরণ করা হয়েছে। সঠিক উপকারভোগীর নিকট মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেমে অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) এর সাথে API করা হয়েছে। ফলে, NID এর বিপরীতে মোবাইল নম্বরটি নিবন্ধিত কি না তা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ডাটাবেজ এর সাথে সুবিধাভোগী যাচাইয়ের জন্য API করা হয়েছে। নগদ অর্থ যথাসময়ে ঝামেলাবিহীনভাবে উপকারভোগীর নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রধান প্রধান মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার যেমন- বিকাশ, নগদ, রকেট প্রভৃতির সাথেও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, ভাতা প্রদান ও প্রাপ্তি সহজ হয়েছে, এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হচ্ছে।

(৩) তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ

২০৩। তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও তা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার সুবিধার্থে আমরা ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রক্রিয়া ডিজিটাল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। বর্তমানে সরকারি দপ্তরসমূহের ২ হাজার ৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১ হাজার ৮৫১টি সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। সকল নাগরিকের বিদ্যমান বিভিন্ন আইডি সমন্বিত করে একটি একক আইডি তৈরি করা হচ্ছে। Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) ব্যবস্থার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর পাশাপাশি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন, তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার

ডিজিটালাইজেশন এর ফলে জনগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজ ও সুনিশ্চিত হচ্ছে।

(৪) বিনিয়োগ অনুকূল ও বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন

ওয়ানস্টপ সার্ভিস

২০৪। বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার তথ্য সমন্বিত করে একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রদানের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস পোর্টাল চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল সেবা বিষয়ক তথ্য উক্ত পোর্টালে যুক্ত করার কাজ চলছে। এ পোর্টালের মাধ্যমে ৩৯টি সংস্থার ১৫০টি বিনিয়োগ সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। ইতোমধ্যে বিডাসহ ২৩টি সংস্থার ৬৩টি সেবা বিডার অনলাইন ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

২০৫। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নিষ্কন্টক জমি, উন্নত অবকাঠামো, নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি, আর্থিক প্রণোদনা ও সহজ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কাস্টমস অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে, ২৯টি অঞ্চলে ১৮৭টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, ৩৮টি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে, ৭০টি নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিনিয়োগ এসেছে ২৩ বিলিয়ন

মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, ৩৩ হাজার একর জমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর স্থাপন করা হচ্ছে, যা হবে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্পনগর। এছাড়া, বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের অংশীদারিত্বে জাপান অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য ৮৫৬ একরের ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৭৮৩ একর জমিতে চাইনিজ অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। আশা করছি, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হলে দেশ হতে বার্ষিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

লজিস্টিকস খাতের উন্নয়ন

২০৬। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য খাতকে অনেক বেশি প্রতিযোগিতাসক্ষম করে তুলতে হবে। এটা করার জন্য যে বিষয়টি জরুরি সেটি হল- সময়, ব্যয় এবং প্রক্রিয়াগত ও প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা সর্বাংশে হ্রাস করা এবং সরবরাহ চেইনের সকল পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা। এটি নিশ্চিত করতে পারলে আমরা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশসমূহের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারব এবং non-debt creating অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারব। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে লজিস্টিকস খাতের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তাঁর কার্যালয়ে সরকারি-বেসরকারি খাতের সদস্য সমন্বয়ে ‘জাতীয় লজিস্টিকস উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির উদ্দেশ্য হল- জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ পণ্য পরিবহন ও সেবা নিশ্চিতকরণ। বর্তমানে এ কমিটি জাতীয় লজিস্টিকস উন্নয়ন নীতি

প্রণয়ন, লজিস্টিকস খাতে বিনিয়োগে নীতি সহায়তা কাঠামো সহজীকরণ বিষয়ে কাজ করছে। লজিস্টিকস খাতের কাজকে বেগবান করার জন্য জাতীয় কমিটির আওতায় ৫টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা লজিস্টিকস খাতের নীতি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন, এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ বিষয়ে কারিগরি ও গবেষণা সহায়তা প্রদানের কাজ করছে।

২০৭। উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ লজিস্টিকস খাতকে রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্পখাত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিলম্বে হলেও লজিস্টিকস খাতের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দ্রুতই বিশ্বব্যাংক এর লজিস্টিকস পারফরমেন্স সূচকে উন্নতি করেছে। ২০২৩ সালে প্রণীত সূচকে বাংলাদেশ ১২ ধাপ এগিয়ে ১৩৯টি দেশের মধ্যে ৮৮তম অবস্থানে এসেছে। এর পূর্বে ২০১৮ সালে ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০০তম।

বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ উদ্যোগ

২০৮। বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃজনে নিজেদের অবস্থান মূল্যায়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্য সহজীকরণ সম্পর্কিত নিজস্ব সূচক প্রণয়নের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশি বাণিজ্যিক অফিস স্থাপন, বিদেশি কর্মীদের ভিসা সুপারিশ ও কর্মানুমতি প্রদানের কর্মপদ্ধতি, ২০২৩ অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিডা তিন শতাধিক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী/প্রতিনিধিদের সাথে সভা

করে বিনিয়োগে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছে। ফলে, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সি-ফুড উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, সোলার প্যানেল উৎপাদন, ইস্পাত ও প্রকৌশল এবং অক্সিজেন উৎপাদন খাতসমূহে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হয়েছে। ১১-১২ মার্চ ২০২৩ সময়ে এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে তিনদিনব্যপী বাংলাদেশ বিজনেস সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের তিন সহস্রাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ বিনিয়োগের আশ্বাস পাওয়া যায়। এছাড়া, নভেম্বর ২০২২ সময়ে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ভারত বিজনেস কাউন্সিল এর যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

(৫) জনসেবায় জনপ্রশাসন

২০৯। জনপ্রশাসন কাঠামোকে দেশের জনগণের দ্রুত ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের উপযোগী করে তোলার জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধনের ওপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। ২০০৯ সাল হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৪১টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং জনপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদে ২০১০ সাল হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ৪০ হাজার ৪৭১ জন ক্যাডার কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান এবং সরকারি চাকরি (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণয়নের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977)

রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২১০। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবামুখী মানসিকতা গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চাকুরিকালীন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং মেধাভিত্তিক বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বাড়ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানসিকতা উন্নয়নের পাশাপাশি দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো ও পদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। সকল সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য ‘My Gov’ ও ‘একসেবা’ (Ek-seba) নামের প্ল্যাটফরম তৈরি করা হয়েছে। ‘My Gov’-এর সেবাগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে জানার জন্য ‘333’ চালু আছে এবং Digital Identity Verification-এর জন্য ‘পরিচয়’ সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ও গতি বৃদ্ধির স্বার্থে বর্তমানে ব্যবহৃত ই-নথির পরবর্তী ভার্সন ডি-নথি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি দপ্তরে ডি-নথি ব্যবহার শুরু করা হবে।

(৬) আর্থিক খাতের সংস্কার

২১১। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠন এবং মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাখাতে কিছু সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আমদানি পর্যায়ে শুল্ককর হার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা ধারণের সীমা হ্রাসকরণ, রপ্তানিকারকদের

প্রত্যাবাসন কোটা (ইআরকিউ)-তে ধারণকৃত বৈদেশিক মুদ্রার সীমা অর্ধেক হ্রাস করা, ব্যাংকের অফশোর ইউনিটের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান, বিলাসবহুল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার জন্য শতভাগ নগদ মার্জিন, শিশুখাদ্য, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী, ঔষধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যাতীত অন্যান্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার নগদ মার্জিন ৭৫ শতাংশে নির্ধারণ ইত্যাদি। এছাড়া, ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের বেসরকারি আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার জন্য অন্তত ২৪ ঘন্টা পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, ফরেন একচেঞ্জ ডিলারগণকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনা হয়। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৩.৮৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে আমদানি ১২.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ খাতের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিতকল্পে সহজশর্তে ১০ হাজার কোটি টাকার একটি রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়।

আর্থিক খাতে জনমানুষের অন্তর্ভুক্তি

মাননীয় স্পিকার

২১২। আপনি জানেন, ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং ক্ষুদ্র/প্রান্তিক ব্যবসায়ীদেরকে মাত্র ১০ টাকায় বিশেষ হিসাব খুলতে ২০১০ সালে সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ৯৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৭৫

জন কৃষকের মাঝে ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। এছাড়াও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এসএফএস) ও আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর প্রসার ঘটছে, ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক পর্যায়ে এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ছে। ফলে, আর্থিক খাতে জনমানুষের সম্পৃক্তিও খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে। মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত এমএফএস এর আওতায় নিবন্ধিত এজেন্টের সংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ, গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি এবং সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ২০ হাজার। প্রতি মাসে এমএফএস এর মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার অধিক লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য খাতে সরকারের নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও এমএফএস মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, এমএফএসকে জরুরি পরিষেবা হিসেবে গণ্য করে লেনদেন চার্জ মওকুফ/হ্রাস করা হয়েছে। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল সংক্রান্ত কার্যাদি সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’

২১৩। লেনদেন ব্যবস্থাকে যত বেশি ডিজিটালাইজড ও নগদ অর্থের সংশ্লেষমুক্ত করা যাবে তত বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। একইসাথে, লেনদেন বিষয়ক সকল তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। ফলে, আর্থিক খাতের গতিপ্রকৃতি অনুসরণ ও নীতিনির্ধারণ যথাযথ হবে। নগদ-বিহীন আর্থিক লেনদেন সহজ ও সাশ্রয়ী করার স্বার্থে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফরম ‘বিনিময়’ চালু করা হয়েছে। এ ধরনের আর্থিক লেনদেনে প্রচলিত POS (Point of Sale) ব্যয়বহুল হওয়ায় এর বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক মান

সংরক্ষণ করে স্বল্প ব্যয়ের ও সর্বসাধারণের জন্য সহজে ব্যবহার উপযোগী 'Bangla QR' প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। একইসাথে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি থেকে শুরু করে সকল ব্যবসায়ীকে নগদবিহীন লেনদেনের আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ব্যাপক প্রচারনা শুরু করেছে। আশা করছি, সহজ ও সাশ্রয়ী বিধায় খুব শীঘ্রই নগদ-বিহীন লেনদেন কার্যক্রম দেশের জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং দ্রুত এর প্রসার ঘটবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আর্থিক খাত

২১৪। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আর্থিক খাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ২০০৯ সাল থেকে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস প্লান্ট, এ্যফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর মত পরিবেশবান্ধব খাত ও পণ্যসমূহে অর্থায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব উৎস হতে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল গ্রীন ব্যাংকিং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু আছে। ২০১৯ সালে উক্ত স্কিমের আকার বৃদ্ধি করে ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় আবর্তনশীল পদ্ধতিতে মোট ৭৪২.৩২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)/অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)

২১৫। রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণের জন্য একুাইটি এন্ড অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) ও পরবর্তীতে উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিল (ইএসএফ) গঠন করা হয়। এর

আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ৪ হাজার ৮২৫টি ও আইসিটি খাতে ২১টি Expression of Interest (EOI) পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত ১০৪টি প্রকল্পে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি প্রকল্পে ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।

আর্থিক খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

২১৬। আর্থিক খাতে পদ্ধতিগত ও অন্যান্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের পরিমাণগত ও গুণগত বৈশিষ্টাবলী ও গতিধারা সন্নিবেশিত করে Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD) তৈরি করা হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে Financial Projection Model প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বয়ংক্রিয় সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং আগাম প্রস্তুতি ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা (Recovery Plan) থাকা আবশ্যক। ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন ২০২৩ প্রণয়নের কাজ চলছে। এ আইনে আর্থিক খাতে ঝুঁকি নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলোকে তাদের সম্ভাব্য প্রক্রিয়াগত ও অন্যান্য দুর্বলতা/ঝুঁকি চিহ্নিত করে উত্তরণ কৌশলসহ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জামানত হিসেবে অস্থাবর সম্পদের ব্যবহার বাড়াতে সরকার ‘সুরক্ষিত লেনদেন আইন, ২০২২’ প্রণয়ন করছে।

ডিজিটাল ব্যাংক ও ক্রেডিট স্কোরিং সিস্টেম

২১৭। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া দ্রুততর এবং এর পরিধি ব্যাপকতর করার কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কমিটি কাজ করছে।

কমিটি ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের রূপরেখা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। আশা করছি আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরেই ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপন করতে পারব। একই সাথে, আমরা আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজ্যান্স ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ক্রেডিট স্কোরিং সিস্টেম চালু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। ডিজিটাল ব্যাংক ও ক্রেডিট স্কোরিং চালু হলে খুব সহজে ভুয়া ও বেনামী ঋণগ্রহীতাকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং প্রকৃত ঋণগ্রহীতাগণের জন্য ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়ে আসবে।

(৬) ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

২১৮। ভূমির স্বল্পতা, ব্যবস্থাপনাগত দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতার কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ সুশাসন নিশ্চিত করার চাহিদা দীর্ঘদিনের। প্রশাসনিক সংস্কার ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাদির কার্যকর সমাধানের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। Land Development Tax Management System এর মাধ্যমে ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলায় ১ জুলাই ২০১৯ হতে শতভাগ ই-নামজারি নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ ৬১টি জেলায় ২০২১-২২ অর্থবছর হতে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং হোল্ডিং এন্ট্রি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ৯ মার্চ ২০২৩ তারিখের তথ্য অনুযায়ী এর আওতায় এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৩টি হোল্ডিং এন্ট্রি হয়েছে এবং ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৮৯ টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে। এছাড়া, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন; উপজেলা ভূমি অফিসে রেকর্ডরুম স্থাপন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন এবং ১৩৭টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ১৩৭টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে মুখচ্ছবি চিহ্নিতকরণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন টিভি ক্যামেরা স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

২১৯। ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্পটে ই-নামজারি ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারণ করা হবে। ভূমি বিষয়ক তথ্যসেবা প্রদানের জন্য কল সেন্টার (১৬২২২) চালু করা হয়েছে। ডাক বিভাগ দেশে-বিদেশে বাংলাদেশি নাগরিকদের ঠিকানায় ডেলিভারি চার্জের বিনিময়ে খতিয়ান, মৌজা ম্যাপ পৌঁছে দিচ্ছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যা তাদের অধিকাংশ কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে সহায়তা করছে। এ সফটওয়্যারে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- নামজারি, ভূমি সংক্রান্ত মামলা ব্যবস্থাপনা ও নিস্পত্তি, ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তি, মনিটরিং ড্যাশবোর্ড ইত্যাদি। চলতি অর্থবছরে ১লা বৈশাখ হতে সকল ভূমি উন্নয়ন কর ও নামজারি ফি এ-চালান সিস্টেমের মাধ্যমে জমা নেওয়া হচ্ছে।

অষ্টম অধ্যায়

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

২২০। বাজেটের আকার বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। রাজস্ব আহরণকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, (১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্ব, (২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং (৩) করবহির্ভূত রাজস্ব। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মোট রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ যোগান আসবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে। দেশের মোট রাজস্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। রাজস্ব আহরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করাও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম লক্ষ্য। যদিও আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত তুলনামূলক কম, তথাপি অতিমারি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝেও রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা 'স্মার্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড' গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

২২১। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝেও চলতি অর্থবছরে এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সকল ধরনের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। আগামী অর্থবছরের জন্য রাজস্ব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে

আমরা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বাণিজ্য পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখেছি। এছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের বাঁধা সহজে অতিক্রম করা ও যথাযথ রাজস্ব আহরণের স্বার্থে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সাথে, অতিমারি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

২২২। একই সাথে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রস্তুতি গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, প্রতিরক্ষণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী ও ভারী শিল্পের বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, Made in Bangladesh শ্লোগান অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও স্টেকহোল্ডারগণ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এবং আমলে নিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাবসমূহ আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২২৩। ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উত্তরণ ঘটবে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে, দেশের চলমান উন্নয়নকে টেকসই করতে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর বিকল্প নেই। কর জিডিপির অনুপাতের উন্নতি

সাধনের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, মেরামত, সংরক্ষণ বা পরিচালনার জন্য যে সব পণ্য বা উপাদান সংগ্রহ বা ক্রয় করা হবে সেগুলোর কর অব্যাহতি বা রেয়াতি হারের জন্য আবেদন করার পরিবর্তে খাতভিত্তিক প্রদেয় করের (মূসক আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক বা আয়কর) হিসাব করে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই বরাদ্দ থেকে শুল্ক, কর ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে। অপরিহার্য কোন কারণ ব্যতীত আমরা কর অব্যাহতির কোন SRO জারি করা পরিহার করবো। এর ফলে, বাজেট ঘাটতি আশানুরূপভাবে কমে যা বে এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসবে। অব্যাহতি প্রাপ্ত কর আদায় করা হলে, প্রকৃত কর-জিডিপি অনুপাত অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নকে অধিক মাত্রায় ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় স্পিকার

২২৪। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

- বর্তমান বৈশ্বিক সংকট হতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদশিল্পে প্রণোদনা প্রদান;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ইলেকট্রনিক্স, আইসিটি খাত ও ভারী শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;

- Ease of doing business-এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন;
- বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে আমদানি পর্যায়ের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পিকার

২২৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগকে automated এবং digitalized করার মাধ্যমে করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জনগণকে সহজ ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গৃহীত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। কর প্রদানের ক্ষেত্রে চালুকৃত ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট (e-payment) করদাতাগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। e-payment এ অর্থ বিভাগের অটোমেটেড চালান তথা A-Challan ব্যবহার করে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে এবং অফলাইনে তথা Over the Counter (OTC) চালান সম্পন্ন করা যাচ্ছে। করদাতাগণ এখন ব্যাংকে না গিয়ে ঘরেই বসে নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে সরাসরি কর পরিশোধ করতে পারছেন।

২২৬। সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আয়করের ভূমিকা অপরিসীম। এ বিবেচনায় কর হার না বাড়িয়ে বরং ক্ষেত্র বিশেষে কর হার যৌক্তিকীকরণ করে কর ব্যবস্থার সংস্কার, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, e-TIN ধারীদের রিটার্ন প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ তথা স্বেচ্ছা পরিপালনের মাধ্যমে সক্ষম করদাতাগণকে করনেটে আনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগ কর্তৃক Non-filer Company এর রিটার্ন দাখিলের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানি কর্তৃক

দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সঠিকতা নিরূপণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) এর যৌথ উদ্যোগে চালুকৃত Document Verification System (DVS) সফলভাবে চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে করদাতা কোম্পানি কর্তৃক প্রদর্শিত আয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়, Data Pulling, Data Storing এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের System Integration এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে। এই কার্যক্রমের ফলে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ এবং কর ফাঁকি উদঘাটন করে অনাদায়ী কর আদায় করা হচ্ছে। এছাড়াও উৎসে কর কর্তন ও কর সংগ্রহ তদারকির জন্য চালু করা হয়েছে e-TDS সিস্টেম। করদাতাগণ যাতে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন তার জন্য e-filing ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ হয়েছে এবং নতুন করদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ই-টিআইএনধারী করদাতার সংখ্যা ৮৭ লক্ষেরও বেশি। এই অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত করদাতাগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে ৩১ লক্ষ ৭০ হাজার আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন, যার অধিকাংশই ব্যক্তি করদাতা। আয়কর রিটার্ন জমা প্রদান বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি হয়েছে। আয়কর রিটার্ন জমা প্রদানের এই হার বিগত ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রিটার্ন জমা প্রদানের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতার কারণে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায়, এই অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫ লক্ষেরও অধিক আয়কর রিটার্ন জমা পড়বে।

মাননীয় স্পিকার

২২৭। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি সহজীকরণ করে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই আইনকে অধিকতর কার্যকর ও অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে গৃহীত VAT Online Project নামক প্রকল্পের কার্যক্রমও সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশকরণ এ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ভ্যাটের নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিলসহ সকল কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২২৮। বিশ্বব্যাপী কাস্টমস্ ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত International Best Practices-সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি নতুন কাস্টমস্ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। আইনটি পাশের জন্য শীঘ্রই মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। কাস্টমস্ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক আগেই শুরু হয়েছে। কাস্টমস্ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংক, বেপজা, সিসিআইএন্ডই, বিআরটিএ, IATA, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষসহ অনেক স্টেকহোল্ডারের সাথে কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং, মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে। এছাড়া

পেপারলেস কাস্টমস্ ব্যবস্থা চালু এবং Ease of doing Business এ বাংলাদেশের অবস্থান উত্তরণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW), বন্ড ব্যবস্থাপনা সয়ংক্রিয়করণ, অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা, অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে কাস্টমস্ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসুচি বাস্তবায়ন হলে দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাস সম্ভব হবে, যা আমদানি-রপ্তানিতে গতিশীলতা আনবে মর্মে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২২৯। রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন সকল প্রশিক্ষণ একাডেমিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মান উন্নয়ন এবং করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুগোপযোগী করনীতি, দক্ষ কর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়ীসহ সকল স্টেকহোল্ডাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

নবম অধ্যায়

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
প্রস্তাবনা

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

মাননীয় স্পিকার

২৩০। প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর হচ্ছে আয়ের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় একটি কার্যকর কর ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সুফল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মাঝে সঠিকভাবে বন্টন হতে পারে। আয়কর একটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা যেখানে অধিকতর বিত্তশালীদের নিকট হতে রাজস্ব আহরণ করে কম আয়ের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে তা ব্যয় করা যায়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের রাজস্ব চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সমাজের আয় ও সম্পদ বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত মোট রাজস্বের প্রায় ৩৫ ভাগ আয়করের অবদান। করোনা অতিমারির পর বৈশ্বিক যুদ্ধাবস্থা সংকটের মাঝেও রাজস্ব আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশের অধিক যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে। করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক পুনরুদ্ধারের কারণে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ২০২১ সালের শেষভাগ থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বাড়তে থাকে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হতে শুরু করে। অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি মোকাবেলা করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের

জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্বের কোন বিকল্প নেই। প্রস্তাবতি বাজেটে বৃহৎ সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ, নতুন শিল্প ও বাণিজ্যে নীতিসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং সুসংহত ও টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা হয়ছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসীম সাহসী নেতৃত্ব, দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দূরদর্শী অর্থনৈতিক দর্শনের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। এক সময়ের বিশ্বের দরিদ্রতম ১০টি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে শক্তিশালী কর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে করদাতা, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব নীতি এবং কর আইনের যথাযথ প্রয়োগের চর্চা অনুসরণ করা হচ্ছে। এ দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৪২ শতাংশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, কর নেট সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩২। আমি এ পর্যায়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য আয়কর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে এ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৩। কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতা বিশেষ করে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০২০-২১ অর্থবছর হতে অপরিবর্তিত আছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে সম্মানিত করদাতাগণের প্রকৃত আয় (Real Income) হ্রাস পেয়েছে এবং অন্য দিকে করমুক্ত আয়সীমা অপরিবর্তিত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সম্মানিত করদাতাগণের কর প্রদানে স্বাচ্ছন্দতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমি কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতা, বিশেষ করে স্বাভাবিক ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাগণের করমুক্ত আয়সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এতে ব্যক্তি করদাতাদের করভার লাঘব হবে বিধায় করদাতারা নিয়মিতভাবে কর পরিশোধে উৎসাহিত হবেন বলে আশা করা যায়। পুরুষ করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে সর্বনিম্ন করহার ৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ করহার ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। নিম্নের সারণিতে কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ উপস্থাপন করা হলো:

ব্যক্তি করদাতা - করমুক্ত আয়ের সীমা

করমুক্ত আয়ের সীমা	বিদ্যমান ২০২২-২৩	প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ টাকা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ টাকা
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশী।		

ব্যক্তি করদাতা – করহার

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার ২০২২-২৩	প্রস্তাবিত করধাপ	প্রস্তাবিত করহার ২০২৩-২৪
৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকার	১০%	পরবর্তী ৩,০০,০০০/-টাকার	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%	অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%

মাননীয় স্পিকার

২৩৪। বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের অন্যান্য এলাকায় কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর যথাক্রমে ৫ হাজার, ৪ হাজার ও ৩ হাজার টাকা। আমি ন্যূনতম করের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৫। রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বিপরীতে সরকারকে ন্যূনতম কর প্রদান করে সরকারের জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। এ ধরণের অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণ দেশের সক্ষম জনসাধারণের মাঝে সঞ্চারণের লক্ষ্যে করমুক্ত সীমার নিচে আয় রয়েছে অথচ সরকার হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন সকল করদাতার ন্যূনতম কর দুই হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৬। বিত্তশালী ব্যক্তি করদাতাদের নিকট হতে নীট পরিসম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ আদায় করা হয়। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিধানটি কার্যকর রয়েছে। ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আয় ও সম্পদ এর সুষম বন্টন নিশ্চিত করে। সারচার্জ আহরণের বিধান পরিপালন সহজীকরণ এবং মধ্যবিত্তদের করভার লাঘবে এ বছর ব্যক্তি করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে করদাতার সারচার্জ

আরোপের ক্ষেত্রে নূন্যতম সীমা ৩ কোটি হতে ৪ কোটি তে বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ১০ শতাংশ এবং নীট পরিসম্পদের মূল্যমানের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে সারচার্জের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৭। বর্তমানে খাতভিত্তিক অনেকগুলো করপোরেট করহার কার্যকর রয়েছে। করদাতার সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি, ব্যয় এবং বিনিয়োগ আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে লেন-দেনের শর্ত পরিপালনের ভিত্তিতে নন-লিস্টেড কোম্পানিসমূহ এবং ভিন্নরূপে সঙ্গায়িত নয় এমন আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য করযোগ্যসত্তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান করহার ৩০% থেকে ২৭.৫%। অর্থনীতিকে অধিকতর আনুষ্ঠানিক করা এবং এক ব্যক্তি কোম্পানির প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নন-লিস্টেড কোম্পানিসমূহের মতই শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে এক ব্যক্তি কোম্পানির বিদ্যমান করহার ২৫% থেকে ২২.৫%। পরিশোধিত মূলধনের নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তর হলে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য বিদ্যমান করহার ২২.৫% থেকে ২০%। তবে এক্ষেত্রে বার্ষিক নির্ধারিত পরিমাণ নগদ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যতীত সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকার আয় অথবা প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করতে ব্যর্থ হলে করহার ২০% এর জন্য প্রযোজ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানির করহার ২২.৫% এবং একইভাবে শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে করহার ২২.৫% এর জন্য প্রযোজ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানির করহার ২৫%। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতি বছর করপোরেট করহার হ্রাস করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর দেশের কর-জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্য আদায়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সার্বিক বিবেচনায়

করপোরেট করহার এর বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। নিম্নের সারণিতে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নরূপ করপোরেট কর হার প্রস্তাব করছি-

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২২-২৩		প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪
	কর হার	শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার	
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২০%	২২.৫%	অপরিবর্তিত
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২৫%	অপরিবর্তিত
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	২৭.৫%	৩০%	অপরিবর্তিত
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২৫%	অপরিবর্তিত
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত
পাবলিকলি টেট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত
সিগারেট , বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% (+) ২.৫ % সারচার্জ	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২২-২৩		প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪
	কর হার	শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার	
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত
ব্যক্তি-সংঘ, ট্রাস্ট ও ফান্ডের করহার	২৭.৫%	৩০%	অপরিবর্তিত
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য করযোগ্য সত্তার করহার	২৭.৫%	৩০%	অপরিবর্তিত
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ	১৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	অপরিবর্তিত
শর্ত: সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ অবশ্যই ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।			

মাননীয় স্পিকার

২৩৮। বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত অন্যান্য উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের ন্যায় আশাব্যঞ্জক নয়। উন্নত দেশের সোপানে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কর-জিডিপির অনুপাত আরো বৃদ্ধি করা দরকার। দেশে কর প্রদানে সক্ষম এমন বিপুল জনগোষ্ঠীকে করের আওতায় আনতে পারলে কর আহরণের সক্ষমতা ও আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়বে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ইটি আই এন ধারী করদাতার সংখ্যা প্রায় ৮৮ লক্ষ। গতবছরে বাজেট প্রস্তাবনায় কিছু বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বর্তমান অর্থ বছরে রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা গত

অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩২ লক্ষ হলেও এ সংখ্যাটি আশানুরূপ নয়। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন মডেল অনুসরণ করে ব্যক্তি পর্যায়ে নতুন করদাতার মাধ্যমে করনেট সম্প্রসারণের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে Tax Return Preparer (TRP) বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করছি। আমরা আশা করছি, Tax Return Preparer এর মাধ্যমে ই-রিটার্ন প্ল্যাটফর্মে আয়কর রিটার্ন দাখিলপূর্বক এই বছরে আমরা টিআইএনধারী করদাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক নতুন রিটার্ন দাখিল করাতে সক্ষম হব।

মাননীয় স্পিকার

২৩৯। বর্তমান সরকারের অনুসৃত কর নীতি হচ্ছে কর ভিত্তির সম্প্রসারণের পাশাপাশি করহার ক্রমাগত যৌক্তিকীকরণ করা। এ নীতির পরিপালন হিসেবে রাজস্ব আদায়ের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং ব্যবসায় সমতামূলক প্রতিযোগিতা আনয়নের ক্ষেত্রে আমি বাজেটে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

ক) রাজউক ও সিডিএ-এর আওতাধীন এবং এর বহির্ভূত এলাকায় জমি রেজিস্ট্রেশনকালে যৌক্তিকভাবে উৎসে কর হার বৃদ্ধি করা;

খ) কর প্রত্যর্পণ কমাতে স্টীল উৎপাদনের কাঁচামাল ম্যাঙ্গানিজ আমদানিতে উৎসে করহার যৌক্তিকীকরণ করা;

গ) স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ৩৩ হতে ৫০০ কেভি ক্যাবল সরবরাহে উৎসে করহার যৌক্তিকীকরণ করা;

মাননীয় স্পিকার

২৪০। বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীল যুদ্ধাবস্থার কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী অর্থবছরে আমাদেরকে কঠিন

পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদেরকে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। অর্থনীতিতে জনসাধারণের মাঝে অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ কমিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস আনয়ন এবং রাজস্ব যোগানে নতুন খাত সৃজনের জন্য আমি ভ্রমণ করের হার বিভিন্ন ধরণ ভিত্তিক বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। এতে এক দিকে আমাদের অধিক পরিমাণে রাজস্ব যোগান হবে এবং অন্য দিকে অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ হ্রাস পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

মাননীয় স্পিকার

২৪১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নত বিশ্বের সোপানে অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে মিল রেখে সরকার আয়কর আইনের সর্বোত্তম চর্চা ক্রমান্বয়ে অনুসরণের নীতি গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উন্নত বিশ্বে প্রচলিত জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাতে করভার আরোপের ধারণা হতে এবং দেশের পরিবেশ দূষণ হ্রাস করার উদ্যোগ হিসেবে একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিসি বা কিলোওয়াটভিত্তিক পরিবেশ সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪২। ‘প্রত্যক্ষ করব্যয়’ (Direct Tax Expenditure) বলতে রেয়াত, ছাড়, অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে করারোপ এবং মোট করযোগ্য আয় পরিগণনা হতে আয় বাদ দেয়াকে বোঝায়। এটি এক ধরনের কর ভর্তুকি। অর্থাৎ এই ভর্তুকি যদি কর হিসেবে আহরিত হতো তাহলে মোট আহরিত করের সাথে এটি যুক্ত হতো এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি হতো। সরকারের অন্যান্য ভর্তুকির সাথে

করব্যয়ও মোট ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, 'প্রত্যক্ষ করব্যয়' এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রণোদনা, সামাজিক সাম্যাবস্থা ও শিল্প সহায়তার সাথে সাথে সামগ্রিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ের বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক 'প্রত্যক্ষ করব্যয়' প্রাক্কলন করেছে, যা আয়কর বিভাগের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জনকৃত।

২৪৩। ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য উক্ত 'প্রত্যক্ষ করব্যয়' এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর্পোরেট পর্যায়ে ৮৫,৩১৪ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৪০,৪৯৯ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য এই 'প্রত্যক্ষ কর ব্যয়' মোট জিডিপি এর ৩.৫৬%। ২০২৩-২৪ এর প্রক্ষেপিত মোট জিডিপি আকার বিবেচনায় নিয়ে চলমান অর্থবছরে প্রক্ষেপিত 'প্রত্যক্ষ করব্যয়' এর মোট পরিমাণ হবে ১,৭৮,২৪১ কোটি টাকা। এর সাথে প্রাক্কলিত ভর্তুকির পরিমাণ যোগ করলে মোট ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৮৯,২২৮ কোটি টাকা।

এক নজরে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রত্যক্ষ করব্যয়

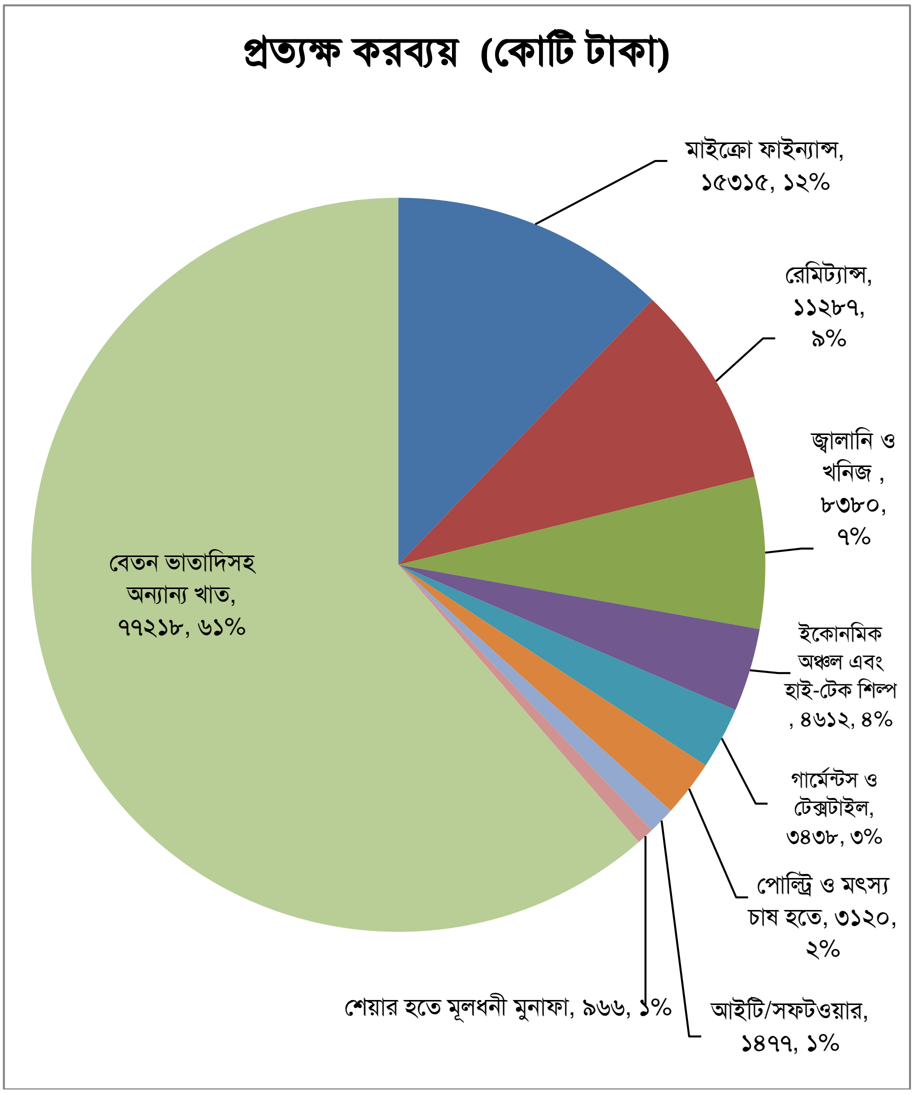

মাননীয় স্পিকার

২৪৪। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে আয়কর আরোপ, আদায়, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা Income-tax Act, 1922 এর মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। ১৯৮৪ সালে Income-tax Act, 1922 এর সংস্কারের মাধ্যমে Income-tax Ordinance, 1984 প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হয়, যা অদ্যাবধি চলমান। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত 'Income-tax Ordinance, 1984' এর পরিবর্তে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিক করে বাংলা ভাষায় আয়কর আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনের ইংরেজিতে প্রণীত বিধানসমূহের বিষয়বস্তু সহজ সরল বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতা (Discretionary Power) যথাসম্ভব হ্রাস করার পাশাপাশি প্রস্তাবিত আইনে হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি, অবচয় ও অ্যামরটাইজেশনের নিয়মাবলি, মূলধনি লাভ সংক্রান্ত বিধানাবলি, স্পর্শাতীত পরিসম্পদ হতে আয় (Income from Intangible Assets), Transfer Pricing, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধানাবলি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবসা ও বিনিয়োগ সহজীকরণের (Ease of doing business) লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনে উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত ২৯টি রিটার্ন ও বিবরণী দাখিলের পরিবর্তে প্রস্তাবিত আইনে মাত্র ১২টি রিটার্ন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। কর পরিপালন সহজীকরণে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল, রিটার্ন প্রসেস ও রিটার্ন অডিট সংক্রান্ত বিধানাবলির আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ এবং Earnings striping rule অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পিকার

২৪৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি তথা কর-জিডিপির অনুপাত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে কর-জিডিপির অনুপাত অন্যান্য উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের ন্যায় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। কর-জিডিপির অনুপাত কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে মূসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পরোক্ষ কর ব্যবস্থা। জাতীয় রাজস্ব আয়ের সব চাইতে বড় অংশ মূসক খাত হতে আহরিত হয়ে থাকে। আপনি জানেন, কোভিড অতিমারি পরবর্তী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে বিরুপ প্রভাব ফেলছে, সে কারণে আর্থসামাজিক উন্নয়ন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার সংগ্রামে দেশীয় শিল্প বিকাশের বিকল্প নেই। এ বিষয়টিও এবারের বাজেট প্রণয়নে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসকল পর্যালোচনার অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর খাতেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূসক এর আওতা বৃদ্ধি, কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন, আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন, দেশীয় শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, LDC গ্রাজুয়েশন পরবর্তীতে স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা বিবেচনায় প্রণোদনার ক্ষেত্র যৌক্তিকীকরণসহ মূসক আইন ও বিধি সহজীকরণ- এই বিষয়গুলো বাজেট প্রণয়নের মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে মূল্য সংযোজন কর খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৬। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

ক) আইনে "উপকরণ", "উৎপাদ কর", "কর ভগ্নাংশ", "প্রতিনিধি", "রপ্তানি", এবং বিধিমালাতে "টার্নওভার কর সনদপত্র", "ব্যাংক হিসাব" ও "মূসক নিবন্ধন সনদপত্র" এর সংজ্ঞা সংশোধনের প্রস্তাব করছি;

খ) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত সেবার বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের শর্তটি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য এ সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংক এবং ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, চালান হিসেবে গণ্যকরণে সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

গ) আংশিক উপকরণ কর রেয়াত সম্পর্কিত বিধান যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঘ) কতিপয় পণ্য (যেমন: ঔষধ) স্থানীয় সরবরাহের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত পণ্যের বিপরীতে সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত না থাকায় রপ্তানিতে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। ফলে, ফেরত দাবির উদ্ভব হয়। উক্ত সম্পূরক শুল্ক ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী অন্তত ছয় মাস জের টানার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যা অনেক

ক্ষেত্রেই ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি করে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে জের টানা ব্যতিরেকে সম্পূরক শুল্ক ফেরত প্রদানের বিধান সংযোজনসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঙ) বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও পৃথকভাবে শুনানি গ্রহণ করতে হয়। এতে প্রায়োগিক জটিলতার পাশাপাশি সময়ক্ষেপণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাই কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) একইসাথে করার লক্ষ্যে আইন ও বিধির সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি। এতে কর নির্ধারণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হলে জরিমানা আরোপের জন্য পুনরায় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও শুনানী গ্রহণ করতে হবেনা। এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিধানসমূহ অধিকতর সহজীকরণ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

চ) ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধান অধিকতর স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ছ) সম্পূরক শুল্ক ফেরত গ্রহণের আবেদন দাখিলের সময় Proceed Realization Certificate - PRC পেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে PRC পাওয়া যায়না বিধায় আবেদন দাখিল করা সম্ভব হয়না। এ জটিলতা নিরসনকল্পে আবেদন দাখিলের সময় PRC দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিত করে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় বা রেয়াত গ্রহণের ব্যর্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দাখিলপত্রে সংশোধন আনয়ন করা যাবেনা- এরূপ বিধান

সন্নিবেশপূর্বক দাখিলপত্র সংশোধন সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঝ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিমালায় কতিপয় অস্পষ্টতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঞ) "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" এর সংজ্ঞায় শুধুমাত্র রিটেইল ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে, যেখানে মার্কেট প্লেসের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাই, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" এর সংজ্ঞায় "মার্কেট প্লেস" এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ট) কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা তার আওতাধীন কর্মকর্তাগণকে অর্পণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সাথে কতিপয় ক্ষেত্রে মূসক বিধিমালার বিধানসমূহ সাংঘর্ষিক হওয়ায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঠ) বর্তমানে ষ্টিভেডরিং নামীয় কোন কার্যক্রম না থাকায় আইনের প্রথম তফসিল হতে তা বিলুপ্তকরণের প্রস্তাব করছি;

ড) আইনের দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী পেইন্টস এর উপর সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। মাঠপর্যায়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণ ও স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে পেইন্টস্ শব্দের পরিবর্তে পেইন্টস্ (প্রাইমারসহ) প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করছি;

(ঢ) করণিক ত্রুটি সংশোধনের নিমিত্ত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এবং কতিপয় প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি; এবং

ন) পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার আওতায় কতিপয় ফরমে সংশোধনী আনয়ন ও ক্ষেত্রবিশেষে নতুন ফরম সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৭। মূল্য সংযোজন কর আদায় কার্যক্রমে তদারকি নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিধির নিম্নোক্ত সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করছিঃ

ক) কমিশনার হতে রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যন্ত বিদ্যমান ন্যায় নির্ণয়ন সংশ্লিষ্ট বিধান যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

খ) আইনের সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকিং মাধ্যমের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ না করার কারণে সমন্বয় সংক্রান্ত বিধান সংযোজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি; এবং

গ) তল্লাশি ও জব্দকরণ প্রক্রিয়ার পর দলিলাদি যাচাইবাছাই করে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ০৩ (তিন) কার্যদিবসের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস বর্ধিতকরণ এবং তদ্‌পরবর্তীতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিশনার বা মহাপরিচালক কর্তৃক তার বিবেচনায় অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন সময়সীমা বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও প্রায়োগিক জটিলতা নিরসনে এ সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৮। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি মহান জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি:

ক) বল পয়েন্ট পেন এর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি;

খ) সফটওয়্যার এর উৎপাদন পর্যায়ে ও কাস্টমাইজেশন সেবার উপর ৫ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি;

গ) পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সমুদয় মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করে ৫ শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

ঘ) Iron or steel (LPG Cylinder) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণপূর্বক আলোচ্য রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

ঙ) মোবাইল ফোনের উৎপাদক কর্তৃক স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ০ (শূণ্য) শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ, সংযোজন পর্যায়ে যথাক্রমে ৩ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের কতিপয় শর্ত যৌক্তিকীকরণ ও নতুন শর্ত সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

চ) প্লাস্টিকের তৈরি সকল ধরনের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, গৃহস্থালী সামগ্রী, হাইজেনিক ও টয়লেট সামগ্রীসহ অনুরূপ যে কোন পণ্য (টিফিন বক্স ও পানির বোতল ব্যতীত) এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ছ) কিচেন টাওয়াল (২৪-২৬ জিএসএম), টয়লেট টিস্যু (১৮-২৪ জিএসএম), ন্যাপকিন টিস্যু (২০-২৪ জিএসএম), ফেসিয়াল টিস্যু/পকেট টিস্যু (১২-১৬ জিএসএম), হ্যান্ড টাওয়াল/পেপার টাওয়াল/ক্লিনিকাল বেড শিট এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

জ) অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী তৈজষপত্র, সেনিটারিওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি এবং

ঝ) সানগ্লাস (প্লাস্টিক ও মেটাল ফ্রেমযুক্ত) এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৯। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত খাতসমূহে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান ও বহাল রাখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব পেশ করছিঃ

ক) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর এবং তা উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য

ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

খ) ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন এর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমূদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

গ) ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেক্ট্রিক কেটলি, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার এবং প্রেসার কুকার এর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপনীয় সমূদয় মূল্য সংযোজন কর (আগামকর সহ) ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন এবং তথ্য-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রিন্টার, টোনার কার্টিজ/ইনকজেট কার্টিজ, কম্পিউটার প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, AIO, ডেস্কটপ, নোটবুক, নোটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, কিবোর্ড, মাউস, বারকোড বা কিউআর স্ক্যানার, ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে, র‌্যাম, পিসিবিএ বা মাদারবোর্ড, মোবাইল ফোনের চার্জার ও ব্যাটারি, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, মডেম, নেটওয়ার্ক ডিভাইস বা হাব, স্পিকার, সাউন্ড সিস্টেম, ইয়ারফোন বা হেডফোন, এসএসডি বা পোর্টেবল এসএসডি, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ, মাইক্রো এসডি কার্ড, ফ্লাশ মেমরি কার্ড, সিসিটিভি, মনিটর (২২" এর অধিক নয়), প্রজেক্টর,

Printed Circuit Board, ইরাইটিং প্যাড, ইউএসবি ক্যাবল বা ডাটা ক্যাবল, ডিজিটাল ওয়াচ, বিভিন্ন ধরণের Loaded PCB এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি; এবং

ঙ) স্থানীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এবং Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫০। ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ অধিকতর সহজীকরণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে করভার লাঘব করার লক্ষ্যে আরো কিছু প্রস্তাব এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

ক) "অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল" এর উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান এবং এ অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

খ) "হাতে তৈরি বিস্কুট" এর অব্যাহতি সীমা প্রতি কেজি ১৫০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা এবং "কেক (পার্টিকেক ব্যতীত)" এর অব্যাহতি সীমা প্রতি কেজি ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

গ) মিষ্টান্ন ভাণ্ডার সেবা হতে কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এ খাতে বলবৎ ১৫ শতাংশ মূসক হার হ্রাসপূর্বক ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঘ) “কৃত্রিম আঁশের তৈরি কাটা ফেব্রিক্স এবং নষ্ট টুকরা (এক মিটারের বেশী দীর্ঘ নয়)”, “বাংলাদেশ স্ট্যান্ডর্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর নিকট নমুনা হিসেবে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ফেব্রিকস (তিন বর্গমিটারের নীচের আকৃতির)”, এবং “Taps and Braids” এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি; এবং

ঙ) পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য Coconut/Copra Waste এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫১। ব্যবসাবাণিজ্য সহজীকরণ ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছিঃ

i) কৃষি কার্যে ব্যবহৃত রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ড্রায়ার, সকল প্রকার স্প্রেয়ার মেশিন, পটেটো প্লান্টার;

ii) আমদানিকৃত সকল ধরনের Container;

iii) সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হতে সুপেয় পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত Solar power operated water distillation Plant;

iv) নিবন্ধিত এয়ারলাইন্স কর্তৃক আমদানিকৃত Aircraft Engine, Turbo Jet এবং উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ।

মাননীয় স্পিকার

২৫২। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ন্যাপকিন ও ডায়াপারের স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (আগামকর ব্যতীত) ও সম্পূরক শূল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিকরণের প্রস্তাব করছি; এবং

খ) ম্যালেরিয়া ও যক্ষা নিরোধক ঔষধ এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৩। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

ক) সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৪৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৮ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এছাড়া মধ্যম স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৬৭ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১১৩ টাকা ও তদুর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১৫০ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধান/প্রজ্ঞাপনসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

খ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ির পঁচিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৮ টাকা, বারো শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৯ টাকা ও আট শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। ফিল্টার

সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯ টাকা ও দশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি; এবং

গ) প্রতি দশ গ্রাম জর্দার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণসহ সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় ভ্যাটের নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিলসহ সকল কার্যক্রম এখন যে কোন স্থান হতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন করা যায়। ইতোমধ্যে শতভাগ নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং অধিকাংশ রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হচ্ছে। বর্তমানে E-payment ও A-Challan এর মাধ্যমে অনলাইনে ভ্যাটের রাজস্ব জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সম্মানিত ভ্যাট প্রদানকারী, ভ্যাট আদায়কারী এবং ভ্যাট কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে Electronic Fiscal Device (EFD)/Sales Data Controller (SDC) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, মূসক এর আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রেভিনিউ শেয়ারিং পদ্ধতিতে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে EFD/SDC স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অতি শ্রীঘ্রই উক্ত চুক্তি অনুযায়ী EFD/SDC স্থাপন

শুরু করা হবে। উল্লেখ্য, কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্ষমতা বিবেচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত অব্যাহতি সুবিধা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মূসক আদায়ে কাঙ্খিত সফলতা আসবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে মূল্য সংযোজন কর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর

মাননীয় স্পিকার

২৫৫। উন্নয়নশীল দেশে রুপান্তরিত হওয়ার অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ, রপ্তানিমুখী শিল্পের বহুমুখীকরণে সহায়তা, দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Made in Bangladesh এর স্লোগানকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর অব্যাহতি ও কর সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের বিদ্যমান শুল্ক হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করতে হবে। দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, Anti Export Bias কমানো এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের সঙ্গে PTA/FTA স্বাক্ষর করার জন্য Tariff Rate ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী প্রভাব মোকাবেলায় সহায়ক হবে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকট বাংলাদেশের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের কারণে সকল ধরনের পণ্যের

আমদানি হ্রাস ইতোমধ্যে রাজস্ব আদায়ের স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করেছে। বিদ্যমান এ বাস্তবতায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে এবং দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৬। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

- আগামী ২০২৬ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সুযোগ কাজে লাগানো এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পে প্রণোদনা;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ইলেকট্রনিক্স, আইসিটি খাত ও ভারী শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে আমদানি পর্যায়ের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৭। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তরবিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন প্রায় সব পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তরবিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

LDC Graduation and Tariff Rationalization:

মাননীয় স্পিকার

২৫৮। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পাশাপাশি World Trade Organization (WTO) এর বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য কিছুক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস এর কতিপয় পণ্যের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ (Tariff Rationalization) করতে হবে। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের অন্যতম শর্ত হল বর্তমানে বলবৎ ন্যূনতম ও ট্যারিফ মূল্য এবং রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা। উল্লিখিত বিষয়গুলি বাস্তবায়নে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

২৫৯। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ অংশ হিসেবে বিগত অর্থবছরগুলোর

ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে-

- ৩৫টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি
- ৯টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করার সুপারিশ করছি
- ৬টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নতুন করে নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে জারকৃত ন্যূনতম মূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করার সুপারিশ করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ১)।

২৬০। রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করার অংশ হিসেবে আগামী অর্থবছরে শুল্ক কর হ্রাসের জন্য কিছু পণ্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হচ্ছে-

- সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত নয় এবং বিলাসী পণ্য নয়,
- নির্বাচিত পণ্যের আমদানি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ তৈরি করবে না,
- পণ্যসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশে উৎপাদিত হয় না,
- শুল্ক হ্রাস সত্ত্বেও দেশীয় উৎপাদিত পণ্য আমদানিকৃত সমরূপ পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে,
- সংস্কৃতিগত বা বিভিন্ন কারণে নির্বাচিত পণ্যসমূহের দেশে চাহিদা নেই, ইত্যাদি।

সে প্রেক্ষাপটে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে –

- ২৩৪টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি; এবং
- ১৯১টি পণ্যের রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ২)।

২৬১। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তাবসমূহের খাতভিত্তিক বিবরণ আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

(ক) কৃষিখাত:

মাননীয় স্পিকার

২৬২। কৃষি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্যদ্রব্যের আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা এবং অন্যান্য নিত্যসামগ্রী আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক-করভার স্থিতাবস্থায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও এ খাতের অন্যান্য প্রস্তাব নিম্নরূপভাবে পেশ করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৩)।

২৬৩। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে কাজু বাদাম উৎপাদিত হচ্ছে এবং উৎপাদিত কাজু বাদামকে প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত কারখানা গড়ে উঠেছে। তাই স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য খোসা ছাড়ানো কাজু বাদাম (Cashew Nuts Shelled) এর আমদানিতে সর্বমোট করভার ১৫.২৫% হতে বৃদ্ধি করে ৪৩% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৬৪। Fortified এবং Non Fortified Basmoti Rice এর আমদানিতে

মূসক হারে পার্থক্য রয়েছে। শুল্ক ফাঁকি ও মিথ্যা ঘোষণা রোধে শুল্ক করভার এর সমতা বিধান করার জন্য Non Fortified Basmoti Rice এর আমদানিতে ১৫% মূসক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

২৬৫। Nuts এবং Processed Nuts এর আমদানিতে আরোপিত শুল্ক করহারে পার্থক্য রয়েছে। শুল্ক করভার এর সমতা বিধান করার জন্য Processed Nuts এবং সমজাতীয় Processed Fruits এর আমদানিতে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

২৬৬। আমদানি পর্যায়ে বর্তমানে তাজা খেজুর এবং শুকনো খেজুরের উপর আরোপিত মোট করভারে পার্থক্য রয়েছে। তাই সকল ধরনের খেজুরের আমদানি পর্যায়ে সর্বমোট করভার বৃদ্ধিপূর্বক শুল্ক-কর হার এর সমতা বিধানের প্রস্তাব করছি। অর্থাৎ, উভয় ধরণের খেজুর আমদানিতে আমদানি শুল্ক ২৫% এবং ১৫% মূসক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

(খ) স্বাস্থ্য খাত:

মাননীয় স্পিকার

২৬৭। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিগত বছরগুলোর মত এবারও কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৪)।

২৬৮। এছাড়াও, ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা আরো সুলভ করার উদ্দেশ্যে ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের আরো একশত (১০০)টি কাঁচামাল বিদ্যমান ক্যান্সারের ঔষধের কাঁচামাল সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব

করছি।

২৬৯। IV Cannula উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান Silicon Tube। তাই রেয়াতি সুবিধায় উক্ত পণ্যটি আমদানির সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

২৭০। ডায়াবেটিক ম্যানেজমেন্ট এ অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার্য তিন (০৩)টি কাঁচামাল বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

২৭১। তামাক জাতীয় পণ্য যেমন তরল নিকোটিন, transdermal use nicotine ইত্যাদি পণ্যগুলি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় উক্ত পণ্যের বিপরীতে ১৫০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

২৭২। Electronic cigarettes and similar personal electric vaporizing devices পণ্যটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। উক্ত পণ্য এবং এর পার্টস এর শুল্ক হার সমান নয়। সুতরাং এই পণ্যটির পার্টস এর শুল্কহার বৃদ্ধিপূর্বক মূল পণ্যের সমান অর্থাৎ ২১২.২০% করার প্রস্তাব করছি।

(গ) শিল্প খাত:

মাননীয় স্পিকার

২৭৩। কর্মসংস্থান সৃজন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে শিল্পখাতের সম্ভাব্য প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের বহুমুখী প্রসারের কৌশল হিসেবে বিভিন্ন উপখাতের জন্য শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধির নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৫)।

(১) লিফট ও Escalator শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৭৪। বর্তমানে কিছু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান লিফ্‌ট উৎপাদন শুরু করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্থায় আমদানিকৃত Lift and skip hoists আমদানিতে ৫% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। দেশে ভারী শিল্পের প্রসারের স্বার্থে Lift and skip hoists পণ্যটি আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও কাঁচামাল সংক্রান্ত উক্ত রেয়াতি প্রজ্ঞাপনটির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।

২৭৫। Escalator নামীয় পণ্যটি মূলধনী যন্ত্রপাতি নয় বিধায় এর আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে পণ্যটি মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন হতে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি।

(২) সিমেন্ট শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৭৬। Cement Clinkers আমদানিতে বর্তমানে টন প্রতি মাত্র ৫০০ টাকা আমদানি শুল্ক বলবৎ রয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে একই হারে বিদ্যমান। বর্তমানে সিমেন্ট উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে Cement Clinker নামীয় পণ্যটির বিদ্যমান Specific rate of duty প্রতি মে.টন ৫০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৭০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য উক্ত Specific rate of duty প্রতি মে.টন ৭৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৯৫০ টাকা করার প্রস্তাব করছি।

(৩) পর্যটন শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৭৭। বর্তমানে দেশে বৃহৎ আকারের এবং উন্নতমানের হোটেল গড়ে উঠেছে। হোটেল শিল্পকে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য প্রায় এক দশক আগে হোটেল নির্মাণ সংশ্লিষ্ট রেয়াতি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ সুবিধায় ইতোমধ্যে অনেক হোটেল গড়ে ওঠায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে এ খাতে শুল্ক কর অব্যাহতি চলমান রাখা অপ্রয়োজনীয় মর্মে প্রতীয়মান। তাই বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

(৪) Software শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৭৮। কিছু সংখ্যক Software আমদানিতে ৫% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ Software এর বিপরীতে ২৫% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। তাই দেশীয় সফটওয়্যার শিল্পের প্রতিরক্ষণের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে Software এর আমদানিতে একই হারে আমদানি শুল্ক ২৫% ও মূসক ১৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

(৫) ইলেকট্রিক প্যানেল শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৭৯। স্থানীয়ভাবে ইলেকট্রিক প্যানেল তৈরির অনেকগুলি কারখানা দেশে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে স্বল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট Electric Panel আমদানিতে ১% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে

Electric Panel এর আমদানি শুল্ক ১% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করার প্রস্তাব করছি।

(৬) ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদন শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৮০। বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে Electric Motor উৎপাদিত হচ্ছে। উক্ত শিল্পকে প্রতিরক্ষণের স্বার্থে Electric Motor এর Parts এর জন্য নতুন দুইটি এইচ এস কোড সৃজন করে নতুন কর কাঠামো নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

(৭) স্থানীয় বাইসাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৮১। স্থানীয় বাইসাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসেবে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ স্প্রোকেট ও ফ্রি হুইল উৎপাদন করে থাকে। তাই Free-wheel sprocket-wheels of bicycle সহ এ জাতীয় কতিপয় বাইসাইকেল পার্টস এর আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যায়।

(৮) স্থানীয় Opal Glassware উৎপাদনকারী শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৮২। শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এ Opal Glassware উৎপাদনকারী শিল্প ব্যতীত অন্যান্য সমরূপ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় Opal Glassware

উৎপাদনকারী শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সমুখীন হচ্ছে। তাই বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের বর্ণনা সংশোধন করে স্থানীয় Opal Glassware উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা যায়।

(৯) স্থানীয় মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৮৩। সেলুলার ফোন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটির কার্যকারিতা ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। প্রজ্ঞাপনটির কার্যকারিতা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

২৮৪। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশও বাজারে আসছে। নতুন ভাবে আসা যন্ত্রাংশ বিভিন্ন নামে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই রেয়াতি সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কতিপয় যন্ত্রাংশ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

২৮৫। এছাড়া শুল্কায়নে জটিলতা নিরসনকল্পে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে কতিপয় শর্ত সংযোজন পূর্বক প্রজ্ঞাপন সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

(১০) টেক্সটাইল শিল্প খাত:

মাননীয় স্পিকার

২৮৬। স্থানীয় টেক্সটাইল শিল্পকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে নতুন H.S. Code সংশ্লিষ্ট কতিপয় যন্ত্রাংশ সংযোজন এবং কিছু পণ্যের বর্ণনা সংশোধনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

(১১) অন্যান্য শিল্প:

মাননীয় স্পিকার

২৮৭। Sandwich panel পণ্যটি মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে রেয়াতি সুবিধায় মাত্র ১% আমদানি শুল্ক পরিশোধ করে আমদানির সুযোগ রয়েছে। অথচ পণ্যটি কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি নয়। এছাড়াও দেশে প্রচুর পরিমাণে এই পণ্যটি তৈরি হচ্ছে। তাই দেশীয় উৎপাদন উৎসাহিত করতে পণ্যটির আমদানি শুল্ক ১% হতে বৃদ্ধি করে ৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে পণ্যটিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন হতে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

২৮৮। স্থানীয়ভাবে সুইচ/সকেট উৎপাদন শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু দেশীয় এ সকল পণ্য নিম্নমানের আমদানি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। এই শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য উক্ত শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারী করার প্রস্তাব করছি।

২৮৯। দেশে বর্তমানে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্থানীয় কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপাদন শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে কতিপয় কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করা এবং কতিপয় পণ্যের এইচ এস কোড ও বর্ণনা সংশোধন করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও Proximity cards and tags নামীয় পণ্যটি কম্পিউটারজাতীয় কোন সামগ্রী না হওয়ায় উক্ত পণ্যটি কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এর টেবিল হতে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

২৯০। দেশে বর্তমানে BOPP Film উৎপাদনের কারখানা গড়ে উঠেছে। উক্ত পণ্যের আমদানি পর্যায়ের শুল্ক হার কম থাকায় স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য আমদানিকৃত পণ্যের সাথে বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই উক্ত পণ্যের আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৯১। Microwave ovens এবং অন্যান্য ধরণের Oven এর আমদানিতে মোট করভারের পার্থক্য থাকায় সকল প্রকার Oven এর আমদানিতে একই করভার ৮৯.৩২% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৯২। স্থানীয়ভাবে এলপিজি সিলিন্ডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিগত ১২ (বারো) বছর ধরে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি হারে সুবিধা ভোগ করে আসছে। তাই রাজস্ব আহরণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনটি হতে বিভিন্ন Steel sheet এবং Welding wire নামীয় পণ্যসমূহ বিলুপ্ত করা এবং প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।

২৯৩। আমদানি রপ্তানি কাজে কনটেইনার ব্যবহৃত হয়। এ খাতে দেশীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল কনটেইনার এর সর্বমোট করভার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, উভয় ধরণের কন্টেইনারের আমদানি শুল্ক হার একই অর্থাৎ ১৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে উভয় ক্ষেত্রেই সর্বমোট করভার হবে ২০%।

২৯৪। Aircraft Engine এবং Turbo-jet Engine এর আমদানি পর্যায়ে সর্বমোট করভার এর পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং শুল্কায়নের জটিলতা নিরসনকল্পে করভার সমহারে সমন্বয় করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৯৫। Titanium Dioxide যুক্ত Master Batch এবং Calcium Carbonate যুক্ত Master Batch এর আমদানিতে মোট করভারে পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় শুল্কায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। ফলে Calcium Carbonate যুক্ত Master Batch এর আমদানিতে Titanium Dioxide যুক্ত Master Batch এর সমান করভার অর্থাৎ ৪৩% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৯৬। তৈরি Goggles এর আমদানি শুল্ক হার ২৫% হলেও এর পার্টস এর আমদানি শুল্ক মাত্র ৫%। তাই রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে Spectacles or Goggles Parts এর আমদানি শুল্ক ৫% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

২৯৭। সকল প্রকার ফেইস ওয়াশ এর আমদানিতে মোট করভারের পার্থক্য থাকায় মিথ্যা ঘোষণা ও শুল্ক ফাঁকির প্রবণতা রোধে উক্ত সকল পণ্যের আমদানিতে রেগুলেটরি ডিউটি ২০% আরোপপূর্বক এবং একই করভার ৮৯.৩২% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৯৮। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরণের পণ্যের উপর বিদ্যমান শুল্ককর ভার অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পণ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- কতিপয় Adhesive/Glue এর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি।
- বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত সিগারেট পেপার এর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫০% করার প্রস্তাব করছি।

- শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত Terephthalic Acid, Ethylene Glycol, Hot rolled stainless steel in coil এর বিদ্যমান আমদানি পর্যায়ের মূসক ১৫% হতে হ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয় শিল্পকে অধিকতর সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে স্যান্ড পেপার/এব্রেসিভ ক্লথ এর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৯৯। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন মোতাবেক PHC/SPC/PC Pile and SPC Pole নামীয় পণ্য রেয়াতী হারে আমদানির সুযোগ থাকায় দেশীয় উক্ত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই উক্ত সুযোগ বারিত করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে টাইলস এবং কনজিউম্যাবল পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত এ জাতীয় পণ্য উক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী হারে আমদানি করার সুবিধা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

৩০০। আইনী জটিলতা নিরসনকল্পে ইপিজেড এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০১। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে এলইডি ল্যাম্প/এনার্জি সেভিং ল্যাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য পৃথক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপন এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০২। পোল্ট্রি, ডেইরি ও ফিস ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে Shrimp Hatchery Association of Bangladesh (SHAB) কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং অংশীজনদের সুপারিশের ভিত্তিতে বর্ণিত প্রজ্ঞাপন এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০৩। শুল্কায়নের জটিলতা নিরসনে স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০৪। স্থানীয়ভাবে মোল্ড (Mould) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা ভোগ করে আসছে। সমরূপ পণ্য ডাই (Die) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে একই সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

বিদ্যমান যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা সংশোধনপূর্বক নতুন বিধিমালা জারি:

মাননীয় স্পিকার

৩০৫। যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১০) মোতাবেক একজন যাত্রী বিদেশ হতে আগমনকালে ২৩৪ গ্রাম ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করতে পারেন। দেশে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উক্ত স্বর্ণের পরিমাণ ২৩৪ গ্রাম এর পরিবর্তে ১১৭ গ্রাম করার প্রস্তাব করছি। একইসাথে, উক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড বহণ করলে শাস্তির বিধান সুস্পষ্ট না থাকায় তা বাজেয়াপ্তকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাগেজ বিধিমালা সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০৬। বর্তমানে ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় একজন যাত্রী বিদেশ হতে আগমনকালে স্বর্ণবার বা স্বর্ণ পিন্ড আনয়নের ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম স্বর্ণের জন্য সর্বমোট ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা শুল্ক-কর পরিশোধ করে থাকেন। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম স্বর্ণের জন্য সর্বমোট ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা শুল্ক-কর পরিশোধ করার বিধান করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৬)

কতিপয় প্রজ্ঞাপন ও আদেশ জারী, সংশোধন ও বাতিল:

৩০৭। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা বেজা'র বিনিয়োগকারীদের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও নির্মাণ সামগ্রী শুল্কমুক্তভাবে আমদানি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে নির্মান সামগ্রী আমদানিতে জটিলতা নিরসনের প্রস্তাব করছি।

৩০৮। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনটি আরো ব্যবসাবান্ধব করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০৯। শুল্কায়নের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের লক্ষ্যে রেয়াতি হারে উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩১০। বিনোদন পার্ক সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন এ কতিপয় Amusement Ride অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে উক্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে জারী করার প্রস্তাব করছি।

৩১১। রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনায় অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণে এবং আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে

কতিপয় পণ্যের বিপরীতে বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ/হ্রাস/অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন বাতিল করে নতুনভাবে জারি করার প্রস্তাব করছি।

৩১২। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য কয়লা আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩১৩। স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্প কর্তৃক Limestone আমদানিতে H.S. Code জটিলতার কারণে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। স্থানীয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসেবে Broken Dolomite ও আমদানি করা হয়। তাই বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূর্বের করভার অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে Limestone এর পাশাপাশি Dolomite কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

৩১৪। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ এ বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হবে। উক্ত কাস্টমস ট্যারিফ অনুযায়ী বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, আদেশ, বিধি, নীতিমালা, করণিক ত্রুটি, ব্যাখ্যাপত্র ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা সংক্রান্ত:

মাননীয় স্পিকার

৩১৫। পেট্রোলিয়াম এবং এর উপজাতসমূহের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় বিধায় এর মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে উক্ত পণ্যসমূহের ট্যারিফ ভ্যালু এবং ন্যূনতম মূল্য বাতিল করে specific duty আরোপ করার প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৭)।

মাননীয় স্পিকার

Customs Act, 1969 এর সংশোধন:

৩১৬। কাস্টমস আইনকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে লেজিসলেটিভ বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত নতুন কাস্টমস আইনের প্রদত্ত মতামতের উপর বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম চলছে। বিদ্যমান Customs Act, 1969 এর মাধ্যমে পণ্যের দ্রুত খালাস, বন্ড ব্যবস্থার যথোপযুক্ত ব্যবহার, শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের শুল্কমুক্ত, শুল্ক পরিশোধিত ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত কাঁচামালের হিসাব সঠিকভাবে রাখা, হোম কনজাম্পশন বন্ডের ক্ষেত্রে দেশীয় ভোগের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক কর প্রদানের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করা, ২০২২ সনে নতুনভাবে প্রণীত বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ কে Customs Act এ অন্তর্ভুক্তকরণ, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য নিয়োগের বিষয়টি পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি: (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৮)।

মাননীয় স্পিকার

ক) দেশীয় ভোগের জন্য বন্ডেড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক-কর পরিশোধের বিষয়টির পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর section 104 এর সংশোধন করে Bill of Entry দাখিলের বাধ্যবাধকতা প্রচলন করা হয়েছে।

খ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত, শুল্ক পরিশোধিত ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণের যথাযথ হিসাব রাখার ব্যবস্থাকে স্পষ্টীকরণের জন্য section 114 এর সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া section 114 এ নতুন sub section (3) সংযোজন করার প্রস্তাব

করছি।

গ) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে সদস্য নিয়োগের শর্ত যৌক্তিকীকরণ করে ট্রাইব্যুনালের সদস্য এর ক্ষেত্রে District Judge এর পরিবর্তে Additional District Judge প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন:

৩১৭। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর প্রথম তফসিলে বিদ্যমান এইচ.এস কোড, বর্ণনা, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদিতে যেসব করণিক ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে-তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি- ৯)।

মাননীয় স্পিকার

৩১৮। বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তা অর্থনীতির পুনর্গঠনে সহায়ক হবে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল হবে, শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে, উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ কাস্টমসকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার এর আপগ্রেডেশনসহ সক্রিয় সকল ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার স্থাপন করা

হয়েছে। একইসাথে, যে কোন পরিমাণ শুল্ক অনলাইনে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পণ্য চালানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট চালু করা হয়েছে। ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প, বন্ড ব্যবস্থাপনা, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রভৃতি কার্যক্রম চালুকরণ ও অটোমেশনসহ বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দ্রুততম সময়ে আমদানি রপ্তানি পণ্যের খালাস নিশ্চিত হবে, বিনিয়োগ ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হবে, দেশের অর্থনীতির চাকা অধিকতর গতিশীল হবে এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের পথ সুগম হবে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী Smart Bangladesh বিনির্মানের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

দশম অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় স্পিকার

৩১৯। এখন আমি চলতি অর্থবছরের বাজেটে জাতিকে প্রদত্ত কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি আপনার মাধ্যমে সকলকে অবহিত করতে চাই।

- বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- গ্রাম-শহরের ব্যবধান হ্রাসের জন্য পল্লী এলাকায় উন্নত রাস্তাঘাট এবং আধুনিক নাগরিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, স্থানীয় সরকার বিভাগ 'আমার গ্রাম-আমার শহর' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল এর উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫০টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক উৎপাদন উদ্বোধন করেন। এছাড়া, গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের

অংশীদারিত্বে (জিটুজি) স্থাপিত জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) চলতি অর্থবছরে ৩৮২.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব এবং ৮৪টি রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজি, কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা ফি প্রদানের চুক্তি অনুমোদন করেছে।
- মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বিডার প্রায় ১ (এক) লক্ষ আবেদন ওয়ানস্টপ সার্ভিস (ওএসএস) এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিডার ওএসএস পোর্টালে সংযুক্ত অন্য ২২টি সংস্থার প্রায় ২৩ হাজার সেবা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলায় মোট ১০০টি সেতু এবং ৮টি বিভাগের ৫০টি জেলায় প্রায় ২ হাজার ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ ১০০টি উন্নয়নকৃত মহাসড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে।
- Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস. থেকে ৪ হাজার প্রার্থীকে স্বাস্থ্য ক্যাডারের ‘সহকারী সার্জন’ পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
- উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টংগী ফায়ার সার্ভিস পর্যন্ত ২.২০ কিলোমিটার উড়াল সড়কের ঢাকামুখী অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

- জনসেবায় উদ্ভাবন/সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমকে সুচারুরূপে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তর, জেলা এবং উপজেলা কর্তৃক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় ১ হাজার ৭২৫টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সড়ক, রেলপথ ও সেতু বিনির্মাণে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- প্রবৃদ্ধি সঞ্চারি Fast Track প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৫টি প্রকল্পে প্রায় ৩২ হাজার ১৪০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) আন্তর্জাতিক মান সংস্থা কর্তৃক Information Security Management System for e-GP (Electronic Government Procurement) IT Operations & Data Centre বিষয়ে জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে ISO/IEC 27001: 2013 আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন করেছে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১১৪টি দেশের অংশগ্রহণে মাসব্যাপী ১৯তম এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, ২০২৩ আয়োজন করেছে।
- নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর আলোকে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয় চালু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির English For Today পাঠ্যপুস্তকের Listening Text এর অডিও তৈরি করে এনসিটিবি’র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- ‘১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)

স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৮৫টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ৬ হাজার ৮০০টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিত অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) এর আওতায় ২০২৩-২০৫০ মেয়াদের জন্য National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য ‘Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP)’ শীর্ষক কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পর্যটন শিল্পের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও পর্যটন কর্মী যোগানের কৌশলপত্র হিসেবে ‘National Tourism Human Capital Development Strategy for Bangladesh: 2021-2030’ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 রহিত করে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২ নামে বাংলায় নতুন একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দৈনিক ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্বোধন করেছেন। এ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতের শিলিগুড়িতে অবস্থিত নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড হতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় জ্বালানি তেল (ডিজেল) আমদানি করা হবে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল মৌজা ম্যাপের মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব ভার্সন, ই-রেজিস্ট্রেশন ও ডিজিটাল ভূমি বা সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ, ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।
- জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫ হাজার 'বীর নিবাস' বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা' এবং একই আইনের ধারা ২৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল' ঘোষণা ও এর ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশু, বৃদ্ধ জনসাধারণ ও তাদের মালামাল উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য ৬০টি Multipurpose Accesible Rescue Boat বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে প্রস্তুত করে বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়েছে।
- কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির আওতায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুজিব শতবর্ষে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' পরিবার পুনর্বাসনে পরিবারপ্রতি ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্তপূর্বক ২৪ হাজার ৬১৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি স্কুল এবং ৬টি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। 'সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- মার্চ ২০২৩-এ দোহায় অনুষ্ঠিত এলডিসি বিষয়ক ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাতার সফরকালে বাংলাদেশ ও কাতারের সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে একটি চুক্তি এবং প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট-এর সঙ্গে ১২.৭ মিলিয়ন ডলার অনুদান সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ৭৯টি প্লট ও ৩০৭টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ইসলামের শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পরিকল্পিত ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ১৫০টি উদ্বোধন করা হয়েছে।
- ই-হজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন সম্পন্ন করা এবং ই-পাসপোর্টের সাথে হজ সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, হজযাত্রীদের হজ সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্নের জবাব প্রাপ্তির সুবিধার্থে হটলাইন নম্বর '১৬১৩৬' চালু করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে শহীদ কামারুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নওগাঁ; ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট; শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর; বেগম আমিনা

মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট; শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, বরিশাল; এবং শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক ৬টি প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি শিশু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬টি জেলা শাখায় আধুনিক কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে দেড় হাজার ক্রীড়াসেবীকে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা হারে মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিজস্ব জনবল কর্তৃক ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১, প্রথম ডিজিটাল শুমারি এবং শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ সম্পন্ন হয়েছে।
- পিপিপি প্রকল্পে অর্থায়নে সহযোগিতার জন্য ১৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে PPP Financing Partnership এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ‘দেশের সকল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৫৯১টি সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার

৩২০। সব ধরনের দৈব-দুর্বিপাকে ভয়হীন, ঘুরে দাঁড়াবার ঐকান্তিক স্পৃহায় বলীয়ান, প্রত্যয়ী আর সৃজনশীল জনসাধারণই বাংলাদেশের অন্তহীন প্রেরণার উৎস। যাদের বিন্দু বিন্দু ঘামের বিনিময়ে, চেষ্টায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় এ দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে সেই কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী, শিল্প মালিক, টেকনিশিয়ান, ড্রাইভার, মিস্ত্রী, কামার, কুমার, জেলে, বেদে, মুচি, ঋষি, ধোপা, তাঁতি, কাসারু, শাখারি, স্বর্ণকার, মাঝি, ঘরামি, কাহার, করাতি, পাতিয়ালসহ সকল শ্রেণি-পেশা ও নৃ-গোষ্ঠীর মানুষই বাংলাদেশের সম্পদ ও প্রাণশক্তি। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় শূন্য থেকে ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিণত হচ্ছে বাংলদেশের অর্থনীতি। সব মানুষের আশা-প্রত্যাশা ও উন্নয়ন ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর প্রত্যয়ে সাজানো হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট।

৩২১। এ সময় রাজস্ব সংগ্রহে নতুন নতুন খাতের প্রতি মনোনিবেশ করা হবে যাতে পর্যাপ্ত সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা যায়। বাজেট ঘাটতি নির্বাহে ধীরে ধীরে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি/প্রণোদনা যৌক্তিক করা হবে যাতে যথাযথ সম্পদ সঞ্চালন হয়। কৃষির আধুনিকীকরণে জোর দেয়া হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, সমসাময়িক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিক্রমাকে প্রাধিকার দিয়েই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের জনগণের জন্য নতুন নতুন আশা ও সুযোগ-সুবিধার সমন্বয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এ বাজেট বাস্তবায়নে অর্থনীতি আরও শক্তিশালী ও বেগবান হবে। প্রতিটি খাতে আধুনিকায়ন ও

প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী ভৌত, সামাজিক ও প্রযুক্তি অবকাঠামো বিনির্মাণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যাতে স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার এবং সর্বোপরি স্মার্ট অর্থনীতি গঠনের পথ সুগম হয়।

৩২২। বাংলাদেশের অস্তিত্ব আর অগ্রসরতার নেতৃত্বে ছিলেন জাতির পিতা এবং তাঁর অবর্তমানে রয়েছেন তাঁর রক্তের উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ মানেই মুজিব, মুজিব মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তার নীতি-আদর্শই এ দেশের পাথেয়। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনীতির আঙ্গিনায় অসীম সাহস ও দূরদর্শীতার প্রতীক। যার নির্দেশনায় গোটা জাতি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের লক্ষ্য আজ দূর দিগন্তে প্রসারিত।

৩২৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত সাড়ে ১৪ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নিরন্তর সামনে এগিয়ে যাওয়ার। বাংলাদেশ এখন অন্যান্য দেশের জন্য উন্নয়নের 'গ্লোবাল রোল মডেল' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে, জিডিপির আকার ৪৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে; বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে। প্রাক্কলন করা হয়েছে যে, ২০৪১ সালের পূর্বেই বিশ্বের শীর্ষ ২০ অর্থনীতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও দায়বদ্ধতা এবং দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনের উদ্ভাসিত আলোয়, ২০৪১ সালের মাঝে সম্পূর্ণ ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত জ্ঞানভিত্তিক উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশে' উন্নীত

হওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার অন্তর-মন-প্রোথিত 'সোনার বাংলা'-র স্বপ্ন পূরণের সুবর্ণ রেখাটি স্পর্শ করবে বাংলাদেশ এবং নিরন্তর এগিয়ে যাবে- সুমহান উচ্চতার সর্বোচ্চ শিখরে।

"সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।"

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---------------- ০ ----------------

পরিশিষ্ট-ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	২০১-২০৩
২	আর্থসামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	২০৪
৩	এক দশকের অর্জন	২০৫
৪	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	২০৬
৫	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন	২০৭
৬	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	২০৮-২০৯
৭	সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ	২০৯-২১১
৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	২১১-২১২

সারণি ১: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০	৩৮,০০,০০০		রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারি (৫৩% নারী শ্রমিক-কর্মচারি)
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	১০৩,০০০	৮৮,৫২,৬০৯	৪,৯৫৫	শিল্প ও সেবা খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (কার্যক্রম চলমান)
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৬০,০০০		২,১১,৬৯৯	৫,২১২ জন নারী উদ্যোক্তাসহ (কার্যক্রম চলমান)
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০		১৯,৮৯৫	কার্যক্রম চলমান
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০		১,২২১	কার্যক্রম চলমান
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮	২৯,৮৯০		কোভিড-১৯ রোগীদের সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০	২৪৫		মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীর পরিবার
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০	১,৬৮,০৩,৪১০		খাদ্য সহায়তাপ্রাপ্ত দরিদ্র পরিবার
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০	৪৯,৫৭,০০০		খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায়
			২১,০০,০০০		শহর এলাকায় কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬	৩৫,০০,০০০		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক
			৪,০৭,০০০		ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি
			৭৮,০০০		মৎস্য খামারি
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫	৫,০০,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী
			৩,৫০,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০	৯,১৫,৭৮৫		গৃহহীন পরিবার
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০	৩১,৯৯,৫১৫		সুবিধাভোগী কৃষক (কার্যক্রম চলমান)
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০	১,৬৫,০০,০০০		দেশের সকল কৃষক পরিবার (কার্যক্রম চলমান)
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৮,০০০	৫,৭২,৬৪৮		কৃষি ফার্ম (কার্যক্রম চলমান)

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩,০০০	৬,৯০,৯৩৫		নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (কার্যক্রম চলমান)
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	৩,২০০			কার্যক্রম চলমান
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি	২,০০০	৭২,৮০,২৫৩		কার্যক্রম চলমান
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০		১,৭৩৪	কার্যক্রম চলমান
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০	৯,৯৬৫		কার্যক্রম চলমান
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০			কার্যক্রম চলমান
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০	৮,০১,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৪,২৫,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০	৩০,৪০,৫৪০		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক
২৪	দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান।	৪৫০	১৭,২১,৪৮৪		বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম	১৫০			কার্যক্রম চলমান
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ	১০০			কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান।	১,৫০০			কার্যক্রম চলমান
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সহায়তা প্রদান	১,০০০		১	কার্যক্রম চলমান
	সর্বমোট	২,৩৭,৬৭৯	৭,৬৫,৩৫,২৭৯	২,৩৯,৫০৫	

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

নোট: ১. বেশ কিছু প্যাকেজের বাস্তবায়ন এখনো চলমান। ফলে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা সামনের মাসগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

২. ২ ও ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত প্যাকেজের ক্ষেত্রে অনেক বৃহৎ শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে কর্মরত শ্রমিক/কর্মীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট জানা না গেলেও প্রকৃত উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি হবে মর্মে অনুমান করা যায়।

সারণি ২: আর্থসামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু (১ বছরের নীচে) মৃত্যু হার (প্রতি হাজার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০৬	৬৫.৪	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৩	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২১.০	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৬.৩	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৯	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৪.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৭*	২৪.৩	১২.৯	৭২.৩	২৮.০
২০১৭	৭২.০	১.৩৭*	২৩.১*	১২.১*	৭২.৩	২৫
২০১৮	৭২.৩	১.৩৭*	২১.৮*	১১.৩*	৭৩.২	২২
২০১৯	৭২.৬	১.৩৭*	২০.৫*	১০.৫*	৭৪.৪	২২
২০২০	৭২.৮	১.৩৭*	-	-	৭৫.২	২১
২০২১	৭২.৩ [SVRS]	১.৩৭* [SVRS]	-	-	৭৬.৪ [SVRS]	২২ [SVRS]
২০২২	-	১.২২ [PHC-২০২২]	১৮.৭ [HIES ২০২২]	৫.৬ [HIES ২০২২]	-	-

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; *প্রাক্কলিত

সারণি ৩: এক দশকের অর্জন

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১১-১২	৭.৩০	৫.০১	১৯.৫৫	২৪.৫৬	১,১৩০	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২-১৩	৬.৬	৫.৭১	১৮.৭০	২৪.৪১	১,২৬৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩-১৪	৭.০	৫.৬১	১৮.৮৬	২৪.৪৬	১,৪২৯	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪-১৫	৭.৫৫	৫.৭১	১৮.৪৯	২৪.২০	১,৬২২	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫-১৬	৭.১১	৬.৫৪	২৩.৭০	৩০.২৪	১,৮১৪	১৪,৪২৯	৩৮৮.২	৫.৯
২০১৬-১৭	৬.৫৯	৭.২৯	২৩.৬৬	৩০.৯৫	১,৯৬২	১৫,৩৭৯	৩৮৬.৩	৫.৪
২০১৭-১৮	৭.৩২	৬.৮৮	২৪.৯৪	৩১.৮২	২,১৩২	১৮,৭৫৩	৪০৬.৬৪	৫.৮
২০১৮-১৯	৭.৮৮	৬.৯৬	২৪.০২	৩২.২১	২,৩০৩	২২,০৫১	৪০৯.৯৬	৫.৫
২০১৯-২০	৩.৪৫	৭.২৯	২৩.৭০	৩১.৩১	২,৪২৪	২৩,৫৪৮	৪১৬.৪৭	৫.৭
২০২০-২১	৬.৯৪	৭.৩২	২৪.৭০	৩১.০২	২,৬৯৪	২৫,২২৭	৪৫২.৯৫*	৫.৬
২০২১-২২	৭.১	৭.৫৩	২৪.৫২	৩২.০৫	২,৭৯৩	২৫,৫৬৬	৪৬৫.৮২*	৬.১৫
২০২২-২৩সা	৬.০৩	৫.৯৯	২১.৮৫	২৭.৮৪	২,৭৬৫	২৭,৩৬১	৪৮৪.৯৮*	৭.৫
২০২৩-২৪প্রা	৭.৫	৬.৩২	২৭.৪৩	৩৩.৭৫	২৯৬১	-	-	৬.০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; বিদ্যুৎ বিভাগ; *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়। সা = সাময়িক, প্রা=প্রাক্কলন

নোট: ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ অনুসারে

সারণি ৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২২-২৩	২০২২-২৩ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত[সা]
১	২	৩	৪
মোট রাজস্ব আয়	৪,৩৩,০০০	৪,৩৩,০০০	২,৬৮,৩৮৪
	(৯.৭)	(৯.৮)	(৬.০)
এনবিআর রাজস্ব	৩৭০০০০	৩৭০০০০	২৩৪৫১৪
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	১৮০০০	১৮০০০	৬০২৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৫০০০	৪৫০০০	২৭৮৪৭
মোট ব্যয়	৬,৭৮,০৬৪	৬,৬০,৫০৭	৩,০২,৮৯২
	(১৫.২)	(১৪.৯)	(৬.৮)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৩৭৩২৪২	৩৯০০৮৫	২২৩৯২৩
	(৮.৪)	(৮.৮)	(৫.০)
উন্নয়ন ব্যয়	২৫৯৬১৭	২৪১৬০৭	৬২২৬৩
	(৫.৮)	(৫.৪)	(১.৪)
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৪৬০৬৬	২২৭৫৬৬	৫৭৫০০
	(৫.৫)	(৫.১)	(১.৩)
অন্যান্য ব্যয়	৪৫২০৫	২৮৮১৫	১৬৭০৬
	(১.০)	(০.৬)	(০.৪)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-২,৪৫,০৬৪	-২,২৭,৫০৭	-৩৪,৫০৮
	(-৫.৫)	(-৫.১)	(-০.৯)
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	৯৮৭২৯	৮৭০৮২	৮৮৫১
	(২.২)	(২.০)	(০.২)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১৪৬৩৩৫	১৪০৪২৫	২৪৮৯৬
	(৩.৩)	(৩.১)	(০.৬)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	১০৬৩৩৪	১১৫৪২৫	১৫১৭২
	(২.৪)	(২.৬)	(০.৩)
জিডিপি	৪৪,৪৯,৯৫৯[ক]	৪৪,৩৯,২৭৩[সা]	৪৪,৩৯,২৭৩[সা]

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা = সাময়িক

সারণি ৫: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫
মোট রাজস্ব আয়	৫,০০,০০০	৪,৩৩,০০০	৪,৩৩,০০০	৩,৩৪,৬৪২
	(১০.০)	(৯.৮)	(৯.৭)	(৮.৪)
এনবিআর কর	৪৩০০০০	৩৭০০০০	৩৭০০০০	২৯২৮৮১
এনবিআর বহির্ভূত কর	২০০০০	১৮০০০	১৮০০০	৬৭০৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৫০০০০	৪৫০০০	৪৫০০০	৩৫০৫৭
মোট ব্যয়	৭,৬১,৭৮৫	৬,৬০,৫০৭	৬,৭৮,০৬৪	৫,১৮,১৮৮
	(১৫.২)	(১৪.৯)	(১৫.২)	(১৩.০)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৪৩৬২৪৭	৩৯০০৮৫	৩৭৩২৪২	৩০৭৭২৫
	(৮.৭)	(৮.৮)	(৮.৪)	(৭.৭)
উন্নয়ন ব্যয়	২৭৭৫৮২	২৪১৬০৭	২৫৯৬১৭	১৯৫১৭৩
	(৫.৫)	(৫.৪)	(৫.৮)	(৪.৯)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬৩০০০	২২৭৫৬৬	২৪৬০৬৬	১৮৬০৬০
	(৫.৩)	(৫.১)	(৫.৫)	(৪.৭)
অন্যান্য ব্যয়	৪৭৯৫৬	২৮৮১৫	৪৫২০৫	১৫২৯০
	(১.০)	(০.৬)	(১.০)	(০.৪)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-২,৬১,৭৮৫	-২,২৭,৫০৭	-২,৪৫,০৬৪	-১,৮৩,৫৪৬
	(-৫.২)	(-৫.১)	(-৫.৫)	(-৪.৬)
অর্থায়ন				
বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	১০৬৩৯০	৮৭০৮২	৯৮৭২৯	৬৭৩৪৩
	(২.১)	(২.০)	(২.২)	(১.৭)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১৫৫৩৯৫	১৪০৪২৫	১৪৬৩৩৫	১১৫২১৬
	(৩.১)	(৩.১)	(৩.৩)	(২.৯)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	১৩২৩৯৫	১১৫৪২৫	১০৬৩৩৪	৭৫৫৩৩
	(২.৬)	(২.৬)	(২.৪)	(১.৯)
জিডিপি	৫০,০৬,৭৮২[ক]	৪৪,৩৯,২৭৩[সা]	৪৪,৪৯,৯৫৯[ক]	৩৯,৭১,৭১৬

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা= সাময়িক

সারণি ৬: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) মানবসম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২০১৮	৭৭৮৫	১১৬৪২	৭০৪০	৮৭৪৬	৬২৯৯	৬৩৩৭
	(৪.৬)	(৩.৪)	(৪.৭)	(৩.৮)	(৫.৪)	(৪.০)	(৪.২)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১২২১০	৯৭৯১	১৫৮৫১	১০০৫৮	৬৪২৮	৫৪৪৩	৬৫২৪
	(৪.৬)	(৪.৩)	(৬.৪)	(৫.৪)	(৪.০)	(৩.৫)	(৪.৪)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৪০৮৭	৭২১৮	১৪০০১	৬৫০৯	৭৭৮৮	৬০৫০	৫৭১৪
	(৫.৪)	(৩.২)	(৫.৭)	(৩.৫)	(৪.৯)	(৩.৯)	(৩.৮)
৪. অন্যান্য	৩২৫৯৫	৩২৭৮৫	৩৪৩৬৪	২৭৪৬৩	১৯৫১৯	২০৪৬৪	২১২৪৬
	(১২.৪)	(১৪.৪)	(১৪.০)	(১৪.৮)	(১২.২)	(১৩.১)	(১৪.২)
উপ-মোট:	৭০,৯১০	৫৭,৫৭৯	৭৫,৮৫৮	৫১,০৭০	৪২,৪৮১	৩৮,২৫৬	৩৯,৮২১
	(২৭.০)	(২৫.৩)	(৩০.৮)	(২৭.৪)	(২৬.৫)	(২৪.৬)	(২৬.৬)
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪০৫০৪	৩৯৫৬৩	৩৫৮৪২	২৯২৬৯	২৭৮৭১	২৫৬০১	২৩৭১৭
	(১৫.৪)	(১৭.৪)	(১৪.৬)	(১৫.৭)	(১৭.৪)	(১৬.৪)	(১৫.৯)
৬. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৭৯৪	১১৩৩২	৭৯৩৮	৭৩৫৮	৬০৫৮	৪৯৪২	৫৯০০
	(৩.০)	(৫.০)	(৩.২)	(৪.০)	(৩.৮)	(৩.২)	(৩.৯)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	৪২৯৬	৪০০০	৪২৩৯	৩০৫৩	২২৩৫	১৬২০	১৬৭৭
	(১.৬)	(১.৮)	(১.৭)	(১.৬)	(১.৪)	(১.০)	(১.১)
৮. অন্যান্য	৫৫২৩	৪৮৪১	৫৫৭২	৪০১১	৪৫১৮	৩৪২৬	৪,০০৯
	(২.১)	(২.১)	(২.৩)	(২.২)	(২.৮)	(২.২)	(২.৭)
উপ-মোট:	৫৮,১১৭	৫৯,৭৩৬	৫৩,৫৯১	৪৩,৬৯১	৪০,৬৮২	৩৫,৫৮৯	৩৫,৩০৩
	(২২.১)	(২৬.২)	(২১.৮)	(২৩.৫)	(২৫.৩)	(২২.৯)	(২৩.৬)
(গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	৩৩৭৭৫	২৫২৪৭	২৪১৩৯	২১১৯৯	২১৩৫০	২৩১৪৭	২১৫৭০
	(১২.৮)	(১১.১)	(৯.৮)	(১১.৪)	(১৩.৩)	(১৪.৯)	(১৪.৪)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	৯১১	১৮৪২	১৭৯৮	১৪৩৯	১৪০৫	২১২৪	২১৯২
	(০.৩)	(০.৮)	(০.৭)	(০.৮)	(০.৯)	(১.৪)	(১.৫)
উপ-মোট:	৩৪,৬৮৬	২৭,০৮৯	২৫,৯৩৭	২২,৬৩৮	২২,৭৫৫	২৫,২৭১	২৩,৭৬২
	(১৩.২)	(১১.৯)	(১০.৫)	(১২.২)	(১৪.২)	(১৬.২)	(১৫.৯)
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪৯৬০	১২৫৯৬	১৪৯২৯	১১৪৫৮	৯০৬৩	১১৬৩৭	৬৬৩৫
	(৫.৭)	(৫.৫)	(৬.১)	(৬.২)	(৫.৬)	(৭.৫)	(৪.৪)
১২ .সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৪০৬২	২৯৮৯৭	৩১২৯৬	২৬১২৮	২২৩৮৩	২০১৯৬	১৮৫২৫
	(১৩.০)	(১৩.১)	(১২.৭)	(১৪.০)	(১৩.৯)	(১৩.০)	(১২.৪)
১৩ .সেতু বিভাগ	৯০৬৪	৭০৬৭	৯২৯০	৫৫৬৪	৩৯৪০	৬৬৮২	৬২৬৬
	(৩.৪)	(৩.১)	(৩.৮)	(৩.০)	(২.৫)	(৪.৩)	(৪.২)
১৪. অন্যান্য	১৬০১৬	৯৭৮৪	১৩২৩১	৭৬৯১	৫৯৩৪	৫৮৩৭	৪,৪৮৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(৬.১)	(৪.৩)	(৫.৪)	(৪.১)	(৩.৭)	(৩.৭)	(৩.০)
উপ-মোট:	৭৪,১০২	৫৯,৩৪৪	৬৮,৭৪৬	৫০,৮৪১	৪১,৩২০	৪৪,৩৫২	৩৫,৯১৫
	(২৮.২)	(২৬.১)	(২৭.৯)	(২৭.৩)	(২৫.৭)	(২৮.৫)	(২৪.০)
মোট:	**২৩৭,৮১৫**	**২০৩,৭৪৮**	**২২৪,১৩২**	**১৬৮,২৪০**	**১৪৭,২৩৮**	**১৪৩,৪৬৮**	**১৩৪,৮০১**
	(৯০.৪)	**(৮৯.৫)**	**(৯১.১)**	**(৯০.৪)**	**(৯১.৭)**	**(৯২.১)**	**(৯০.১)**
১৫. অন্যান্য	২৫,১৮৫	২৩,৮১৮	২১,৯৩৪	১৭,৮২০	১৩,২৫৭	১২,২৬১	১৪,৭৯৩
	(৯.৬)	(১০.৫)	(৮.৯)	(৯.৬)	(৮.৩)	(৭.৯)	(৯.৯)
মোট এডিপি	**২,৬৩,০০০**	**২,২৭,৫৬৬**	**২,৪৬,০৬৬**	**১,৮৬,০৬০**	**১,৬০,৪৯৫**	**১,৫৫,৭২৯**	**১,৪৯,৫৯৪**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	১,৯১,৯০৮	১,৬৫,৮৪৫	১,৮৩,৪২৫	১,৪২,৩৯৬	১,২৬,৫৭০	১,১৪,২৮৪	১,১২,৯৮৫
	(২৫.২)	(২৫.১)	(২৭.১)	(২৭.৫)	(২৭.৫)	(২৭.১)	(২৮.৪)
মানবসম্পদ							
১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪২৮৩৭	৩৩৬৫২	৩৯৯৬০	২৮৯৭১	২৯৬১৫	২৫৮৭০	২৪৪৬০
	(৫.৬)	(৫.১)	(৫.৯)	(৫.৬)	(৬.৪)	(৬.১)	(৬.১)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪৭২২	২৭৭০৩	৩১৭৬১	২৩৪৬২	২৩২১২	২০৪৬১	১৯৯৩১
	(৪.৬)	(৪.২)	(৪.৭)	(৪.৫)	(৫.০)	(৪.৮)	(৫.০)
৩. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২৯৪৩০	২৩০৫২	২৯২৮২	২০৫০২	১৭১৮৫	১৩৯২৩	১৪৫৪১
	(৩.৯)	(৩.৫)	(৪.৩)	(৪.০)	(৩.৭)	(৩.৩)	(৩.৭)
৪. অন্যান্য	৬৮৭৮৫	৬৪৮৪৫	৬৬৫২১	৫৫৫০৪	৪৪৬৭৬	৪২১২৬	৪২৩৮৯
	(৯.০)	(৯.৮)	(৯.৮)	(১০.৭)	(৯.৭)	(১০.০)	(১০.৭)
উপ-মোট:	১,৭৫,৭৭৪	১,৪৯,২৫২	১,৬৭,৫২৪	১,২৮,৪৩৯	১,১৪,৬৮৮	১,০২,৩৮০	১,০১,৩২১
	(২৩.১)	(২২.৬)	(২৪.৭)	(২৪.৮)	(২৪.৯)	(২৪.২)	(২৫.৫)
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬০১৬	৫৮২৯	৫৬৭২	৫৩১০	৩৮৯৪	৪১২০	৩৭৪০
	(০.৮)	(০.৯)	(০.৮)	(১.০)	(০.৮)	(১.০)	(০.৯)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০১১৮	১০৭৬৪	১০২২৯	৮৬৪৭	৭৯৮৮	৭৭৮৪	৭৯২৪
	(১.৩)	(১.৬)	(১.৫)	(১.৭)	(১.৭)	(১.৮)	(২.০)
উপ-মোট:	১৬,১৩৪	১৬,৫৯৩	১৫,৯০১	১৩,৯৫৭	১১,৮৮২	১১,৯০৪	১১,৬৬৪
	(২.১)	(২.৫)	(২.৩)	(২.৭)	(২.৬)	(২.৮)	(২.৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(খ) ভৌত অবকাঠামো	২,২৪,১০৮	২,১০,৯৮১	২,০০,৮৬০	১,৬৩,৪৫১	১,৪১,৩৫৮	১,৪৬,৯৪৪	১,৪০,৬৩০
	(২৯.৪)	(৩১.৯)	(২৯.৬)	(৩১.৫)	(৩০.৭)	(৩৪.৮)	(৩৫.৩)
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫১১৮	৩৩৮০৫	২৪২২০	২১৩২৬	১২৯২৬	১১৫৩৩	১২১৭৫
	(৩.৩)	(৫.১)	(৩.৬)	(৪.১)	(২.৮)	(২.৭)	(৩.১)
৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১০২৪৪	১৩৫৫৫	১০১৯৬	৯৪০০	৭৮১৮	৬৬০৩	৭৫৫৩
	(১.৩)	(২.১)	(১.৫)	(১.৮)	(১.৭)	(১.৬)	(১.৯)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৬৭০৩	৪৫২০০	৪১৭০৭	৩৩৯১২	৩২২১১	২৯৪৫০	২৭৮৪২
	(৬.১)	(৬.৮)	(৬.২)	(৬.৫)	(৭.০)	(৭.০)	(৭.০)
১০. অন্যান্য	১০৯৭৬	৯৮০৯	১০৬৭৫	৮১০৮	৮২৮৭	৬৮৭০	৭৭০৪
	(১.৪)	(১.৫)	(১.৬)	(১.৬)	(১.৮)	(১.৬)	(১.৯)
উপ-মোট:	৯৩,০৪১	১,০২,৩৬৯	৮৬,৭৯৮	৭২,৭৪৬	৬১,২৪২	৫৪,৪৫৬	৫৫,২৭৪
	(১২.২)	(১৫.৫)	(১২.৮)	(১৪.০)	(১৩.৩)	(১২.৯)	(১৩.৯)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩৪,৮১৯	২৭,১৯০	২৬,০৬৫	২২,৭৫৪	২২,৮৪০	৩৩,১৩২	৩৪,৪৩৩
	(৪.৬)	(৪.১)	(৩.৮)	(৪.৪)	(৫.০)	(৭.৮)	(৮.৭)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৩৯৭১০	৩৫২৪৮	৩৬৬৪৮	২৯৮৫২	২৬৩২১	২৩৫৮০	২১৮৩৩
	(৫.২)	(৫.৩)	(৫.৪)	(৫.৮)	(৫.৭)	(৫.৬)	(৫.৫)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৯০১০	১৬৪৭৮	১৮৮৫৩	১৪৮০০	১১৯৬৭	১৪৯১৬	৯৬৪৩
	(২.৫)	(২.৫)	(২.৮)	(২.৯)	(২.৬)	(৩.৫)	(২.৪)
১৩. সেতু বিভাগ	৯০৭৩	৭০৭২	৯২৯৭	৫৫৭১	৩৯৪৩	৬৬৮৪	৬৩১৭
	(১.২)	(১.১)	(১.৪)	(১.১)	(০.৯)	(১.৬)	(১.৬)
১৪. অন্যান্য	১৭৩৯৮	১১১০২	১৪২২৮	৮৫১০	৬৬৫৪	৬৫৮৫	৫১৫৬
	(২.৩)	(১.৭)	(২.১)	(১.৬)	(১.৪)	(১.৬)	(১.৩)
উপ-মোট:	৮৫,১৯১	৬৯,৯০০	৭৯,০২৬	৫৮,৭৩৩	৪৮,৮৮৫	৫১,৭৬৫	৪২,৯৪৯
	(১১.২)	(১০.৬)	(১১.৭)	(১১.৩)	(১০.৬)	(১২.৩)	(১০.৮)
১৫. অন্যান্য সেক্টর	১১০৫৭	১১৫২২	৮৯৭১	৯২১৮	৮৩৯১	৭৫৯১	৭৯৭৪
	(১.৫)	(১.৭)	(১.৩)	(১.৮)	(১.৮)	(১.৮)	(২.০)
(গ) সাধারণ সেবা	১,৬২,৫৭০	১,২৮,৩৩৭	১,৫৩,২০৮	১,০২,৪৪৪	৮৬,৩০৬	৭৩,৯৭৩	৭৪,৯৭৯
	(২১.৩)	(১৯.৪)	(২২.৬)	(১৯.৮)	(১৮.৮)	(১৭.৫)	(১৮.৮)
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	**৩২,২৬৭**	**২৭,৯০৩**	**৩১,১৫২**	**২৬,১৯৪**	**২৪,৪১৫**	**২৩,৪৪৭**	**২৬,৯৬৩**
	(৪.২)	**(৪.২)**	**(৪.৬)**	**(৫.১)**	**(৫.৩)**	**(৫.৬)**	**(৬.৮)**
১৬. অন্যান্য	১৩০৩০৩	১০০৪৩৪	১২২০৫৬	৭৬২৫০	৬১৮৯১	৫০৫২৬	৪৮০১৬
	(১৭.১)	(১৫.২)	(১৮.০)	(১৪.৭)	(১৩.৪)	(১২.০)	(১২.১)
মোট:	**৫,৭৮,৫৮৬**	**৫,০৫,১৬৩**	**৫,৩৭,৪৯৩**	**৪,০৮,২৯১**	**৩,৫৪,২৩৪**	**৩,৩৫,২০১**	**৩,২৮,৫৯৪**
	(৭৬.০)	**(৭৬.৫)**	**(৭৯.৩)**	**(৭৮.৮)**	**(৭৭.০)**	**(৭৯.৩)**	**(৮২.৬)**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	৯৪৩৭৬	৯০০১৩	৮০৩৭৫	৭৭৭৭৯	৭০৬০৬	৫৮৩২২	৫০০৭৮
	(১২.৪)	(১৩.৬)	(১১.৯)	(১৫.০)	(১৫.৩)	(১৩.৮)	(১২.৬)
(ঙ) পিপিপি ভর্তুকি ও দায়	৭৯৯০১	৬০৭১৫	৫৩১৫৫	৩৪৭৮৬	৩০৫০০	২৫৪০৪	১৭৬১৫
	(১০.৫)	(৯.২)	(৭.৮)	(৬.৭)	(৬.৬)	(৬.০)	(৪.৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(চ) নীট ঋণ দান ও অন্যান্য	৮৯২২	৪৬১৭	৭০৪১	-২৬৬৭	৪৮৩৯	৩৫৩০	১৭০১
	(১.২)	(০.৭)	(১.০)	(-০.৫)	(১.১)	(০.৮)	(০.৪)
মোট বাজেট:	**৭,৬১,৭৮৫**	**৬,৬০,৫০৭**	**৬,৭৮,০৬৪**	**৫,১৮,১৮৯**	**৪,৬০,১৭৯**	**৪,২২,৪৫৭**	**৩,৯৭,৯৮৮**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩
১	২	৩	৪
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩২	২৮	৩১
জাতীয় সংসদ	৩৩৮	৩০৭	৩৪১
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪,৪৫২	৪,৭৪৫	৫,৭৭৫
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১১১	১০৮	১৩৭
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৩৭	২০৯	২৩০
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	২,৪০৬	১,৪২৩	১,৫৩৯
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪,৫৬৭	৩,৫৫৬	৪,০৭৪
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১৩১	১১৪	১২৩
অর্থ বিভাগ	২,৩১,২১১	১,৮৫,০৭৩	১,৯০,৭১৬
বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৯৮	২৫৬	২৯১
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩,৪৯৬	২,৭৭১	৩,৪৭৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২,৯৪৯	৩,৩৫৬	২,৮৫২
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৩,১৪১	১০,০৬১	৮,০৯৩
পরিকল্পনা বিভাগ	৪,৮৮৩	৩,৬১২	১,৩৬৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৮৪	১৯১	২৭৪
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৪১৫	৩৮২	৪১০
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৫৯৪	৪০২	৫৪৫
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৬৫৭	১,৬০১	১,৬৫১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২,০৯৫	৩৬,৬৫০	৪০,৩৬০
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪৫	৩৭	৪৫
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৯৪৩	১,৭৫৩	১,৯২৪
জননিরাপত্তা বিভাগ	২৫,৬৯৫	২২,৫৭৫	২৪,৫৯৪
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪৩	৩৫	৪০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪,৭২২	২৭,৭০১	৩১,৭৫৯
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪২,৮৩৯	৩৩,৬৫১	৩৯,৯৬০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩,৬০৭	১২,৮২১	১৬,৬১৪
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২৯,৪৩০	২৩,০৫২	২৯,২৮২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩
১	২	৩	৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২,৩৬৮	১,৮৪২	১,৯১৬
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২,২১৭	১০,০২২	১০,১৯৮
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪,৭৫৫	৪,৪০৩	৪,২৯০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৪৭	৪৭০	৩৫৭
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৭,৪২৮	৮,৬৯৭	৬,৮২১
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১,০৫০	১,৩৭৫	১,০৯৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৯৯	৬৬২	৬৩৭
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,৫০৯	৪,০৬১	২,৩৫৩
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,৩০৩	১,৬২৮	১,২৭৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৬,৭০৫	৪৫,১৯৯	৪১,৭০৬
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১,৪৩৩	১,৪৬৮	১,৬৪৫
শিল্প মন্ত্রণালয়	৩,০২৪	২,২২২	১,৫২১
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১,০১৮	৫৯৯	৯৯০
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬০৬	৬০৩	৬২৮
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৯৯৪	১,৯০২	১,৮৭০
কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫,১২২	৩৩,৮১০	২৪,২২৪
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪,২৪০	৩,৬৩৪	৩,৮০৮
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১,৬৩৮	১,৩৫৬	১,৫০১
ভূমি মন্ত্রণালয়	২,৪৫৯	১,৯৪৬	২,৩৮১
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০,২৪৪	১৩,৫৫৫	১০,১৯৬
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬,৫১৮	৬,৯২৭	৬,২১৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০,১১৮	১০,৭৬৪	১০,২২৯
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৯,৭১০	৩৫,২৪৮	৩৬,৬৪৮
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৯,০১০	১৬,৪৭৭	১৮,৮৫১
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	১০,৮০১	৫,৪৭৪	৭,২২৪
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৬,৫৯৭	৫,৬২৮	৭,০০৪
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২,৪৩৪	৩,০৪৪	২,৪৮৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,২০৫	১,৪০১	১,৩৩৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩৩,৮২৫	২৫,৩০৯	২৪,১৯৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭,২৪৩	৮,০৬১	৬,৯৮৪
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৮৫	১৪৪	১৭৮
সেতু বিভাগ	৯,০৭৩	৭,০৭২	৯,২৯৭
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১০,৬০২	৯,১৫২	৯,৭২৮
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪,১৬৩	৩,১৮৫	৪,১৮৭
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৮,৬২১	৬,৬৯৭	৭,৫৮২
মোট	**৭৬১,৭৮৫**	**৬৬০,৫০৭**	**৬৭৮,০৬৪**

উৎস: অর্থ বিভাগ

পরিশিষ্ট-খ

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ট্যারিফ ভ্যালু ও ন্যূনতম মূল্য	২১৫-২১৮
২	রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক	২১৯-২২৮
৩	কৃষি খাত	২২৯
৪	স্বাস্থ্য খাত	২৩০-২৩২
৫	শিল্প খাত	২৩৩-২৪১
৬	ব্যাগেজ রুল	২৪২
৭	পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য	২৪৩-২৪৪
৮	Customs Act, 1969 এর সংশোধন	২৪৫-২৪৬
৯	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ: যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে	২৪৭-২৪৮

সারণি-১: ট্যারিফ ভ্যালু ও ন্যূনতম মূল্য

ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নূন্যতম মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত এসআরও হতে প্রত্যাহারকৃত পণ্যের তালিকা:

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06.03	All HS Code	Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.	kg	2.00
20.05	2005.20.00	Potatoes chips	kg	4.00
21.05	2105.00.00	Ice cream	kg	8.50
26.18	2618.00.00	Granulated slag	kg	0.03
27.10	2710.19.11	Furnace oils	MT	265
29.22	2922.42.10	Tasting salts (monosodium glutamate) in retail pack upto 2.5 kg	kg	1.30
	2922.42.20	Tasting salts (monosodium glutamate) in other packing	kg	
38.08	3808.91.21	Mosquito coil	kg	2.00
		Aerosol; mosquito repellent	kg	3.00
38.19	3819.00.00	Hydraulic Fluid/ Hydraulic Oil/ Brake Fluid/Brake Oil	MT	1800
39.19	All HS Code	Self-adhesive plates, sheet, tape etc., of:		
		BOPP/PP	kg	2.50
		PVC	kg	1.50
39.20	All HS Code (excluding HS Code 3920.49.21)	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials	kg	2.00
39.22	All HS Code	Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics.	kg	5.00
39.24	3924.10.00	Tableware, kitchenware, other household articles	kg	4.00
40.15	4015.12.00	Surgical gloves	kg	5.00
48.23	4823.69.90	Paper Cup, Paper Plate and Paper Bowl	kg	2.00
49.11	4911.99.10	Scratch Card:		
		Single PIN card	u/PIN	0.08
		Multiple PIN Card	u/PIN	0.02
61.03	6103.43.00	Infant/Baby pant:		
62.03	6203.43.00	Renowned brand	u	5.00
	6103.10.00	General brand	u	2.00
		Jeans	u	2.00
		Suits Complete (Renowned brand)	u	35.00
		Suits Complete (General brand)	u	25.00
		Blazer:		
		Renowned brand	u	25.00
		General brand	u	15.00

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
61.05	All HS Code	Shirt (Men's/Boy's)		
		Renowned brand	u	7.00
		General brand	u	3.00
61.09	6109.10.00	T-shirt of cotton & other textile materials (men's/boys'/girls'):		
	6109.90.00	Renowned brand	u	5.00
		General brand	u	2.00
	6109.10.00	Infant/Baby T-shirt:		
	6109.90.00	Renowned brand	u	2.50
		General brand	u	1.50
61.03	6103.43.00	Pants (Renowned brand)	u	9.00
62.03	6203.43.00	Pants (General brand)	u	3.50
		Jeans pants	u	4.00
61.04	6104.23.00	Ensembles of synthetic fibers: (Stitched or unstitched three pieces)		
62.04	6204.23.00	Ordinary quality	u	4.00
		Medium quality	u	5.00
		Super quality	u	8.00
		Premium quality	u	12.00
61.04	6104.43.00	Dresses of synthetic fibers (Sharee)		
62.04	6204.43.00	Ordinary quality	u	5.00
		Medium quality	u	7.00
		Super quality	u	12.00
		Premium quality	u	20.00
		Gorgeous/Wedding	u	40.00
63.03	All HS Code	Curtain (Vertical blind fabrics)	kg	7.00
63.06	All HS Code	Tarpaulins, awnings and sun blinds; tents; sails for boats, sailboards or land craft; camping goods	kg	2.50
66.01	6601.99.00	Umbrella (23"-25")	u	1.20
		Umbrella (below 23")	u	1.0
71.17	7117.19.00	Other imitation jewelry without gold plated	kg	5.00
		With gold plated	kg	8.00
73.15	7315.11.10	Bicycle parts (Roller Chain)	kg	2.50
73.20	All HS Code	Springs and leaves for springs, of iron or steel	kg	1.50
73.23	7323.93.00	Table, kitchen or other household articles of stainless steel	kg	2.00
	7323.99.90	Other	kg	3.00
73.24	7324.10.00	SS Sinks	kg	2.50
82.12	8212.10.00	Razors (One-time use):		
		1 Blade	u	0.06
		2 Blade	u	0.07
		3 Blade	u	0.15
		Razors (replaceable):		
		1 Blade	u	0.18
		2 Blades	u	0.65
		3 Blades	u	2.25
		4 Blades	u	3.00

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5 Blades	u	4.00
84.81	8481.80.29 8481.80.90	Complete Taps & Cocks	kg	3.00
	8481.90.10	Parts of Taps & Cocks	kg	2.50
85.09	8509.40.00	Food grinder and mixer; Fruit or vegetable juice extractor:		
		Single	u	4.00
		2 in 1	u	5.00
		3 in 1	u	6.00
		4 in 1	u	10.00
85.10	8510.10.00 8510.20.00 8510.30.00	Shaver, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor	u	7.00
85.13	8513.10.90	Other lamps	u	Number of LED in unit X (First LED $0.35, subsequent each LED $0.02)
85.42	8542.39.10	SIM card		
		32K storage capacity	u	0.55
		64K storage capacity (native)	u	0.65
		64K storage capacity(java)	u	0.75
96.03	9603.21.00	Toothbrush	u	0.15

খ) ন্যূনতম মূল্য আরোপ করা হয়েছে এমন পণ্যের তালিকা:

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02.02	All HS Code	Meat offal	kg	5.00
08.08	0808.10.90	Apple	kg	0.70
33.04	3304.99.00	Facewash	kg	6.50
34.01	3401.19.00 3401.20.00 3401.30.00			
83.02	All HS Code	Hinges	kg	2.50
84.82	All HS Code	All kinds of bearing	kg	4.00

গ) ন্যূনতম মূল্য পরিবর্তন করা হয়েছে এমন পণ্যের তালিকা:

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08.05	0805.10.90	Orange	kg	0.70
08.13	0813.40.90	Dry Fruit	kg	0.80
08.02	0802.80.10	Areca nuts:		
	0802.80.90	Fresh Green:		
		Whole	kg	1.25

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
		Split	kg	1.50
		Dried:		
		Whole	kg	1.75
		Split	kg	2.00
	0802.99.11	Betel nuts:		
	0802.99.19	Fresh Green:		
		Whole	kg	1.25
		Split	kg	1.50
		Dried:		
		Whole	kg	1.75
		Split	kg	2.00
	0802.99.12	Semi processed betel nuts	kg	2.00
68.08	6808.00.00	Gypsum board	kg	0.70
85.04	8504.40.10	Mobile and other battery charger (less than 10 VA)	u	1.20
85.16	8516.40.90	Electric Smoothing irons (other)		
		1000 Watt	u	4.25
		1100 Watt	u	4.50
		1200 Watt	u	4.75
		1500 Watt	u	5.00
		1600 Watt	u	5.25
		2000 Watt	u	5.50
		2200 Watt	u	6.00
		2300 Watt	u	6.25
87.12	All HS Code	Bicycle/bicycle parts:		
87.14 87.15		Steel	kg	2.00

সারণি-২: রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক

রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার সম্পর্কিত:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গঠিত Internal Resource Mobilization and Tariff Rationalization বিষয়ক উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি "Tariff Rationalization বিষয়ক স্টাডি গ্রুপ" গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত স্টাডি গ্রুপের অন্যতম টার্মস অব রেফারেন্স হচ্ছে - রেগুলেটরি ডিউটি এবং সম্পূরক শুল্ক হ্রাস/বাতিলের জন্য কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন তথা পণ্য নির্বাচন করা। উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যে সকল পণ্যের রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) যে সকল পণ্যের রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
2	6101.30.00	Men'S Or Boys'Over/Car Coats, Etc, Of Man-Made F
3	6101.90.00	Men'S Or Boys' Over/Car Coats, Etc, Of Other Tex
4	6102.10.00	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats, Etc, Of Wool...
5	6102.20.00	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats, Etc, Of Cotton
6	6102.30.00	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats, Etc, Of Man-Made
7	6102.90.00	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats, Etc, Of Other Te
8	6103.10.00	Men's or boys' Suits, Excl. Sports out fit for
9	6103.22.00	Men'S Or Boys' Ensembles Of Cotton, Knitted Or C
10	6103.23.00	Men'S Or Boys' Ensembles Of Synthetic Fibres, Kn
11	6103.29.00	Men'S Or Boys' Ensembles Of Other Textiles, Nes,
12	6103.31.00	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Wool..., K
13	6103.32.00	Men'S Or Boys'Jackets And Blazers Of Cotton, Kni
14	6103.33.00	Men'S Or Boys' Jackets... Of Synthetic Fibres, K
15	6103.39.00	Men'S Or Boys' Jackets... Of Other Textiles, Nes
16	6103.41.00	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Wool..., Knitte
17	6103.42.00	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Cotton, Knitted
18	6103.43.00	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Synthetic Fibre
19	6103.49.00	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Other Textiles,
20	6104.13.00	Women's or girls' suits of synthetic fibres, kni
21	6104.19.00	Women's or girls' suits of other textiles, knitt
22	6104.22.00	Women'S Or Girls' Ensembles, Of Cotton, Knitted
23	6104.23.00	Women'S Or Girls' Ensembles, Of Synthetic Fibres
24	6104.29.00	Women'S Or Girls' Ensembles, Of Other Textiles,
25	6104.31.00	Women'S Or Girls'Jackets, Of Wool..., Knitted Or
26	6104.32.00	Women'S Or Girls' Jackets, Of Cotton, Knitted Or
27	6104.33.00	Women'S Or Girls' Jackets, Of Synthetic Fibres,
28	6104.39.00	Woman'S Or Girls' Jackets, Of Other Textiles, Kn
29	6104.41.00	Dresses Of Wool Or Fine Animal Hair, Knitted Or
30	6104.42.00	Dresses Of Cotton, Knitted Or Crocheted
31	6104.43.00	Dresses Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crochete
32	6104.44.00	Dresses Of Artificial Fibres, Knitted Or Crochet
33	6104.49.00	Dresses Of Other Textile Material, Nes, Knitted
34	6104.51.00	Skirts And Divided Skirts Of Wool Or Fine Hair,
35	6104.52.00	Skirts And Divided Skirts Of Cotton, Knitted Or

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
36	6104.53.00	Skirts And Divided Skirts Of Synthetic Fibres, K
37	6104.59.00	Skirts And Divided Skirts Of Other Textiles, Nes
38	6104.61.00	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Wool..., Kni
39	6104.62.00	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Cotton, Knit
40	6104.63.00	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Synthetic, K
41	6104.69.00	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Other Textil
42	6105.10.00	Men'S Or Boys' Shirts Of Cotton, Knitted Or Croc
43	6105.20.00	Men'S Or Boys' Shirts Of Man-Made Fibres, Knitte
44	6105.90.00	Men'S Or Boys' Shirts Of Other Textiles, Nes, Kn
45	6106.10.00	Women'S Or Girls' Blouses, Etc, Of Cotton, Knitt
46	6106.20.00	Women'S Or Girls' Blouses, Etc, Of Man-Made Fibr
47	6106.90.00	Women'S Or Girls' Blouses Etc. Of Other Textiles
48	6107.11.00	Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Cotton,
49	6107.12.00	Men'S Or Boys' Underpants, Etc, Of Man-Made Fibr
50	6107.19.00	Men'S Or Boys' Underpants Etc. Of Other Textiles
51	6107.21.00	Men'S Or Boys' Night Shirt Pyjamas Of Cotton, Kn
52	6107.22.00	Men'S Or Boys' Night Shirt Pyjamas Of Man-Madefi
53	6107.29.00	Men'S Or Boys'Night Shirt Pyjamas Of Other Texti
54	6107.91.00	Men'S Or Boys' Dressing Gowns, Etc, Of Cotton, K
55	6107.99.00	Men'S Or Boys' Dressing Gowns, Of Other Textiles
56	6108.11.00	Women'S Or Girls' Slips, Etc, Of Man-Made Fibres
57	6108.19.00	Women'S Or Girls' Slips, Etc, Of Other Textiles,
58	6108.21.00	Women'S Or Girls' Briefs And Panties Of Cotton,
59	6108.22.00	Women'S Or Girls' Briefs, Etc, Of Man-Made Fibre
60	6108.29.00	Women'S Or Girls' Briefs, Etc, Of Other Textiles
61	6108.31.00	Women'S Or Girls' Night Dresses, Pyjama Etc, Of
62	6108.32.00	Women'S Or Girls' Pyjamas, Night Dresses Of Man-M
63	6108.39.00	Women'S Or Girls' Night Dresses & Pyjamas Of Oth
64	6108.91.00	Women'S Or Girls'Negliges Dressing Gowns.., Of Co
65	6108.92.00	Women'S Or Girls'Negliges Dressing Gowns Of Man-
66	6108.99.00	Women'S/Girls' Negliges Dressing Gowns.. Of Othe
67	6109.10.00	T-Shirts, Singlets And Other Vests, Of Cotton, K
68	6109.90.00	T-Shirts, Singlets, Etc, Of Other Textiles, Nes,
69	6110.11.00	OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. OF WOOL
70	6110.12.00	OF KASHMIR(CASHMERE)GOATS
71	6110.19.00	OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NES
72	6110.20.00	JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS & SIMI
73	6110.30.00	JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS.., KNITTE
74	6110.90.00	JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS.., KNI
75	6111.20.00	Babies' Garments, Etc, Of Cotton, Knitted Or Cro
76	6111.30.00	Babies' Garments, Etc, Of Synthetic Fibres, Knit
77	6111.90.00	Babies' Garments, Etc, Of Other Textiles Material
78	6113.00.00	GARMENTS, MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRIC
79	6114.20.00	Garments Of Cotton, Knitted Or Crocheted, Nes
80	6114.30.00	Garments Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crochete
81	6114.90.00	Garments Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted
82	6115.10.00	Graduated compression hosiery (for example, stoc
83	6115.21.00	Other panty hose and tights Of synthetic fibres,

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
84	6115.22.00	Other panty hose and tights Of synthetic fibres
85	6115.29.00	Other panty hose and tights Of other textile mat
86	6115.30.00	Othr panty hose and tights Other women's fulllen
87	6115.94.00	Panty hose, tights, stockings, sock..., inclu.grad.
88	6115.95.00	Panty hose, tights, stockings, sock..., inclu.grad.
89	6115.96.00	Panty hose, tights, stockings, sock..., inclu.grad.
90	6115.99.00	Hosiery And Footwear Without Soles Of Other Tex.
91	6116.10.00	IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR
92	6116.91.00	Gloves, Mittens And Mitts, Of Wool..., Knitted O
93	6116.92.00	Gloves, Mittens And Mitts, Of Cotton, Knitted Or
94	6116.93.00	Gloves, Mittens And Mitts, Of Synthetic Fibres,
95	6116.99.00	Gloves, Mittens And Mitts, Of Other Textiles, Kn
96	6117.10.00	SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND
97	6117.80.10	Other Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted
98	6117.80.90	Other clothing accessories, knitted or crocheted
99	6117.90.00	Parts Of Garments Or Clothing Accessories, Knitt
100	6201.20.00	Overcoat, raing coat, car-coat capes, cloaks and
101	6201.30.00	overcoat, rain-coat, of cotton
102	6201.40.00	Other Of man-made fibres
103	6201.90.00	Mens or boys overcoat, car-coats, cloaks excludi
104	6202.20.00	Womens or girls overcoat, car-coad ...Of wool o
105	6202.30.00	Womens or girls overcoat, car-coad capes, cloak
106	6202.40.00	Womens or girls overcoat, car-coad capes, cloak
107	6202.90.00	Woent or gilrs overcoat, raincot car-coat capes,
108	6203.11.00	Men'S Or Boys' Suits Of Wool Or Fine Animal Hair
109	6203.12.00	Men'S Or Boys' Suits Of Synthetic Fibres
110	6203.19.00	Men's or boys' suits of other textiles, nes
111	6203.22.00	Men'S Or Boys' Ensembles Of Cotton
112	6203.23.00	Men'S Or Boys' Ensembles Of Synthetic Fibres
113	6203.29.00	Men'S Or Boys' Ensembles Of Other Textiles, Nes
114	6203.31.00	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Wool Or Fi
115	6203.32.00	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Cotton
116	6203.33.00	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Synthetic
117	6203.39.00	Men'S Or Boy'S Jackets And Blazers Of Other Text
118	6203.41.00	Men'S/Boy'S Bib&Brace Trousers, Breeches, Shorts O
119	6203.42.00	Men'S Or Boys' Bib & Brace Trousers, Breeches, S
120	6203.43.00	Men'S Or Boys' Bib & Brace Trousers, Breeches &
121	6203.49.00	Men'S Or Boys' Bib&Brace Trousers, Breeches & Sho
122	6204.11.00	Women'S Or Girls' Suits Of Wool Or Fine Animal H
123	6204.12.00	Women'S Or Girls' Suits Of Cotton
124	6204.13.00	Women'S Or Girls' Suits Of Synthetic Fibres
125	6204.19.00	Women'S Or Girls' Suits Of Other Textiles, (Exl.
126	6204.31.00	Women'S Or Girls' Jackets And Blazers Of Wool Or
127	6204.32.00	Women'S Or Girls' Jackets And Blazers Of Cotton
128	6204.33.00	Women'S Or Girls' Jackets And Blazers Of Synthet
129	6204.39.00	Women'S Or Girls' Jackets&Blazers Of Oth.Tex., (E
130	6204.51.00	Skirts And Divided Skirts Of Wool Or Fine Animal
131	6204.52.00	Skirts And Divided Skirts Of Cotton

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
132	6204.53.00	Skirts And Divided Skirts Of Synthetic Fibres
133	6204.59.00	Skirts And Divided Skirts Of Other Textiles, (Ex
134	6204.61.00	Women'S Or Girls' Trousers, Breeches, Etc, Of Wo
135	6204.62.00	Women'S Or Girls' Trousers, Breeches, Etc, Of Co
136	6204.63.00	Women'S Or Girls' Trousers, Breeches, Etc, Of Sy
137	6204.69.00	Women'S/Girl'S Trousers, Breeches, Etc, Of Oth.Tex.
138	6205.20.00	Men'S Or Boys' Shirts Of Cotton
139	6205.30.00	Men'S Or Boys' Shirts Of Man-Made Fibres
140	6205.90.00	Men'S Or Boy'S Shirts Of Other Textiles, (Exl.Woo
141	6206.10.00	Women'S Or Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Sil
142	6206.20.00	Women'S Or Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Woo
143	6206.30.00	Women'S Or Girls' Blouses, Shirts/Blouses Of Cot
144	6206.40.00	Women'S Or Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Man
145	6206.90.00	Women/Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Oth.Tex.(
146	6207.11.00	Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Cotton
147	6207.19.00	Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Textile
148	6207.21.00	Men'S Or Boys' Nightshirts And Pyjamas Of Cotton
149	6207.22.00	Men'S Or Boys' Nightshirts And Pyjamas Of Man-Ma
150	6207.29.00	Men'S Or Boy'S Nightshirts & Pyjamas Of Tex.Mate
151	6207.91.00	Men'S Or Boys' Singlets, Vests Dressing Gowns, Et
152	6207.99.00	Mens/Boy'S Singlets, Vests Dressing Gowns, Etc, Of
153	6208.11.00	Slips And Petticoats Of Man-Made Fibres
154	6208.19.00	Slips And Petticoats Of Other Textiles, (Exl. Ma
155	6208.21.00	Women'S Or Girls' Nightdresses And Pyjamas Of Co
156	6208.22.00	Women'S Or Girls' Nightdresses And Pyjamas Of Ma
157	6208.29.00	Womens/Girl'S Nightdresses & Pyjamas Of Tex.Mat.
158	6208.91.00	Women'S Or Girls' Dressing Gowns, Panties, Etc,
159	6208.92.00	Women'S Or Girls' Dressing Gowns, Panties, Etc,
160	6208.99.00	Womens/Girl'S Dressing Gowns, Panties, Etc, Of Oth.
161	6209.20.00	Babies' Garments And Clothing Accessories Of Cot
162	6209.30.00	Babies' Garments And Clothing Accessories Of Syn
163	6209.90.00	Babies Garments&Clothing Accessories Of Oth.Tex.
164	6210.10.00	GARMENTS, MADE UP..OF HEAD.5602, 5603, 5903, 5906
165	6210.20.00	Garments Of 6201.11 To 19, Made Up Of Fabrics Of
166	6210.30.00	Garments Of 6202.11 To 19, Made Up Of Fabrics Of
167	6210.40.00	Men'S Or Boys' Garments Made Up Of Fabrics Of 59
168	6210.50.00	Women'S Or Girls' Garments Made Up Of Fabrics Of
169	6211.32.00	Men's or boys' garments of cotton, nes
170	6211.33.00	Men's or boys' garments of man-made fibres, nes
171	6211.39.00	Men's or boys' garments of other textiles, nes
172	6211.42.00	Women's or girls' garments of cotton, nes
173	6211.43.00	Women's or girls' garments of man-made fibres, n
174	6211.49.00	Women's or girls' garments of other textiles, ne
175	6212.10.00	Brassisres
176	6212.20.00	Girdles And Panty-Girdles
177	6212.30.00	Corselettes
178	6212.90.00	Corsets, Braces, Garters, Suspenders And Similar
179	6213.20.00	Handkerchiefs Of Cotton

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
180	6213.90.00	Handkerchiefs Of Other Textiles, (Exl. Silk/Silk
181	6214.10.00	Shawls, Scarves, Mufflers, Mantillas, Veils, & The Li
182	6214.20.00	Shawls, Scarves, Mufflers, Mantillas, Veils & The Li
183	6214.30.00	Shawls, Scarves, Mufflers, Mantillas, Veils, Etc & Th
184	6214.40.00	Shawls, Scarves, Mufflers, Mantillas, Veils & The Li
185	6214.90.00	Shawls, Scrvs., Mflrs., Mntls., Veils, Etc, Of Oth.Tex
186	6215.10.00	Ties, Bow Ties And Cravats Of Silk Or Silk Waste
187	6215.20.00	Ties, Bow Ties And Cravats Of Man-Made Fibres
188	6215.90.00	Ties, Bow Ties And Cravats Of Other Textiles, Nes
189	6216.00.00	Gloves, Mittens And Mitts
190	6217.10.00	Clothing Accessories, Nes
191	6217.90.00	Parts Of Garments Or Clothing Accessories, Nes

(খ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
1	0302.11.10	Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes) Wrapped/Canned upto 2.5 kg
2	0302.11.90	Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes), Nes
3	0302.19.10	FISH...RUHI, KATLA, MRIGEL, PANGASH, KARP AND ALIKE WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG
4	0302.21.10	Fresh Or Chilled Halibut (Excl. Livers & Roes) Wrapped/Canned upto 2.5kg
5	0302.21.90	Fresh Or Chilled Halibut (Excl. Livers & Roes), NES
6	0302.22.10	Fresh Or Chilled Plaice (Excl.Livers & Roes) Wrapped/Canned upto 2.5kg
7	0302.22.90	Fresh Or Chilled Plaice (Excl. Livers & Roes), nes
8	0302.23.10	Fresh Or Chilled Sole (Excl. Livers & Roes) Wrapped/Canned upto 2.5kg
9	0302.23.90	Fresh Or Chilled Sole (Excl. Livers & Roes), nes
10	0302.24.10	Turbots (Psetta maxima) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
11	0302.24.90	Other Turbots (Psetta maxima)
12	0302.29.10	Fresh Or Chilled, Oth.Flat Fish (Excl.Livers & Roes), Wrapped/Canned upto 2.5kg
13	0302.29.90	Fresh Or Chilled, Oth.Flat Fish (Excl.Livers & Roes), nes
14	0302.33.10	Fresh/Chilled Skipjack Or Stripe-Bellied Bonito (Ex.Livers & Roes) Wr/Ca upto 2.5kg
15	0302.33.90	Fresh Or Chilled Skipjack Or Stripe-Bellied Bonito (Ex.Livers & Roes), nes
16	0302.41.10	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasi, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
17	0302.41.90	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasi, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
18	0302.42.10	Anchovies (Engraulis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
19	0302.42.90	Anchovies (Engraulis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
20	0302.43.10	Sardines (Sardina pilachardus), sardinella (Sardinella spp), brisling . sprattus
21	0302.43.90	Sardines (Sardina pilachardus), sardinella (Sardinella spp), brisling . sprattus
22	0302.44.10	Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Wrapped/ca
23	0302.44.90	Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), EXCL. Wrap
24	0302.45.10	Jack and horse mackerel (Trachurus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
25	0302.45.90	Jack and horse mackerel (Trachurus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
26	0302.46.10	cobia (Rachycentron canadum), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
27	0302.46.90	cobia (Rachycentron canadum), EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 Kg
28	0302.47.10	swordfish (Xiphias gladius), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
29	0302.47.90	swordfish (Xiphias gladius), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
30	0302.49.10	Other Wrapped/canned upto 2.5 kg
31	0302.49.90	Other excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg
32	0302.51.10	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, ..:, Cod (Gadus morhua, ...),
33	0302.51.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, ..:, Cod (Gadus morhua, ...),
34	0302.52.10	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
35	0302.52.90	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
36	0302.53.10	Coalfish (Pollachius virens), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
37	0302.53.90	Coalfish (Pollachius virens), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
38	0302.54.10	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
39	0302.54.90	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
40	0302.55.10	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
41	0302.55.90	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
42	0302.56.10	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), Wrapped/canned
43	0302.56.90	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), EXCL. Wrapped/
44	0302.59.10	Other than Blue whitings, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
45	0302.59.90	Other than Blue withing, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
46	0302.71.10	Tilapias (Oreochromis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
47	0302.71.90	Tilapias (Oreochromis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
48	0302.72.10	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp), Wrapped/canned u
49	0302.72.90	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp), EXCL. Wrapped/ca
50	0302.73.10	Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, ..., Mylopharyngodon piceus) . Wrappe
51	0302.73.90	Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, ..., Mylopharyngodon piceus) . EXCL.W
52	0302.74.10	Eels (Anguilla spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
53	0302.74.90	Eels (Anguilla spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
54	0302.79.10	Other than Eels, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
55	0302.79.90	Other than Eels, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
56	0302.81.10	Dogfish and other sharks, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
57	0302.81.90	Dogfish and other sharks, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
58	0302.82.10	Rays and skates (Rajidae), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
59	0302.82.90	Rays and skates (Rajidae), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
60	0302.83.10	Toothfish (Dissostichus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
61	0302.83.90	Toothfish (Dissostichus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
62	0302.84.10	Seabass (Dicentrarchus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
63	0302.84.90	Seabass (Dicentrarchus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
64	0302.85.10	Seabream (Sparidae), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
65	0302.85.90	Seabream (Sparidae), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
66	0302.89.11	Hilsha fish wrapped/canned upto 2.5 kg
67	0302.89.19	Hilsha fish (EXCL.wrapped/canned upto 2.5 kg)
68	0302.89.91	Other than Hilsha fish wrapped/canned upto 2.5 kg
69	0302.89.99	Other than Hilsha fish (EXCL.wrapped/canned upto 2.5 kg)
70	0302.91.10	Livers, roes and milt wrapped/canned upto 2.5 Kg
71	0302.91.90	Livers, roes and milt Wrapped/canned upto 2.5 kg
72	0302.92.10	Wrapped/canned upto 2.5 kg
73	0302.92.90	Shark Fish Wrapped/canned upto 2.5 kg
74	0303.14.10	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus ..Oncorhynchus

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
		chrysogaster
75	0303.14.90	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus ..Oncorhyn chrysogaster) EX
76	0303.23.10	Tilapias (Oreochromis spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
77	0303.23.90	Other Tilapias (Oreochromis spp)
78	0303.24.10	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp) Wrapped/canned up
79	0303.24.90	Other Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp)
80	0303.25.10	Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon ..piceus) Wrapped/ca
81	0303.25.90	Other Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, .. spp, Cirrhinus spp, Mylophary
82	0303.26.10	Eels (Anguilla spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
83	0303.26.90	Eels (Anguilla spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
84	0303.29.10	FISH FROZEN..WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG RUHI, KATLA, MRIGLE, PANGASH, KARP AND ALIKE
85	0303.29.90	Fish frozen.. Excl. wrapped/canned upto 2.5kg ruhi, katla, .., karp and alike Other
86	0303.31.10	Frozen Halibut (Excl. Livers & Roes) Wrapped/Canned Upto 2.5kg
87	0303.31.90	Frozen Halibut (Excl. Livers & Roes), nes
88	0303.32.10	Frozen Plaice, (Excl. Livers & Roes), Wrapped/Canned upto 2.5kg
89	0303.32.90	Frozen Plaice, (Excl. Livers & Roes), nes
90	0303.33.10	Frozen Sole, (Excl. Libers & Roes), Wrapped/Canned Upto 2.5kg
91	0303.33.90	Frozen Sole, (Excl.Livers & Roes), nes
92	0303.34.10	Turbots (Psetta maxima) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
93	0303.34.90	Other Turbots (Psetta maxima)
94	0303.39.10	Frozen Flat Fish, (Excl.Livers & Roes), Excl.Halibut, Plaice & Sole Wrapped/Cann upto
95	0303.39.90	Frozen Flat Fish, (Excl.Livers & Roes), Excl. Halibut, Plaice And Sole, nes
96	0303.41.10	Frozen Albacore Or Longfinned Tunas (Excl.Livers & Roes) Wrapped/Canned upto 2.5kg
97	0303.41.90	Frozen Albacore Or Longfinned Tunas, (Excl.Livers & Roes), nes
98	0303.43.10	Frozen Skipjack Or Stripe-Bellied Bonito (Excl.Livers & Roes) Wrap./Can. upto 2.5kg
99	0303.43.90	Frozen Skipjack Or Stripe-Bellied Bonito (Excl.Livers & Roes), nes
100	0303.51.10	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), Wrapped/canned upto 2.5 kg
101	0303.51.90	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), NES
102	0303.53.10	Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinella .. (Sprattus sprattus), W
103	0303.53.90	Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinella.. (Sprattus sprattus), EX
104	0303.54.10	Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Wrapped/can
105	0303.54.90	Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), EXCL. Wrapp
106	0303.55.10	Jack and horse mackerel (Trachurus spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
107	0303.55.90	Other Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
108	0303.56.10	Cobia (Rachycentron canadum) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
109	0303.56.90	Other Cobia (Rachycentron canadum)
110	0303.57.10	Swordfish (Xiphias gladius), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
111	0303.57.90	Swordfish (Xiphias gladius), EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 Kg
112	0303.59.10	Wrapped/canned upto 2.5 kg
113	0303.59.90	Wrapped/canned upto 2.5 kg
114	0303.63.10	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
115	0303.63.90	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), EXCL. Wrapped/canned

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
		upto 2.5
116	0303.64.10	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
117	0303.64.90	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
118	0303.65.10	Coalfish (Pollachius virens), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
119	0303.65.90	Coalfish (Pollachius virens), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
120	0303.66.10	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
121	0303.66.90	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
122	0303.67.10	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
123	0303.67.90	Other Alaska Pollack (Theraga chalcogramma)
124	0303.68.10	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) Wrapped/ canned
125	0303.68.90	Other Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
126	0303.69.10	Fish of the families Wrapped/canned upto 2.5 Kg
127	0303.69.90	Other Fish of the families
128	0303.81.10	Dogfish and other sharks, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
129	0303.81.90	Dogfish and other sharks, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
130	0303.82.10	Rays and skates (Rajidae) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
131	0303.82.90	Other Rays and skates (Rajidae)
132	0303.83.10	Toothfish (Dissostichus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
133	0303.83.90	Toothfish (Dissostichus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
134	0303.84.10	Seabass (Dicentrarchus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
135	0303.84.90	Seabass (Dicentrarchus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
136	0303.89.10	Other fish, excluding livers and roes :Wrapped/canned upto 2.5 Kg
137	0303.89.90	Other fish, excluding livers and roes :
138	0303.91.10	Livers, roes and milt Wrapped/canned upto 2.5 kg
139	0303.91.90	Other Livers, roes and milt excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg
140	0303.92.10	Shark Fish Wrapped/canned upto 2.5 kg
141	0303.92.90	Other Shark Fish excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg
142	0303.99.10	Other Wrapped/canned upto 2.5 kg
143	0303.99.90	Other excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg
144	0304.31.10	Tilapias (Oreochromis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
145	0304.31.90	Tilapias (Oreochromis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
146	0304.32.10	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp), Wrapped/canned u
147	0304.32.90	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp), EXCL. Wrapped/ca
148	0304.33.10	Nile Perch (Lates niloticus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
149	0304.33.90	Nile Perch (Lates niloticus), EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 Kg
150	0304.39.10	Other than Nile Perch (Lates niloticus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
151	0304.39.90	Other than Nile Perch (Lates niloticus), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
152	0304.42.10	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,... chrysogaster), Wrapped/canned upto 2
153	0304.42.90	Trout (Salmo trutta,Oncorhynchus mykiss,... chrysogaster), EXCL.Wrapped/canned
154	0304.43.10	Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, .Citharidae), Wrapped/canned upto 2.5 Kg,
155	0304.43.90	Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, .Citharidae), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5
156	0304.44.10	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
157	0304.44.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, EXCL. Wrapped/canned upto
158	0304.45.10	Swordfish (Xiphias gladius, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
159	0304.45.90	Swordfish (Xiphias gladius, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
160	0304.46.10	Toothfish (Dissostichus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
161	0304.46.90	Toothfish (Dissostichus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
162	0304.47.10	Dogfish and other sharks
163	0304.47.90	Dogfish and other sharks
164	0304.48.10	Rays and skates (Rajidae)
165	0304.48.90	Rays and skates (Rajidae)
166	0304.49.10	Other than Toothfish (Dissostichus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
167	0304.49.90	Other than Toothfish (Dissostichus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
168	0304.51.10	Other, fresh or chilled: Tilapias (Oreochromis spp), ...Channa spp), Wrapped/cann
169	0304.51.90	Other, fresh or chilled: Tilapias (Oreochromis spp), ...Channa spp), EXCL. Wrappe
170	0304.52.10	Salmonidae, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
171	0304.52.90	Salmonidae, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
172	0304.53.10	Fish of the families Bregmacerotidae, ...and Muraenolepididae, Wrapped/canned upto
173	0304.53.90	Fish of the families Bregmacerotidae, ...and Muraenolepididae, EXCL. Wrapped/canne
174	0304.54.10	Swordfish (Xiphias gladius), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
175	0304.54.90	Swordfish (Xiphias gladius), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
176	0304.55.10	Toothfish (Dissostichus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
177	0304.55.90	Toothfish (Dissostichus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
178	0304.56.10	Dogfish and other shark
179	0304.56.90	Dogfish and other shark
180	0304.57.10	Rays and skates (Rajidae)
181	0304.57.90	Rays and skates (Rajidae)
182	0304.59.10	Toothfish (Dissostichus spp), NES, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
183	0304.59.90	Toothfish (Dissostichus spp), NES, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
184	0304.61.10	Tilapias (Oreochromis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
185	0304.61.90	Tilapias (Oreochromis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
186	0304.62.10	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp), Wrapped/canned u
187	0304.62.90	Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp), EXCL. Wrapped/ca
188	0304.63.10	Nile Perch (Lates niloticus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
189	0304.63.90	Nile Perch (Lates niloticus), EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 Kg
190	0304.69.10	Nile Perch (Lates niloticus), NES, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
191	0304.69.90	Nile Perch (Lates niloticus), NES, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
192	0304.71.10	Frozen fillets of fish of the families .. :Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus..)
193	0304.71.90	Frozen fillets of fish of the families..:Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus..) EX
194	0304.72.10	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
195	0304.72.90	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
196	0304.73.10	Coalfish (Pollachius virens), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
197	0304.73.90	Coalfish (Pollachius virens), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
198	0304.74.10	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
199	0304.74.90	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
200	0304.75.10	Alaska Pollack (Theragra chalcogramma), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
201	0304.75.90	Alaska Pollack (Theragra chalcogramma), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
202	0304.79.10	Other than Alaska Pollack (Theragra chalcogramma), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
203	0304.79.90	Other than Alaska Pollack (Theragra chalcogramma), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 K
204	0304.82.10	Trout (Salmo trutta,Oncorhynchus mykiss,...orhynchus chrysogaster),Wrapped/cann
205	0304.82.90	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, ...orhynchus chrysogaster), EXCL. Wrappe
206	0304.83.10	Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, ...Citharidae), Wrapped/canned

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
207	0304.83.90	Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, ...Citharidae), EXCL. Wrapped/c
208	0304.84.10	Swordfish (Xiphias gladius), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
209	0304.84.90	Swordfish (Xiphias gladius), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
210	0304.85.10	Toothfish (Dissostichus spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
211	0304.85.90	Toothfish (Dissostichus spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
212	0304.86.10	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
213	0304.86.90	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
214	0304.88.10	Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)
215	0304.88.90	Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)
216	0304.91.10	Swordfish (Xiphias gladius), Wrapped/canned upto 2.5 kg
217	0304.91.90	Swordfish (Xiphias gladius), NES Wrapped/canned upto 2.5 kg
218	0304.92.10	Toothfish (Dissostichus spp.), Wrapped/canned upto 2.5 kg
219	0304.92.90	Toothfish (Dissostichus spp.), NES Wrapped/canned upto 2.5 kg
220	0304.93.10	Tilapias (Oreochromis spp), catfish (Pangasius spp, . and snakeheads (Channa spp)
221	0304.93.90	Other Tilapias (Oreochromis spp), catfish (Pangasius spp, Silurus spp, ... and sn
222	0304.94.10	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
223	0304.94.90	Other Alaska Pollack (Theraga chalcogramma)
224	0304.95.10	Fish of the families Bregmacerotidae, ...ollack (Theraga chalcogramma) Wrapped/ca
225	0304.95.90	Other Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, . Alaska Pollack (The
226	0304.96.10	Dogfish and other sharks
227	0304.96.90	Dogfish and other sharks
228	0304.97.10	Rays and skates (Rajidae)
229	0304.97.90	Rays and skates (Rajidae)
230	0304.99.10	Fish fillets&othr fish meat (whe.r or not minced), frsh, chi.or frozn, NES Wra
231	0304.99.90	Fish fillets&othr fish meat (whe.r or not minced), frsh, chi.or frzn, NES Excl
232	0305.31.90	Tilapias (Oreochromis spp), catfish ......and snakeheads (Channa spp), EXCL.Wrappe
233	0305.32.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, .., EXCL.Wrapped/canned upto
234	0305.39.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, .., NES, EXCL. Wrapped/canne

সারণি-৩: কৃষি খাতে প্রণোদনা

যে সকল পণ্যের মূসক আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	0801.32.90	Cashew nuts: Shelled Other	0%	15%
2.	0804.10.19	Fresh Dates: Other	0%	15%
3.	0804.10.29	Dried Dates: Other	0%	15%
4.	1006.30.91	Non fortified Basmoti rice	0%	15%

যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	0801.32.90	Cashew nuts: Shelled Other	5	15
2	0804.10.11	Fresh Dates: Wrapped/canned upto 2.5 kg	0	25
3	0804.10.19	Fresh Dates: Other	0	25

যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	20.08 (All H.S. Codes)	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.	0%	20%

পোল্ট্রি/ ডেইরি/ ফিস ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২৮/২০২০ তে-

Shrimp Hatchery Association of Bangladesh (SHAB) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কতিপয় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
1	0511.99.90	Artemia
2	1212.29.19	Sea weeds and other algae for use in dairy, poultry and hatchery
3	2309.90.90	Shrimp feed

সারণি-৪: স্বাস্থ্য খাত

যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8543.90.10	Electric Cigarattes and similar personal electric vaporising devices	5	25

যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক (SD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	24.04 (All H.S. Codes)	Products containing tobacco, reconstituted tobacco, nicotine, or tobacco or nicotine substitutes, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body.	0%, 100%	150%
2	4813.10.90	Cigarette paper Other importer	100%	150%
3	4813.20.90	Cigarette paper Other importer	100%	150%
4	4813.90.90	Cigarette paper Other importer	100%	150%
5	8543.90.10	Parts of Electric Cigarattes and similar personal electric vaporising devices	0%	100%

ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২২/২০১৪ তে যে সকল কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	3917.31.90	Silicon tube for IV cannula
2	3917.32.90	Silicon tube for IV cannula
3	3917.39.90	Silicon tube for IV cannula
4	3003.31.00	SEMAGLUTIDE
5	2933.39.00	Pentosan Polysulphate Sodium
6	2937.90.00	Relugolix

ক্যান্সারের ঔষধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২১/২০২১ এ যে সকল কাঁচামাল প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2811.29.90	Arsenic Trioxide
2	2843.90.10	Carboplatin
3	2843.90.10	Cisplatin
4	2843.90.10	Oxaliplatin
5	2916.39,00	Adavosertib INN
6	2922.19.10	Tamoxifen Citrate BP

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
7	2924.19.00	L-Asparaginase
8	2925.19.10	Bicalutamide
9	2925.19.10	Epirubicin HCL BP/Ph. Eur
10	2925.19.90	Pomalidomide
11	2932.99.00	Camizestrant INN
12	2932.99.00	Quizartinib INN
13	2932.99.00	Vistusertib INN
14	2933.19.00	Sapanisertib INN
15	2933.39.00	Gedatolisib INN
16	2933.49.00	Capmatinib Hydrochloride Hydrate INN
17	2933.59.10	5-Fluorouracil
18	2933.59.10	Capecitabine USP
19	2933.59.10	Cytarabine
20	2933.59.10	Methotrexate USP,Ph.Eur, JP
21	2933.59.90	Mercaptopurine USP
22	2933.59.90	Pemetrexed Disodium Heptahydrate
23	2933.59.90	Pralsetinib INN
24	2933.59.90	Tepotinib
25	2933.79.90	Savolitinib INN
26	2933.91.00	Anastrozole
27	2933.91.00	Temozolomide
28	2933.99.00	Entrectinib INN
29	2933.99.00	Tolvaptan
30	2933.99.00	Trilaciclib
31	2934.99.20	Cyclophosphamide Inj. Grade USP
32	2934.99.20	Gemcitabine Hydrochloride
33	2934.99.20	Ifosfamide
34	2934.99.90	Adagrasib INN
35	2934.99.90	Alpelisib INN
36	2934.99.90	Asciminib INN
37	2934.99.90	Avatrombopag Maleate INN
38	2934.99.90	Azacitidine
39	2934.99.90	Carfilzomib
40	2934.99.90	Giltertinib Fumarate INN
41	2934.99.90	Lorlatinib INN
42	2934.99.90	Lurbinectedin INN
43	2934.99.90	Midostaurin INN
44	2934.99.90	Mobocertinib INN
45	2934.99.90	Pirtobrutinib INN
46	2934.99.90	Pralsetinib INN
47	2934.99.90	Pyrotinib INN
48	2934.99.90	Selinaxor
49	2934.99.90	Selpercatinib INN
50	2934.99.90	Sotorasib INN
51	2934.99.90	Tipiracil HCL INN
52	2934.99.90	Trifluridine BP
53	2934.99.90	Tropifexor INN
54	2934.99.90	Tucatinib

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
55	2934.99.99	Dacomitinib Monohydrate INN
56	2937.23.99	Megestrol Acetate
57	2937.90.00	Relugolix
58	2938.90.10	Etoposide
59	2939.80.00	Topotecan
60	2941.90.90	Doxorubicin Hydrochloride USP
61	2942.00.90	Azacitidine
62	2942.00.90	Benralizumab
63	2942.00.90	Certolizumab pegol
64	2942.00.90	Darolutamide
65	2942.00.90	DENOSUMAB 60 MG/MI
66	2942.00.90	Docetaxel
67	2942.00.90	Dupilumab
68	2942.00.90	Erenumab-aooe
69	2942.00.90	Fasinumab aducanumab
70	2942.00.90	Fremanezumab-vrfm
71	2942.00.90	Galcanezumab-gnlm
72	2942.00.90	Mepolizumab
73	2942.00.90	MICAFUNGIN SODIUM (INJECTABLE GARDE)
74	2942.00.90	Myrcludex B INN
75	2942.00.90	Omalizumab
76	2942.00.90	Paclitaxel
77	2942.00.90	Paclitaxel for Injectable Suspension 100 mg (Albumin Bound Nanoparticle)
78	2942.00.90	PALBOCICLIB
79	2942.00.90	Ramuricumab
80	2942.00.90	Romosozumab
81	2942.00.90	RUXOLITINIB PHOSPHATE
82	2942.00.90	Ruxolitinib Phosphate INN
83	2942.00.90	Sarilumab
84	2942.00.90	Secukinumab
85	2942.00.90	STREPTOKINASE BULK SOLUTION
86	2942.00.90	Tanezumab
87	2942.00.90	Teplizumab
88	2942.00.90	Tivozanib
89	2942.00.90	Upadaccitinib
90	2942.00.90	Vexolotor INN
91	2942.00.90	ZINC OXIDE (For Insulin)
92	2942.00.90	ZOLEDRONIC ACID
93	3002.10.00	Natalizumab INN
94	3002.10.00	Tocilizumab INN
95	3004.90.99	Ado-trastuzumab emtansine INN
96	3004.90.99	Erdafitinib INN
97	3004.90.99	Trastuzumab
98	3004.90.99	Trastuzumab deruxtecan INN
99	3004.90.99	Vedolizumab INN
100	3402.13.00	Polyoxyl 40 Hydrogenated Castro oil.

সারণি-৫: শিল্প খাত

যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3824.99.92	Master batch not containing pigments	25	15

যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3920.20.20	Non-printed cast polypropylene film	10	15
2	3920.20.90	Other	10	15
3	6805.10.00	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material	10	15
4	6805.20.00	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of paper, of paperboard	10	15
5	6805.30.00	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of other materials	10	15
6	8428.10.00	Lifts and skip hoists	5	15
7	8428.40.00	Escalators and moving walkways	1	15
8	8503.00.91	Electric motor parts with winding wire	1	15
9	8523.29.12	---- Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	5	25
10	8523.49.21	---- Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	5	25
11	8523.51.21	---- Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	5	25
12	8523.80.10	--- Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	5	25
13	8537.10.20	Electric panel	1	10
14	8609.00.10	Insulated or refer container	5	15
15	8609.00.90	Other container	10	15
16	8714.93.11	Free-wheel sprocket-wheels of bicycle	10	15
17	8714.93.19	Other	10	15
18	9003.90.00	Parts	5	25
19	9406.90.10	Sandwich panel with or without cold room facility	1	5

যে সকল পণ্যের Specific Duty পরিবর্তন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Specific Duty	Proposed Specific Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2523.10.20	Cement clinkers Imported by Industrial IRC holder VAT compliant manufacturers of cement	500	700
2	2523.10.80	Cement clinkers Other Importer	750	950

যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপ অথবা হ্রাস/ বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description	RD Rate	RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	24.04	All H.S. Codes	Products containing tobacco, reconstituted tobacco, nicotine, or tobacco or nicotine substitutes, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body.	3%, 50%	3%
2	34.01	All H.S. Codes	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the from of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent.	3%	20%
3	35.06	3506.91.10	Elastic/construction glue imported by Industrial IRC holder VAT compliant hygienic products manufacturing industry	3%	15%
4	35.06	3506.91.90	Other	3%	15%

যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8516.50.00	Microwave ovens	0%	20%

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT অব্যাহতি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8411.11.00	Turbo-jets Of a thrust not exceeding 25 kN	15%	0%
2	8411.12.00	Turbo-jets Of a thrust exceeding 25 kN	15%	0%
3	8609.00.10	Insulated or refer container	15%	0%
4	8609.00.90	Other container	15%	0%

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2905.31.10	Ethylene glycol (ethanediol) imported by Industrial IRC holder VAT compliant PET chips manufacturing industry	15%	5%
2	2917.36.10	Terephthalic acid imported by Industrial IRC holder VAT compliant PET chips manufacturing industry	15%	5%
3	7219.11.10	Hot-rolled, in coils Of a thickness exceeding 10 mm imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	15%	5%
4	7219.12.10	Hot-rolled, in coils Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	15%	5%
5	7219.13.10	Hot-rolled, in coils Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	15%	5%
6	7219.14.10	Hot-rolled, in coils Of a thickness of less than 3 mm imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	15%	5%

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3824.99.92	Master batch not containing pigments	0%	15%
2	8428.40.00	Escalators and moving walkways	0%	15%
3	8503.00.91	Stator with winding wire	0%	15%
4	8503.00.92	Stator without winding wire	0%	15%
5	8523.29.12	Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	0%	15%
6	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	0%	15%
7	8523.80.10	Database; operating systems; development tools; security software used for only data or information protection; word processing, spreadsheet, internet collaboration and presentation tools	0%	15%
8	8537.10.20	Electric panel	0%	15%
9	9406.90.10	Sandwich panel with or without cold room facility	0%	15%

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে AT অব্যাহতি দেয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8609.00.10	Insulated or refer container	5%	0%
2	8609.00.90	Other container	5%	0%

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে AT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	3824.99.92	Master batch not containing pigments
2	8503.00.91	Stator with winding wire
3	8503.00.92	Stator without winding wire
4	8503.00.99	Other
5	8543.90.10	Electronic Cigarattes and similar personal electric vaporising devices

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৮/২০২২ এ-

যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8428.40.00	Escalators and moving walkways	1	15
2	8537.10.20	Electric panel	1	10
3	9406.90.10	Sandwich panel with or without cold room facility	1	5

যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	8503.00.92	---- Stator without winding wire
2	8503.00.99	---- Other

(খ) শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৯/২০২২ এর সংশোধন:

যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%) in BCT	Proposed Rate (%) in SRO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4811.90.11	Melamine/Decalcomania Paper imported by Industrial IRC holder VAT compliant Ceramic/ Melamine/ Transfers (decalcomania)/ Opal glassware manufacturing industry	10	5
2	4908.10.10	Transfers (decalcomanias) imported by Industrial IRC holder VAT compliant ceramic or melamine or Opal glassware industry	10	5

যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	3903.30.10	Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
2	3907.40.10	Polycarbonates Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp parts manufacturing industry
3	3907.99.10	Other polyester imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
4	7601.20.10	Alluminium alloys imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
5	7606.11.10	Non-alloyed aluminium rectangular (including square) plates, sheets and strips imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
6	7606.92.10	Other Aluminium alloy plate, sheet and strips imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
7	8539.90.31	Parts of Light-emitting diode (LED) lamps imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
9	9405.91.10	Parts of Heading No-94.05 Of Glass Imported by Industrial IRC holder VAT compliant lamp manufacturing industry
10	9405.92.10	Parts of Heading No.94.05 Of Plastic Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry
11	9405.99.10	Other Parts of Heading No.94.05 Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp manufacturing industry

গ) স্থানীয়ভাবে সেলুলার ফোন উৎপাদনকারী শিল্পকে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২৭/২০২১ এর কার্যকরিতার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

টেবিল-২ এ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	8524.99.00	Incell LCM Assembly

টেবিল-৪ এ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	8517.79.00	Sub-PCBA

স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৬/২০২১ এর সংশোধন:

যে সকল কাঁচামাল প্রজ্ঞাপনের টেবিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	8524.91.00	Liquid crystals panel display modules with drivers
2	8524.92.00	Organic light-emitting diodes (OLED) panel display modules with drivers
3	8524.99.00	LED panel display modules with drivers, LCD Panel Display Modules with Touch-Sensitive Screens with drivers, LED Panel Display Modules with Touch-Sensitive

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
		Screens with drivers, OLED Panel Display Modules with Touch-Sensitive Screens with drivers
4	8524.11.90	Liquid crystals panel display modules without drivers
5	8524.12.90	Organic light-emitting diodes (OLED) panel display modules without drivers
6	8524.19.90	LED panel display modules without drivers, LCD Panel Display Modules with Touch-Sensitive Screens without drivers, LED Panel Display Modules with Touch-Sensitive Screens without drivers, OLED Panel Display Modules with Touch-Sensitive Screens without drivers

যে সকল কাঁচামালের এইচএস কোড ও বর্ণনা পরিবর্তন করা হয়েছে:

Sl. No.	বিদ্যমান H.S. Code	বিদ্যমান Description	সংশোধিত H.S. Code	সংশোধিত Description
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1	8546.90.00	Heat Sink	7616.99.00	Aluminum Heat Sink
2	8536.69.90	Connectors	8536.90.90	Connectors
3	8473.30.00	Antena WLAN combo	8473.30.00	WLAN combo
4	2833.29.90	Sodium per sulphate	2833.40.00	Sodium per sulphate

কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২৩/২০২২ এর টেবিল হতে যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	8523.59.10	Proximity cards and tags

এলইডি/এনার্জি সেভিং ল্যাম্প উৎপাদনে কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২০১/২০২২ এর সংশোধন:

যে সকল কাঁচামাল প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	3903.30.00	Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
2	3907.99.00	Other polyester
3	7601.20.00	Alluminium alloys
4	8539.90.30	Parts of Light-emitting diode (LED) lamps
5	9405.91.00	Parts of Heading No-94.05 Of Glass
6	9405.92.00	Parts of Heading No.94.05 Of Plastic
7	9405.99.00	Other Parts of Heading No.94.05”;

টেক্সটাইল শিল্পকে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২০/২০২১ এর সংশোধন:

টেবিল-১ এ যে সকল উপকরনের এইচএস কোড/বর্ণনা সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	বিদ্যমান H.S. Code	বিদ্যমান Description	সংশোধিত H.S. Code	সংশোধিত Description
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1	8504.40.20	Frequency inverter and converter	8504.40.90	Frequency inverter and converter exceeding 2000VA

যে সকল উপকরনের এইচএস কোড/বর্ণনা সংশোধন করা হয়েছে:

SL	HScode	Description	BCT অনুযায়ী Heading (সংশোধিত)	BCT অনুযায়ী Description (সংশোধিত)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8403.90.00	Infra-red flame detector	8531.80.00	Infra-red flame detector
2	8403.90.00	Ultra violet flame detector	8531.80.00	Ultra violet flame detector
3	8443.99.90	Squeegee	9603.90.00	Squeegee
4	8448.20.90	Flap Control	8537.10.90 & 8537.20.90	Flap Control
5	8448.20.90	Light Barrier	8538.90.90	Light Barrier
6	8448.39.00	Absolut-Encoder	8543.70.90	Absolut-Encoder
7	8448.39.00	Control Level	9032.89.00	Control Level
8	8448.39.00	Detector	8543.70.90	Detector
9	8448.39.00	Drive Unit	8543.70.90	Drive Unit
10	8448.39.00	Photo Cell	8541.49.00	Photo Cell
11	8448.49.00	Sensor	9026.80.00	Sensor
12	8448.59.00	Photo Sensor Circuit	8542.39.90	Photo Sensor Circuit
13	8451.90.00	Encoder	8543.70.90	Encoder

যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	7318.15.00	Screw
2	7307.99.90	Coupling Joint, Clamp, Half Joint Male, Half Joint Female
3	7320.90.90	Torsion Spring, Ring Spring, Cup Spring, Spring Holder
4	8421.23.00	Oil Catcher, Filter, Filter Element
5	8482.80.00	Roller Bearing
6	6815.99.00	Diagram Seal For Steam Valve
7	7318.22.00	Washer, Compensatory Washer
8	7318.29.00	Horse Shoe Washer
9	8536.90.90	Socket
10	8536.90.10	Connect
11	7310.29.00	Drum
12	8301.50.00	Bracket
13	8536.69.90	Weft Stop Motion With Intregrated Cable
14	7320.90.10	Helical Spring
15	4010.33.00	V Belt

স্থানীয়ভাবে সুইচ সকেট উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করে নূতন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনে যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Heading	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
39.03	3903.20.00	San Resin
	3903.30.90	ABS Resion
39.07	3907.40.90	Poly Carbonate
	3907.99.90	Bulk Moulding Compound
	3907.99.90	PBT Compound
39.08	3908.10.00	Polyiamide/ Nylon-6/Nylon-66
39.09	3909.10.00	Urea Resin
	3909.40.90	Phenolic Moulding Compound
72.11	7211.19.90	MS Sheet
74.09	7409.21.10	Brass Sheet
	7409.31.10	Copper Sheet, Bronze Sheet
85.33	8533.40.00	Potaintion Meter
85.38	8538.90.10	Switch & Socket Indicator Light

স্থানীয় এলপিজি সিলিন্ডার শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২২/২০২১ এর সংশোধন:

যে সকল উপকরণ প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	7208.27.10	Pickled Hot-Rolled coils
2	7208.39.80	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated of a thickness of less than 3 mm
3	8311.30.00	Welding wire

বিনোদন পার্কের যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. ১৪২/২০২২ এ যে সকল পণ্য নতুন সংযোজন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	9508.29.00	Acrobatic Flight.
2	9508.25.00	Aquatube
3	9508.25.00	Aqua tower
4	9508.25.00	Bumper boats
5	9508.29.00	Bumper cars
6	9508.29.00	Bungee
7	9508.10.00	Cable car ride
8	9508.29.00	Cricket Bowling machine ride
9	9508.29.00	Dancing Fly mini

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
10	9508.29.00	Dark Ride
11	9508.10.00	Dragon Fly Midi
12	9508.30.00	Family Slide
13	9508.10.00	Ferris wheel

অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৪/২০২১ এর প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও নির্মান সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও নির্মান সামগ্রী" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "নির্মান সামগ্রী এবং Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৬: ব্যাগেজ সংক্রান্ত

যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধন :

ক) যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১০) মোতাবেক একজন যাত্রী কর্তৃক বিদেশ হতে আগমনকালে ২৩৪ গ্রাম ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণ পিন্ড সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করার সুযোগ রয়েছে। উক্ত সুবিধা কিছুটা হ্রাস করে ১১৭ গ্রাম ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণ পিন্ড সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করার বিধান করা যায়। এলক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যাগেজ বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

খ) নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিণ্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিণ্ড বহন করলে শাস্তির বিধান সুস্পষ্ট না থাকায় তা বিদ্যমান বিধিমালায় সংযুক্ত করা যায়। এলক্ষ্যে বিদ্যমান বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১০) এ নিম্নবর্ণিত শর্ত সংযোজন করা হয়েছে, যেমন:

“তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত যে কোনো পরিমাণ স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড আনিলে বা যে কোনো পরিমাণ স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড লুক্কায়িত অবস্থায় আনিলে উহা Customs Act, 1969 অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হইবে।”

গ) বর্তমানে ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় একজন যাত্রী কর্তৃক বিদেশ হতে আগমনকালে স্বর্ণবার বা স্বর্ণ পিন্ড এর ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম স্বর্ণের জন্য সর্বমোট ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করার বিধান রয়েছে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে এই শুল্ক করের পরিমাণ প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম স্বর্ণের জন্য সর্বমোট ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা শুল্ক-কর পরিশোধ করার বিধান করা হয়েছে।

সারণি-৭: পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য

আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জারীকৃত পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে পেট্রোলিয়াম ও এর উপজাত সম্পর্কিত ০২টি হেডিং এর আওতায় ১২টি H.S. Code এর বিপরীতে ট্যারিফ মূল্য এবং ০১টি হেডিং এর আওতায় ১টি H.S. Code এর বিপরীতে ন্যূনতম মূল্য বলবৎ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পেট্রোলিয়াম ও এর উপজাতসমূহের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিনিয়ত উঠানামা করে বিধায় অর্থনীতির জন্য অতীব প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন:-

ক) ২টি হেডিং সংশ্লিষ্ট ১২টি H.S. Code ভুক্ত পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু বাতিল করে Ad valorem duty এর পরিবর্তে Specific duty আরোপ করা হয়েছে;

খ) ১টি হেডিং সংশ্লিষ্ট ১টি H.S. Code ভুক্ত পণ্যের ন্যূনতম মূল্য বাতিল করে Ad valorem duty এর পরিবর্তে Specific duty আরোপ করা হয়েছে;

গ) উপরোল্লিখিত ১৩টি H.S. Code ভুক্ত পণ্যের আমদানিতে বিদ্যমান ৫% ও ১০% আমদানি শুল্ক ও আমদানি পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক এবং আগাম কর (AT) সমন্বয় করে Specific duty আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সমুদয় মূসক ও সমুদয় আগাম কর প্রত্যাহার করা যায়। একইসাথে অগ্রিম আয়কর আলাদাভাবে Ad valorem ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে আদায় করার বিধান করা হয়েছে।

যে সকল পণ্যের Specific Duty আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Specific Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.	5%	BDT 1117 per Barrel
2	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type	10%	BDT 13.75 per Ltr
3	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirit	10%	BDT 13.75 per Ltr
4	2710.12.20	Spirit type jet fuel	10%	BDT 13.75 per Ltr
5	2710.12.31	White spirit	10%	BDT 13.75 per Ltr
6	2710.12.32	Naphtha	10%	BDT 13.75 per Ltr
7	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels	10%	BDT 13.75 per Ltr
8	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels	10%	BDT 13.75 per Ltr
9	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels	10%	BDT 13.75 per Ltr
10	2710.12.49	Other kerosene	10%	BDT 13.75 per Ltr
11	2710.12.61	Light diesel oils	10%	BDT 13.75 per Ltr
12	2710.12.62	High speed diesel oils	10%	BDT 13.75 per Ltr
13	2710.19.11	Furnace oils	10%	BDT 9108 per MT

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.	15%	0%
2	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type	15%	0%
3	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirit	15%	0%

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	2710.12.20	Spirit type jet fuel	15%	0%
5	2710.12.31	White spirit	15%	0%
6	2710.12.32	Naphtha	15%	0%
7	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels	15%	0%
8	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels	15%	0%
9	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels	15%	0%
10	2710.12.49	Other kerosene	15%	0%
11	2710.12.61	Light diesel oils	15%	0%
12	2710.12.62	High speed diesel oils	15%	0%
13	2710.19.11	Furnace oils	15%	0%

যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম কর (AT) অব্যাহতি দেয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.	5%	0%
2	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type	5%	0%
3	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirit	5%	0%
4	2710.12.20	Spirit type jet fuel	5%	0%
5	2710.12.31	White spirit	5%	0%
6	2710.12.32	Naphtha	5%	0%
7	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels	5%	0%
8	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels	5%	0%
9	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels	5%	0%
10	2710.12.49	Other kerosene	5%	0%
11	2710.12.61	Light diesel oils	5%	0%
12	2710.12.62	High speed diesel oils	5%	0%
13	2710.19.11	Furnace oils	5%	0%

সারণি-৮: Customs Act, 1969 এর সংশোধন

------ অধ্যায়

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর সংশোধন

--। Act No. IV of 1969 এর section 2 এর Clause (c) সংশোধন।- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2 এর clause (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(c) "bill of entry" means a bill of entry delivered under section 79 or section 104, and includes, an electronically transmitted bill of entry in such cases and in such manner containing such particulars as the Board may specify;" ।

--। Act No. IV of 1969 এর section 15 এর Clause (g) সংশোধন।- উক্ত Act এর section 15 এর Clause (g) এ উল্লিখিত "Patents And Designs Act, 1911 (Act No. II of 1911)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি, বন্ধনী ও চিহ্ন এর পরিবর্তে "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৫ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

--। Act No. IV of 1969 এর section 104 এর সংশোধন।- উক্ত Act এর section 104 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 104 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"104. Clearance of bonded goods for home-consumption.- Any owner of warehoused goods may, at any time within the period of their warehousing under section 98, subject to submission of an ex-Bond bill of entry in such form and manner and containing such particulars as the Board may direct, to the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorised by the Board, clear such goods for home-consumption by paying-

a) the duty assessed on such goods under the provisions of this Act; and

b) all rent, penalties, interest and other charges payable in respect of such goods :

Provided that necessary permission will have to be taken from Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorised by the Board] fifteen days in advance in case of Special Bonded Warehouse for special purposes to be determined by the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorised by the Board." ।

--। Act No. IV of 1969 এর section 114 এর সংশোধন।- উক্ত Act এর section 114 এর-

(ক) sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(1) A register shall be kept of all bonds entered into for Customs-duties on warehoused goods, and entry shall be made for all goods irrespective of duty paid or not in separate manner in such register of all particulars required by section 113 to be specified, or in the case of Special Bonded warehouse entry shall be made in a register to be prescribed by The Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorised by the Board." ।

(খ) sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নতুন sub-section (3) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(3) Any owner of a bonded warehouse or a special bonded warehouse shall make entry of the particulars of goods purchased from local market or imported by payment of duties and taxes into the register as prescirbed by The Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the Board." ।

--। Act No. IV of 1969 এর section 196 এর সংশোধন।- উক্ত Act এর section 196 এর sub-section (2) এর clause (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(c) he is an Additional District Judge." ।

--। Act No. IV of 1969 এর FIRST SCHEDULE এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE এর পরিবর্তে এই আইনের তফসিল-...... এ উল্লিখিত "FIRST SCHEDULE" (পৃথকভাবে মুদ্রিত) প্রতিস্থাপিত হইবে।

সারণি-৯: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

বাজেটে যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে:

যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	4202.1	- Travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper:	- Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers:
2	4811.90.11	---- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant Ceramic/Melamine/ Transfers (decalcomania) manufacturing industry	---- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant Ceramic/Melamine/ Transfers (decalcomania)/ Opal glassware manufacturing industry
3	4908.10.10	--- Transfers (decalcomanias) imported by Industrial IRC holder VAT compliant ceramic or melamine industry	Transfers (decalcomanias) imported by Industrial IRC holder VAT compliant ceramic or melamine or Opal glassware industry
4	7606.11.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant LED Lamp or electric fan manufacturing industry	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan manufacturing industry
5	8437.80.10	Rice huller and wheat crusher	Rice huller and Rice/wheat crusher

যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	8503.00.90	8503.00.91	---- Stator with winding wire
		8503.00.92	---- Stator without winding wire
		8503.00.99	---- Other
2	8543.90.00	8543.90.10	--- Electric Cigarattes and similar personal electric vaporising devices
		8543.90.90	--- Other
3	8714.93.10	8714.93.11	---- Free wheel sprocket wheels of bicycle
		8714.93.19	---- Other

যে সকল H.S.Code একীভূত (merge) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Merge H.S. Code
(1)	(2)	(3)
1	3903.30.10	3903.30.00
	3903.30.90	
2	3907.40.10	3907.40.00
	3907.40.90	
3	3907.99.10	3907.99.00
	3907.99.90	
4	7601.20.10	7601.20.00
	7601.20.90	
5	7606.92.10	7606.92.00
	7606.92.90	
6	8539.90.31	8539.90.30
	8539.90.39	
7	9405.91.10	9405.91.00
	9405.91.90	
8	9405.92.10	9405.92.00
	9405.92.90	
9	9405.99.10	9405.99.00
	9405.99.90	

যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	3824.99.92	---- Master batch not containing pigments